সম্মতির বয়স বিষয়ক

আইনের

পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বক্তৃতা।

ব্যবস্থাপক সভায় পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করণোপলক্ষে সার এণ্ড্রু স্কোবল্ সাহেবের বক্তৃতা।

উপলক্ষে শ্রীরাজপ্রতিনিধির বক্তৃতা।

১৯এ মার্চ্চ তারিখে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ করণোপলক্ষে সার এণ্ড্রু স্কোবল্ সাহেবের বক্তৃতা।

ভিজ্যার রাজার বক্তৃতা।

মান্যবর শ্রীকৃষ্ণজী লক্ষ্মণ নুলকর সি. আই, ই, মহাশয়ের বক্তৃতা।

মান্যবর শ্রীহচিন্স্ সাহেবের বক্তৃতা।

বঙ্গদেশের মান্যবর শ্রী লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বক্তৃতা।

শ্রীরাজপ্রতিনিধির বক্তৃতা।

এবং

আইনের কার্য্যকরণ সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হোম ডিপার্টমেণ্টের সরকুলর।

কলিকাতা।

১৮৯১ সাল।

শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ব্যবস্থাপক সভায় সম্মতির বয়স বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করণোপলক্ষে মান্যবর শ্রীযুত সার এণ্ড্রু স্কোবল্ সাহেবের বক্তৃতা।

যখন কোন লোক কোন কোন নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় কোন স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস করেন তখন দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৫ ধারানুসারে বলাৎকারের অপরাধ ঘটিয়া থাকে। যে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস করা যায় তাহার সম্মতি ক্রমেই সহবাস করা হউক কি বিনা সম্মতিতেই সহবাস করা হউক সহবাসের সময় যদি তাহার বয়স দশ বৎসরের কম হয় তাহা হইলে ঐ রূপ একটী অবস্থা উপস্থিত হইযাছে বলিয়া বুঝিতে হয়। এ বিষয়ে বিবাহিত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে ভিন্ন ব্যবস্থা নাই। অর্থাৎ এইরূপ বিধান আছে যে যদি কোন লোক আপন স্ত্রীর সহিত সহবাস করেন এবং স্ত্রীর বয়স দশ বৎসরের কম না হয় তাহা হইলে সে সহবাস বলাৎকার হয় না। এ বিধানের অর্থ এই যে, যে বয়সে স্ত্রীলোক মাত্রই সম্মতি দিতে পারেন স্ত্রী যদি সেই বয়স প্রাপ্ত হইয়া না থাকেন তাহা হইলে তিনি সম্মতি দিলেও সে সম্মতি তাঁহার স্বামীকে সাধারণ আইনের হাত হইতে অব্যাহতি দিবে না। যে পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার নিমিত্ত আমি এক্ষণে অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা উভয় শ্রেণীর স্ত্রীলোক সম্বন্ধেই সম্মতির বয়সকে দশ হইতে বাড়াইয়া বার করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে।

পাণ্ডুলিপি দ্বারা কোন নূতন অপরাধের সৃষ্টি করা হইবে না, অগ্রে এই কথাটী ব্যক্ত করা আমি বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি। কোন কোন ব্যক্তি এই রূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে যখন স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস বেআইনী সহবাস না হইলে বলাৎকার হইতেই পারে না এবং স্ত্রী বিবাহে যে সম্মতি দেন তাহার ফলে স্বামী ও স্ত্রীর সহবাস বেআইনী সহবাস হইতে পারে না

তখন যে স্থলে বৈবাহিক সম্বন্ধ থাকে সে স্থলে কোন লোকের আপন স্ত্রীর উপর বলাৎকার একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু পাণ্ডুলিপি দ্বারা কোন নূতন অপরাধের সৃষ্টি করা হইবে না এই কথায় এই যুক্তি খণ্ডন হইতেছে। স্বামী ও স্ত্রীর সহবাস যে কোন কোন অবস্থায় বেআইনী সহবাস হইতে পারে দণ্ডবিধির আইনে তাহা অবধারিত হইয়াছে—ঐ আইন অনুসারে ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল ভারতবর্ষে এই আইন রহিয়াছে—এবং ইণ্ডিয়ান লা কমিশনরেরা ইহার নিম্নলিখিত হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঃ—

"বিবাহ হইতে যে অধিকার জন্মে লোকে যাহাতে উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে তদনুসারে কার্য্য না করে তজ্জন্য কোন কোন স্থলে আইনের শাসন আবশ্যক হইতে পারে। এরূপ স্থলে স্বামী আপন অধিকারের যে অপব্যবহার করেন তাহা বলাৎকারের পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে।"

গবর্ণমেণ্টের কোন শ্রেণীর প্রজার রক্ষার্থ গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা প্রমাণ হইলে গবর্ণমেণ্টের যে তদর্থে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আছে এবং হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। অতএব যে যে হেতুতে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট আইনের এই সংশোধন প্রস্তাব করিতেছেন তাহা আমি এক্ষণে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিব।

পাণ্ডুলিপির দ্বিবিধ উদ্দেশ্য। বালিকাদিগকে অপরিণতাবস্থায় বেশ্যাবৃত্তি হইতে রক্ষা করা এক উদ্দেশ্য এবং উপযুক্ত বয়সের পূর্ব্বে সহবাস হইতে রক্ষা করা আর এক উদ্দেশ্য।

প্রস্তাবের প্রথম উদ্দেশ্যের সহিত কি ইউরোপীয় কি এ দেশীয় সকল শ্রেণীর বালিকার সম্বন্ধ আছে এবং এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন আপত্তির হেতু থাকিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে এই কথা লিখিত আছে ঃ—"কলিকাতায় অতি অল্প পর্য্যবেক্ষণেই দেখা যায় যে পাপের পথে বিচরণ করিবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকদিগকে অতি অল্প বয়স হইতে শিক্ষিত ও প্রস্তুত করা হয়।" এবং আমার বোধ হয় যে এবিষয়ে কলিকাতাতে যাহা হয় দেশের অন্যান্য স্থানেও তাহা হয়। এইরূপে শিক্ষিত একটী বালিকা যে সম্মতি দিবে তাহা বিচিত্র নয়। কিন্তু বালিকা বলাৎকারে সম্মতি দিয়াছে বলিয়া যে দুর্ব্বৃত্ত তাহাকে

বলাৎকার করিয়াছে তাহাকে তাহার উপযুক্ত দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতে দেওয়া অতি গর্হিত কার্য্য হইবে।

প্রস্তাবের প্রথম উদ্দেশ্য যেমন বিস্তৃত উহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও তেমনি বিস্তৃত। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে যে অকাল সহবাস নিষিদ্ধ করিলে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা হইবে। অতএব এই আইন দ্বারা হিন্দু বিবাহ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা যে অভিপ্রেত নয় এবং হস্তক্ষেপ যে ঘটিবে না ইহা বুঝান বাঞ্ছনীয় বোধ হইতেছে। বিদ্বান ও প্রামাণিক ব্যক্তিগণ বালিকা বিবাহের কথার উভয় দিকই আলোচনা করিয়াছেন। কোন দিকে ঠিক মীমাংসা হইয়াছে, কোন দিকে ঠিক মীমাংসা হয় নাই, একথার নিষ্পত্তি করা অনাবশ্যক। কারণ এই পাণ্ডুলিপিতে বালিকাবিবাহের কথার কোন উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু আমি একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, সেই সকল আলোচনার ফল স্বরূপ দুইটী কথা উদ্ভূত ও সাব্যস্থ হইয়াছে। প্রথম কথা এই যে, ঋষিরা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং অনেক বর্ণের লোকের আচার এই যে বালিকা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ দিতে হইবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, যে বালিকার অপরিণতাবস্থা তাহার সহিত সহবাস করা যে পাপ শাস্ত্রে তাহা অতি গর্হিত বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে এবং ইহলোকে ও পরলোকে তাহার অতিভীষণ দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমার বোধ হয় যে এপর্য্যন্ত এই শেষোক্ত কথার প্রতি সমুচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় নাই। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি আপন স্বদেশবাসীদিগের প্রতি একটী বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতায় শাস্ত্রের মত এই রূপে ব্যক্ত করিয়াছেনঃ—

"আমরা অষ্টম বর্ষের পূর্ব্বে নয় এমন বাল্য বিবাহের পক্ষপাতী, একথা সত্য। কিন্তু স্ত্রী ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সহবাস করিবার রীতির আমরা বিরোধী। আমরা বালকদিগের বাল্য বিবাহ সমর্থন করি না। বালিকা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে তাহার সহিত সহবাস আমরা মহাপাপ বলিয়া মনে করি এবং আমাদের এই বিশ্বাস যে উহা আমাদের অবনতির ভীষণ কারণ। আমরা জানি যে হিন্দু সমাজ এই রীতিকে মহাপাপ বলিয়া মনে করে না সেই জন্যই হিন্দুদিগের অবনতি।"

অতএব আমার বোধ হইতেছে যে আমি এ কথা বলিতে পারি যে হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থের উপদেশের সহিত এই পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবের কোন বিরোধ নাই। যদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের নামে আধুনিক রীতি শাস্ত্রের ঐ সকল উপদেশ উপেক্ষা ও উল্লঙ্ঘন করে তাহা হইলে উহাতে যে শাস্ত্রের আদেশ অমান্য করা হয় তৎ-পোষকতায় উহাকে ঐ সকল উপদেশের দোহাই দিতে দেওয়া যাইতে পারে না।

ইহার অপেক্ষা একটী ভাল যুক্তি আছে অথবা মূল ভাল হইলে ইহার অপেক্ষা একটী ভাল যুক্তি হইতে পারিত। সেই যুক্তি এই। পাণ্ডুলিপি খানির প্রয়োজন নাই, তাহার প্রথম কারণ এই যে, যে অনিষ্টের প্রতিকার করা অভিপ্রায় হইতেছে তাহা সচরাচর ঘটে না এবং দ্বিতীয় কারণ এই যে, যে বিরল ঘটনাগুলি ঘটে তাহাতে দণ্ড দিবার পক্ষে এখন যে আইন আছে তাহাই যথেষ্ট। আমি দুঃখিত হইলাম এই দুইটী কথার মধ্যে আমি কোন কথাটীই ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

প্রথম হেতু সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ঐ রীতিটী যে ভারতবর্ষের সকল অংশে সমানভাবে প্রচলিত নাই এবং শিক্ষিত শ্রেণীতে সর্ব্বত্রই ইহার প্রতি বিরাগ বৃদ্ধি হইতেছে ইহা আমি সহজেই স্বীকার করি। কিন্তু একটী উদাহরণ স্বরূপ বলি যে সার ষ্টুয়ার্ট বেলি বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এইরূপ রিপোর্ট করিয়াছেন ঃ—

"হিন্দু বালিকাদিগের বিবাহ হইবার পর এবং তাহাদিগের ঋতু রীতিমত স্থাপিত হওয়া দূরে থাকুক কেবলমাত্র লক্ষিত হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে স্বল্পাধিক পরিমাণে তাহাদিগের স্বামীর সংসর্গে আনিবার রীতি সাধারণতঃ প্রচলিত আছে। রীতি বহুবিস্তৃত বলিয়া বোধ হয়—উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে বেশী প্রচলিত—কিন্তু সাধারণতঃ নিজ বঙ্গদেশেই প্রচলিত এবং পূর্ব্ব ও মধ্য বঙ্গে বেশী প্রচলিত। ইহা সাধারণতঃ বেহার পর্য্যন্ত প্রচলিত নাই, উড়িষ্যায় ইহা নাই এবং আদিম জাতিগণ এদোষ হইতে মুক্ত বলিয়া বোধ হয়।"

যদি এই সাক্ষ্য ছাড়া অন্য সাক্ষ্য নাও থাকিত তথাপি আমার মতে আইন করিবার আবশ্যকতা প্রমাণীকৃত হইত। কিন্তু এই অনিষ্ট বঙ্গদেশে

সম্বন্ধ নয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যেখানে এ অনিষ্ট আছে সেখানে ইহাকে অপরাধ গণ্য করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, যেখানে এ অনিষ্ট নাই সেখানে আইনের কার্য্য হইবে না।

তাহার পর কথা হইতেছে, এখন যে আইন আছে তাহা প্রচুর কি না। আমি মোটামুটি এই কথা বলিতে পারি যে, যে আইন একজন পূর্ণবয়স্ক জোয়ান মানুষকে একটী দশ বৎসরের ক্ষুদ্র বালিকার সহিত বলপূর্ব্বক সহবাস করিতে দেয় সে আইনকে এক গুণ্ডার পক্ষ হইতে ভিন্ন অন্য কোন পক্ষ হইতে প্রচুর বিবেচনা করা যাইতে পারে না। ডাক্তার মেকলাউড কলিকাতা মেডিকাল সোসাইটীতে সম্প্রতি একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধে তিনি এই কথা বলিয়াছেন ঃ—"ঋতু আবির্ভাবের কম বয়সের বালিকারা শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় সহবাসের অযোগ্য। এবং জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সম্বন্ধে অপরিণতাবস্থার বালিকাদিগের সহিত যে কোন অবস্থাতেই সহবাস হউক না কেন সে সহবাসকে আইন দ্বারা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত।" এ প্রস্তাবে বুঝিতে পারা যায় না এমন কোন কথা নাই এবং আমি এই সভাকে এই প্রস্তাবটীই গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। কিন্তু হরি মাইতির মোকদ্দমায় আমাদের একজন অতি উৎকৃষ্ট জজ এক্ষণকার আইনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই ব্যাখ্যা দৃষ্টে সে আইন কি রকম বোধ হয়? সে মোকদ্দমায় বালিকা দশ বৎসরের অধিক বয়স্কা ছিল বলিয়া বলাৎকারের আইন খাটিতে পারে না এই কথাটী নির্দ্দেশ করায় জজ উইলসন এইরূপ বলিয়াছিলেন ঃ—

"ঐ সিদ্ধান্তের কতক গুলি পরিণাম আছে। একটী পরিণাম এই যে, যে সকল স্থলে বলাৎকারের আইন খাটে না সে সকল স্থলে কি জজ কি জুরী কাহারই আইনে যাহা করে নাই, অর্থাৎ, দশ বৎসরের অধিক বয়স্কা বালিকা সম্বন্ধে আইন যাহা করে নাই, তাহা করিবার অধিকার নাই। অর্থাৎ একটী স্থিরনির্দ্দিষ্ট বয়সের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া ঐ বয়সের কম বয়স্কা স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস হইলে তাহা বিপজ্জনক এবং দণ্ডনীয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ বয়সের অধিক বয়স্কা স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস হইলে তাহা নিরাপদ ও ঠিক বলিয়া গণ্য হইবে আমরা এই রূপ বিবেচনা করি, এরূপ বলিবার অধিকার নাই। আইনে উহা করে নাই বলিয়া আমাদেরও

উহা করিবার অধিকার নাই। এবং সেই জন্যই যে সকল স্ত্রীলোকের বয়স দশ বৎসরের অধিক কিন্তু যাহাদের শারীরিক অবস্থা এত অপরিণত বলিয়া কথিত হয় যে সহবাস তাহাদের পক্ষে বিপজ্জনক সেই সকল স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস ঘটিলে আমরা বলাৎকারের মোকদ্দমার ন্যায় এইরূপ সহবাসের স্থলে কেবল মাত্র বালিকার বয়স সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার সরল ও সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারি না। আমাদিগকে প্রত্যেক মোকদ্দমার সমস্ত অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ যখন আমরা প্রত্যেক মোকদ্দমার ঘটনা সম্বন্ধে আইন খাটাইতে যাই তখন বলাৎকারের মোকদ্দমার ন্যায় আমাদের নিমিত্ত এমন একটী স্থিরনিশ্চিত রেখা নির্দ্দিষ্ট দেখি না যাহাতে সহবাসের কথাই অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার একমাত্র বিষয়। অপিচ আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন শ্রেণীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে ও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। সেই সাক্ষ্যে অভিপ্রায়, জ্ঞান, হঠকারিতা, অবহেলা ও ফলাফল সম্বন্ধীয় অনেক সূক্ষ্ম কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। সচরাচর কত বয়সে ঋতু হয় অথবা একটী সাধারণ বিধি নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিতে হইলে কত বয়সকে আমরা সহবাসের নিরাপদ বয়স বলিব এই সকল স্থলে আমাদের এরূপ কোন সাধারণ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হয় না। যে মোকদ্দমার বিচার করা যাইতেছে সেই মোকদ্দমায় যে সকল ঘটনা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয় আমাদের কেবল মাত্র সেই সকল ঘটনা বিবেচনা করিয়া এবং যে বালিকাটির সহিত সহবাস করা হইয়াছিল তাহার শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অভিপ্রায়ে, যতদূর জানিয়া, যে পরিমাণ হঠকারিতা বা অবহেলার সহিত সেই সহবাস উপলক্ষে কার্য্য করিয়াছিল তাহা বিবেচনা করিয়া সে ফৌজদারী আইনের কোন বিধানানুসারে আপনাকে দণ্ডনীয় করিয়াছে কি না তাহা বলিয়া দিতে হয়।"

আমি এখন সভাকে জিজ্ঞাসা করি যে, এই সকল নির্দ্দোষী ক্ষুদ্র বালিকাদিগকে আইন দ্বারা প্রকৃত পক্ষে রক্ষা করা সম্বন্ধে এতগুলি প্রতিবন্ধক থাকিতে দেওয়া উচিত কি না এবং জজ সাহেব যাহাকে বাঁধাবাঁধি রেখা বলেন আমাদের তেমন একটী বাঁধাবাঁধি রেখা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া

উচিত কি না, যে বেধা থাকিবার দরুণ এই শ্রেণীর মোকদ্দমার তদন্ত সহজ হইতে পারে এবং লোকসাধারণ বুঝিতে পারে যে, যে স্থলে স্ত্রীর রক্ষার্থ বিবাহসূত্রে প্রাপ্ত অধিকারানুসারে কার্য্য হইতে বিরত থাকা আবশ্যক সে স্থলে ঐরূপ অধিকারানুসারে কার্য্য হইতে বিরত থাকিতেই হইবে। ব্যবস্থাপক সভার যে এই রূপ সীমা নির্দ্দেশ করিবার অধিকার আছে তাহা আমি পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি। জজ উইলসন এইরূপ বলেন ঃ—

"এদেশের আদালত সমূহ যে যে আইনানুসারে বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ হিন্দু আইন মুসলমান আইন বা বৃটিশ শাসনাধীনে প্রণীত আইন, তন্মধ্যে কোন আইনেই এমন কথা নাই যে স্ত্রীব আপদ বিপদের দিকে কিছু মাত্র দৃষ্টি না করিয়া স্বামীর স্ত্রীর শরীর ভোগ করিবার অনিয়মিত অধিকার আছে।"

অতএব এখন জিজ্ঞাস্য এই—সীমা কত হওয়া উচিত।

পাণ্ডুলিপিতে বার বৎসরের প্রস্তাব করা যাইতেছে। যাঁহারা অনেক দিন ধরিয়া এই বিষয়ে লোককে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা বার বৎসরকে সীমা করিবার কথা বলিয়াছেন। এবং তাঁহাদের এরূপ বলিবার উত্তম হেতু আছে বলিয়া বোধ হইতেছে। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে এখন যে রীতি প্রচলিত আছে তাঁহাদের প্রস্তাব সেই রীতির অনুযায়ী বটে। সম্মতির বয়স বাড়াইবার বিরুদ্ধে পুনা হইতে এক বহুলোক স্বাক্ষরিত আবেদন আসিয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে বালিকার বয়স বার বৎসর হইবার পূর্ব্বে সহবাস প্রায়ই হয় না। মান্দ্রাজে অকালসহবাস অতি বিরল এবং পঞ্জাব প্রদেশে সহবাস সাধারণতঃ ঋতু উপস্থিত হইবার পর আরম্ভ হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হিন্দু আইনে বালিকাদিগকে ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে বিবাহিতা করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বালিকারা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগের সহিত সহবাস সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। মুসলমান আইন অনুসারে বিবাহের সিদ্ধ চুক্তি করিবার পক্ষে ঋতুমতী হওয়া এবং কার্য্যের ফলাফল বুঝিতে পারা নিতান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষের লোকেরা যে দুই বৃহৎভাগে বিভক্ত সেই দুই বৃহৎভাগের মতেই ঋতু দৃষ্টে সহবাসের উপযুক্ত বয়স নিরূপিত হয় বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

অতএব ভারতবর্ষে বালিকারা স্বভাবতঃ কত বয়সে সাধারণতঃ ঋতুমতী হইয়া থাকে? এই কথা লইয়া ডাক্তারেরা অনেক আলোচনা করিয়াছেন এবং অনেকের এই মত যে, কোন বালিকার বয়স চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ না হইলে তাহার সহবাসে সম্মতি দিবার শরীরিক বা মানসিক যোগ্যতা হয় না। কিন্তু চৌদ্দ বৎসর সীমা করিলে ভারতবর্ষীয়দিগের জীবন প্রণালীতে একটী অতি গুরুতর বিপ্লব বড় সহসা সম্পাদন করা হইবে। এবং লোককে আইন দ্বারা এই সীমা গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিলে আইনের উদ্দেশ্য নিশ্চয় বিফল হইবে। ডাক্তাব মেকলাউডের যে প্রবন্ধ হইতে আমি পূর্ব্বে কোন কোন কথা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে তিনি এ সম্বন্ধে অনেকটা পরিমিত রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের যৌন পরিপক্কতা লাভ করিবার কাল সম্বন্ধে তিনি এই কথা বলেনঃ—

"ঋতুর আবির্ভাব স্ত্রীলোকদিগেন জীবনেব এই কাল নির্দ্দেশ বা জ্ঞাপন করে এপর্য্যন্ত এই মত পোষণ কবা হইয়াছে। কিন্তু যদিও এরূপ স্বীকাব করা যায যে অধিকাংশ স্থলে ঋতুর আবির্ভাবে যৌন পবিপক্কতার কাল নির্দ্দিষ্ট বা বিজ্ঞাপিত হয়, তথাপি এদেশের স্ত্রীলোকদিগের কত বযসে ঋতু আরম্ভ হয় তৎসম্বন্ধে আমাদের কি প্রমাণ আছে? হিন্দু ঋষি ও চিকিৎসক সুশ্রুত বলেন যে দ্বাদশ বৎসবের পর ঋতুক্ষবণ আরম্ভ হয় এবং হিন্দু ব্যবস্থাপক মনু বিবাহের ঐ বযসই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ডাক্তাব এলেন ওয়ের এ বিষয়ে সংখ্যাদিমূলক তথ্য সংগ্রহ করিযাছিলেন এবং তাঁহার প্যাথলজিযা ইণ্ডিকা নামক গ্রন্থে তিনি তাঁহার সংগ্রহের যে ফল প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা এই—'১২৭টী হিন্দু রমণীর মধ্যে কেবল মাত্র ছয়টী বালিকার ঋতু বার বৎসরের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। এবং ছয়টীব মধ্যে অনেকের দ্বিতীয় ঋতু যখন প্রথম ঋতুর পব এক বৎসবের মধ্যে হয় নাই এবং যাহাদের দ্বিতীয় ঋতু প্রথম ঋতুর পর এক বৎসরের মধ্যে হয় নাই তাহারা যখন সেই দ্বিতীয় ঋতুকেই প্রথম ঋতু বলিয়া মনে করিয়াছিল তখন বাবু মধুসূদন গুপ্তের কথা খুব সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে তাহাদের প্রথম ঋতুকে প্রকৃত ঋতু বিবেচনা করা অপেক্ষা যোনিদ্বার ছিন্ন হইবার দরুন রক্তস্রাব বিবেচনা করা ভাল' এ বিষয়ে সংখ্যাদিমূলক অপর কোন তথ্যের কথা আমি অবগত নহি।

কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে বার বৎসরকে ঋতু আবির্ভাবের সর্ব্বাপেক্ষা কম বয়স এবং তের বৎসরকে ঋতু আবির্ভাবের বয়সের গড় বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে চৌদ্দ বৎসরে অধিকাংশ বালিকার ঋতু হয় বলিয়া লোকের ধারণা এবং চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্কা বালিকার সহিত সহবাস অপরাধ বলিয়া গণ্য। জলবায়ু ও জাতিগত প্রভেদ জন্য যথাযথ ধরাট করিয়া এবং সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া রক্ষণাবেক্ষণের বয়স এদেশে দশ হইতে বাড়াইয়া বারতে তোলা ঠিক ও যুক্তিযুক্ত বোধ হয়।"

একপক্ষে আইন ও আচার অনুসারে বার বৎসরের কাছাকাছি সময়কে সহবাসের গড় বয়স বিবেচনা করা যাইতে পারে। এবং আর এক পক্ষে শারীরিক যোগ্যতা সম্বন্ধে ঐ সময়কে সর্ব্বাপেক্ষা কম নিরাপদ বয়স বিবেচনা করা যাইতে পারে। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, এ বয়সটীকে সীমা করিলে সমাজের কোন অংশের কোন আস্থাযোগ্য সামাজিক রীতির বা ধর্ম্মব্যবস্থার ব্যাঘাত করা হইবে না। কেহ কেহ এই বার বৎসরকে বড় কম সীমা মনে করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের এই কথাটী বুঝিতে হইবে যে, আইনের এই সংশোধনের দরুণ বালিকারা বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আইন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইবে বটে কিন্তু বার বৎসরের অধিক বয়স্কা বালিকাদিগের সম্বন্ধেও বর্ত্তমান আইনে পশুবৎ আচরণের প্রতি-কারের যে ব্যবস্থা আছে তাহা প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে।

আইনের প্রস্তাবিত সংস্কার সম্বন্ধে আর দুইটী আপত্তির বিচার করিতে বাকী আছে। প্রথমতঃ এইরূপ আশঙ্কা করা হইতেছে যে, আইন সংশোধিত হইলে পুলীস অপরাধ আবিষ্কার করিবার জন্য যত না হউক ঘুষ আদায় করিবার জন্য পারিবারিক গোপনীয়তার হানি করিতে পারে। এই আশঙ্কা ন্যায্য হউক আর নাই হউক ইহা আমি এত বিস্তৃত দেখিয়াছি যে আমার মতে ইহা উপেক্ষা করা উচিত নয়। সেই জন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, সংশোধিত ধারানুসারে কোন লোক আপন স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে সে অপরাধ পুলীস আমলে আনিতে পারিবেন না অর্থাৎ সেরূপ অপরাধ ঘটিলে পুলীসের কর্ম্মচারীরা বিনা ওয়ারাণ্টে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন না

এবং সমন বাহির করিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে এবং জামিন লওয়া যাইতে পারিবে। আমি আশা করি যে, এই বিধান এই বিষয় ঘটিত সমস্ত ভয়ের কারণ দূরীভূত করিবে।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে আইনের কোন প্রত্যক্ষ ফল হওয়া সম্ভব নয়। হাঁ, সম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু আইন করিবার দরুণ যদি প্রধানতঃ লোকশিক্ষা হয়, আইন যদি পরিবারের কর্ত্তা-দিগকে আপন আপন কন্যাগণকে রক্ষা করা সম্বন্ধে বলপ্রদান করে এবং আচারকে এমন করিয়া পরিবর্ত্তন করে যে এই অনিষ্টকর কুকার্য্য করিবার পক্ষে এখন যে সকল সুবিধা ও প্ররোচনা আছে তাহা কমিয়া যায় তাহা হইলেই আর কেহ সন্তুষ্ট হউন আর নাই হউন আমি সন্তুষ্ট হইব। আমি একথাটীও ভুলিতে পারিব না যে অনেক দিন হইল ডাক্তার চিবার্স দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে যাহাদিগকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান আইন প্রণীত হইয়াছিল নিতান্ত কম বয়স ধার্য্য থাকায় বর্ত্তমান আইন তাহাদিগেরই অনিষ্ট করিতেছে। এবং বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে যদিও আদালতে বেশী মোকদ্দমা আসা সম্ভবও নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয় তথাপি যদি বার বৎসরের কম বয়স্কা কোন বালিকার উপর তাহার স্বামীর অধিকার প্রয়োগ করাকে আইনে বলাৎকার বলিয়া নিন্দিত হয় এবং ইহা যদি প্রকাশ্যরূপে স্বীকৃত হয় যে যাহারা ঐরূপ আক্রমণের সহায়তা করে তাহারা আপনাদিগকে দণ্ডার্হ করে তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত যে যে শ্রেণীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই বিল খানি প্রধানতঃ প্রস্তুত করা হইয়াছে কেবল সেই শ্রেণীর অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে তাহা নহে, লোকসাধারণের শারীরিক ও সামাজিক মঙ্গলেরও প্রভূত বৃদ্ধি সাধিত হইবে। আমারও এই মত।

শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ব্যবস্থাপক সভায় সম্মতির বয়স বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করণোপলক্ষে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বক্তৃতা।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপির সমর্থনার্থ ইতিপূর্ব্বেই যাহা বলা হইয়াছে তদতিরিক্ত আর কিছু বলা আমি আবশ্যক বিবেচনা করি না। তবে বোধ হয় এই টুকু বলা আবশ্যক যে আমাদিগের মান্যবর সহযোগী সর শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় যে কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন আমরা সর্ব্বদাই তাহার বিশিষ্ট প্রামাণিকতা স্বীকার করিলেও, পাণ্ডুলিপির ভারপ্রাপ্ত মেম্বর মান্যবর শ্রীযুত স্কোবল সাহেব তদীয় মুখবন্ধ স্বরূপ বক্তৃতায় যে সকল কারণের উল্লেখ করিয়াছেন ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট সেই সকল কারণে শ্রীযুত মিত্র মহাশয়ের একথাটী স্বীকার করেন না যে উপস্থিত পাণ্ডুলিপিক্রমে আমরা যাহাদিগকে রক্ষা করিবার প্রস্তাব করিতেছি বর্ত্তমান ফৌজদারী আইন তাহাদিগকে রক্ষা করিবার পক্ষে যথেষ্ট ও প্রচুর। উপস্থিত পাণ্ডুলিপির প্রয়োজনার্থ বিবাহিতা ও অবিবাহিতা বালিকাদিগকে সমভাবে রক্ষা করিবার বিধান হইতেছে বলিয়াই যে ১৮৫৮ সালের ঘোষণাপত্র অনুসারে আমরা এরূপ সকল বিষয়ে এক কালে হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না শ্রীযুত মিত্র মহাশয়ের এই মতটিও আমরা গ্রাহ্য করিতে পারিনা। ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট উক্ত ঘোষণাপত্র আপনার পক্ষে বিশিষ্টরূপে পালনীয় বিবেচনা করেন। আবার শ্রীযুত মিত্র মহাশয় এরূপ বিবেচনা করেন যে দণ্ডবিধির আইনের বর্ত্তমান যে ধারাটীতে সহবাস সম্মতির বয়স দশবৎসর নির্দ্দিষ্ট আছে সেই ধারানুসারে কোন অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই বলিয়া ঐ ধারাটী কার্য্যকর নয় অথবা উহা নাই বলিলেও চলে ইহা বলা যাইতে পারে। ইহাতেও আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিনা। আমার বিশ্বাস এই যে ভারতবর্ষীয় আইন সম্বন্ধে আমার অপেক্ষা যাঁহাদের অধিকতর অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা আমার কথার পোষকতা করিয়া বলিবেন

যে এতদ্দেশে আইনের ফল স্বরূপ যেরূপ অনেক সময়ে মোকদ্দমা অভিযোগ প্রভৃতি ঘটে সেইরূপ আবার অনেক সময়ে লোকশিক্ষাও হয়, এই কারণে আইন হইতে অনেক সময় মূল্যবান ফল লাভ হইয়া থাকে। পাণ্ডুলিপির বর্ত্তমান অবস্থায় এই সকল কথার বিচার না করিয়া পরে বিচার করিলে সুবিধা হইতে পারিবে। বিশেষ যে বিষয়টী লইয়া পাণ্ডুলিপি প্রণীত হইয়াছে ঠিক সেই বিষয়টী সম্বন্ধে যত না হউক কিন্তু অপর যে কএকটী বিষয়ের কিয়ৎ পরিমাণে সেই বিষয়ের সহিত সম্পর্ক আছে বলিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের মত কি তাহা সভ্য মহোদয়গণ ও সর্ব্বসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত করাই সভ্যগণের নিকট আমার এক্ষণে বক্তৃতা করিবার উদ্দেশ্য।

পাণ্ডুলিপির ভারপ্রাপ্ত মেম্বর মান্যবর শ্রীযুত স্কোবল সাহেব প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন যে যাহাকে এতদ্দেশের বিবাহ ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে পাণ্ডু-লিপি দ্বারা কোন অংশেই তাহার কোন ব্যতিক্রম করা হইতেছে না। আমি যতদূর অবগত আছি তাহাতে বলিতে পারি যে হিন্দু সমাজে এরূপ কোন সামাজিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আচার ব্যবহার প্রচলিত নাই যাহার প্রতি উপস্থিত পাণ্ডুলিপি দ্বারা কিঞ্চিৎ মাত্রও হস্তক্ষেপ হইতেছে। যে বহুসংখ্যক ভারত-বর্ষীয় বালিকার বয়স দশ হইতে বার বৎসরের মধ্যে আমরা তাহাদিগকে অল্প বয়সে বেশ্যাবৃত্তি বা উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে সহবাসের নিশ্চিত অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবার প্রস্তাব করিতেছি। বর্ত্তমান আইনে তাহাদিগকে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রক্ষা করে। আইনে যাহাতে তাহাদের বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রক্ষা হয় আমাদের তাহাই প্রস্তাব। অবিবাহিতা ও বিবাহিতা বালিকাদিগকে সমভাবে রক্ষা করিবার বিধান হইতেছে কেবল এই টুকুতেই উপস্থিত পাণ্ডুলিপি দ্বারা বিবাহ প্রথার যাহা কিছু ব্যত্যয় হইতেছে। বর্ত্তমান আইনানুসারে এই রূপ রক্ষা করণ সম্বন্ধে বিবাহিতা ও অবিবাহিতা বালিকার মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় নাই এবং আমরা বিবেচনা করি যে প্রকৃতি বিবেচনায় এরূপ কোন প্রভেদ এক্ষণে করাও উচিত নয় বালিকা বিবা-হিতাই হউক আর অবিবাহিতাই হউক তাহাতে তাহার অপরিণত অবস্থার কোন তারতম্য হয় না। সুতরাং যদি আমরা এক শ্রেণীকে রক্ষা করি ও

আর এক শ্রেণীকে রক্ষা না করি তাহা হইলে আমাদের কার্য্যে অসঙ্গতি দোষ স্পর্শ করে। ভারতবর্ষের বিবাহ ব্যবস্থার সহিত উপস্থিত পাণ্ডুলিপির সম্বন্ধের এই খানেই আরম্ভ এইখানেই শেষ।

মান্যবর সভ্যগণ অবগত আছেন এবং আমাদের মান্যবর সহযোগী শ্রীযুত মুলকার মহাশয় বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে পাণ্ডুলিপির গৃহীত প্রস্তাবটী সম্প্রতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবের এরূপ কয়েকটী প্রস্তাবের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে যাহা স্পষ্টই হিন্দুদিগের বিবাহ ব্যবস্থা ও সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানের বিঘ্নকারক। এই প্রস্তাবগুলি এরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত করা হইয়াছে যে তদন্তর্গত প্রশ্ন সমুদয় পরস্পর অচ্ছেদ্য-রূপে গ্রথিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া পড়িয়াছে এবং লোকের এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে যদি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট উক্ত সমগ্র বিষয়ের কোন একটী অংশ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায় করেন তাহা হইলে অপর অংশগুলি সম্বন্ধেও ঐ গবর্ণমেণ্টকে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমি এই ভ্রান্ত সংস্কার দূর করিতে ইচ্ছা করি এবং মান্যবর সভ্যগণের অনুমতি সহকারে তাঁহাদিগকে ও সর্ব্বসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের অভিপ্রায় অবগত করাইয়া যে সকল প্রস্তাবের উল্লেখ করিলাম তৎসম্বন্ধে যাহা করিবার অভিপ্রায় আছে এবং যাহা করিব না তাহা ঠিক করিয়া বলিবার প্রস্তাব করিতেছি।

আমি যে প্রস্তাবগুলির উল্লেখ করিলাম ও যাহা সম্প্রতি বিশেষরূপে আমাদের গোচর করা হইয়াছে তাহা একটী ইংলণ্ডীয় কমিটী কর্ত্তৃক সম্প্রতি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত কতকগুলি নির্দ্ধারণের মধ্যে দৃষ্ট হইবে। ঐ কটীর মধ্যে এরূপ অনেক লোক আছেন যাঁহারা রাজকীয় কার্য্যে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং যাঁহাদের কোন না কোন সময়ে এতদ্দেশে বড় বড় সরকারী কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ ছিল। এই প্রসিদ্ধ সংস্কা-রক দলের সরল অভিপ্রায় সম্বন্ধে কিম্বা তাঁহারা যে উৎকৃষ্ট ও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়াসী হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করা অসম্ভব। আমরা যদি তাঁহাদের সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণরূপে সম্মত হইতে না পারি তাহা হইলে তাহার এই মাত্র কারণ যে আমরা তাঁহাদের অনেকের অপেক্ষা এতদ্দেশের

সাধারণমত অধিকতর পরিমাণে অবগত আছি বলিয়া যে কোন কার্য্যে ভারতবাসী কোন বৃহৎ সম্প্রদায়ের সামাজিক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানের প্রতি প্রকৃতই হস্তক্ষেপ হইবে বলিয়া বলা যাইতে পারে তদ্রূপ কোন কার্য্য করা যে কতদূর গুরুতর তাহা আমরা তাঁহাদের অপেক্ষা বেশী বুঝি।

কমিটী আপনার গৃহীত যে নির্দ্ধারণ গুলি ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন সুবিধার নিমিত্ত আমি সেইগুলির পর্য্যায়ক্রমে উল্লেখ করিব।

এই নির্দ্ধারণগুলির প্রথমটী সম্মতির বয়স বাড়াইয়া বার বৎসর করিবার জন্য। এই প্রস্তাবটীই উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে গৃহীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। তবে এইটুকু বলা আবশ্যক যে গত জুলাই মাসের প্রথমেই সুতরাং ইংলণ্ডে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল তাহার বিষয় অবগত হইবার অনেক পূর্ব্বেই আমরা এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিব এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম।

একটী কথা বলিয়া যাই। যেখানে স্বামী ও স্ত্রী লইয়া কথা সেখানে উপস্থিত পাণ্ডুলিপিখানি একটী গুরুতর বিষয়ে তাঁহাদিগকে অন্যায় ও বিরক্তিজনক অনুসন্ধান হইতে রক্ষা করিতেছে। বর্ত্তমান আইনে তাঁহাদিগকে এরূপ রক্ষা করে না। পাণ্ডুলিপিক্রমে তাঁহারা নিম্নলিখিতরূপে রক্ষিত হন :—মান্যবর শ্রীযুত স্কোবল সাহেব বুঝাইয়া দিয়াছেন যে যাহাতে বেসরকারী লোকের দ্বারা অত্যাচার সংঘটিত হইবার বা পুলিস কর্ত্তৃক ঘুষ লইবার সম্ভাবনা কম হয় তন্নিমিত্ত পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত অপরাধটি যেস্থলে স্বামীই অভিযুক্ত হন সে স্থলে পুলিস আমলে আনিতে পারিবে না এরূপ বিধান করা হইয়াছে। বর্ত্তমান আইন অনুসারে সম্মতির বয়সের সীমা নিম্নতর অর্থাৎ দশবৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তথাপি অপরাধটী যদি স্বামী কর্ত্তৃক কৃত হয় তাহা হইলেও উহা পুলীস আমলে আনিতে পারে। সুতরাং যদিও আমরা একদিকে সম্মতির বয়সের সীমা বাড়াইয়া দিয়া আইনটীকে কঠোরতর করিয়াছি, আবার অন্যদিকে যাহাতে আইনের অপব্যবহার না হইতে পারে তজ্জন্য অধিকতর সতর্কতার বিধান করিয়া এরূপ বহুসংখ্যক লোককে নির্ব্বিঘ্ন ও নিরাপদ করিয়াছি যাহারা এক্ষণে মোটেই এই উপকার প্রাপ্ত হয় না।

দ্বিতীয় নির্দ্ধারণটীতে এইরূপ পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে বাল্যবিবাহের স্থলে স্বামী ও স্ত্রীর উপযুক্ত বয়োপ্রাপ্তির পর যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে ঐরূপ বিবাহ দৃঢ়ীকৃত হইবে এবং এই নিয়ম থাকিবে যে যে বিবাহ ঐরূপে দৃঢ়ীকৃত না হয় তাহা অন্যথা করা যাইবে। আমি জানি এই প্রস্তাবটী অনেক মান্যগণ্য লোক কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমার বোধ হয় যে যাঁহারা এই প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষপাতী তাঁহারা যে কার্য্য করিতে অনুরোধ করিতেছেন তাহার ভয়ঙ্কর গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহারা অসমর্থ। আইনের এরূপ পরিবর্ত্তনে হিন্দুদের সামাজিক প্রণালীর এককালে বিপ্লব ঘটাইবে এরূপ বলিলে অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। আমরা সকলেই অবগত আছি যে হিন্দুরা বিবাহ চুক্তিটী যে বয়সেই করা হউকনা কেন উহাকে অতিশয় বাঁধাবাঁধি ও পবিত্র ভাবের চুক্তি বলিয়া বিবেচনা করে। ঐ চুক্তি যে বিবাহের পরবর্ত্তী কোন সময়ে রদ করা যাইতে পারে অথবা আদিম চুক্তিটী যে কেবল রীত্যনুযায়িক বাগদান ভিন্ন কিছুই নহে এইরূপ আইন করিলে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের পারিবারিক আচার ব্যবহারের প্রতি এতদূর হস্তক্ষেপ করা হইবে যে আমি বা আমার সহযোগীরা তাহা করিতে কেহই প্রস্তুত নহি! এইরূপ হস্তক্ষেপ করিলে পূর্ব্বে খৃষ্টান ইউ-রোপে বালিকা বিবাহ সম্বন্ধীয় যে কমন লা প্রচলিত ছিল ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে তাহার তুল্য করা যাইতে পারে এই হেতু প্রদর্শন করিয়া হস্তক্ষেপের ঔচিত্য প্রতিপাদন করা আমি ঠিক বা উপ-যোগী বিবেচনা করি না। আরো এরূপ আইন পাস করা হইলেও উহা কিরূপ কার্য্যকর করা যাইতে পারে তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এমন কি নির্দ্ধারণের প্রস্তাব কর্ত্তারা আপনারাই স্বীকার করেন যে ভারতবাসীদিগের মত না লইয়া এরূপ পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে না এবং তাঁহারা ইহাও বলেন যে, প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যদি গুরুতর আপত্তি বা প্রতিবাদ হয় তাহা হইলে সমাজের যেং শ্রেণীর লোক কর্ত্তৃক উক্ত পরিবর্ত্তন রীতিমত গৃহীত হইবে প্রথমতঃ উহা কেবল সেইং শ্রেণীর লোকদিগেরই অবশ্য পালনীয় করা যাইতে পারিবে।

তৃতীয় নির্দ্ধারণটী দাম্পত্যস্বত্ব পুনঃপ্রাপ্তি সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা ঘটিত। এই বিষয়টি লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। এরূপ বলা হয় যে এই সকল মোকদ্দমার মধ্যে যে গুলিতে অপরাধীকে বলপূর্ব্বক শাস্তি প্রদান করা হয় সেইগুলি বিশেষ আপত্তিযোগ্য এবং যে আইন অনুসারে দাম্পত্য স্বত্ব পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত ডিক্রী কারাদণ্ড দ্বারা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে সেই আইনের সংশোধন হওয়া আবশ্যক। ভারতবাসী-দিগের বিবাহ ব্যবস্থা ও আচার ব্যবহারের প্রতি সমুচিত লক্ষ্য রাখিয়া সমগ্র বিষয়টী পুনর্ব্বিবেচনা করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টকে অনু-রোধ করা হইয়াছে। আমি বলিতে পারি যে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই অনেকবার নির্দ্ধারণের প্রস্তাব কর্ত্তারা যেরূপ পুনর্ব্বিবেচনা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন এই বিষয়টী সেইরূপ পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। বিষয়টী অত্যন্ত জটিল এবং এই সকল কথার মধ্যে সন্তোষজনকরূপে উহার মীমাংসা করা অসম্ভব। কিন্তু আমি ইহা বলিতে পারি যে অনুসন্ধান করিয়া আমাদের প্রতীতি হইয়াছে যে দাম্পত্যস্বত্ব পুনঃপ্রাপ্তি সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা অতি অল্প স্থানেই সাধারণ এবং ঐ সকল স্থানেও উহা সচরাচর সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে হইতে দেখা যায়। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকে এই সকল মোকদ্দমা যে চক্ষে দেখেন নিম্ন শ্রেণীর লোকে স্বভাবতঃ উহা সেই চক্ষে দেখে না। সুতরাং এক্ষণে আইনে নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের জন্য এসম্বন্ধে যে সকল প্রতীকারের বিধান করা হইয়াছে তাহাদিগকে এককালে তাহা হইতে বঞ্চিত করিলে তাহাদিগের কিরূপ অবস্থা ঘটিবে আমাদিগকে তাহাও বিবেচনা করিতে হইয়াছে।

ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে যেস্থলে স্বামী বা স্ত্রীর সম্পত্তি থাকে সেস্থলে ঐ সম্পত্তি ক্রোক করিতে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর বাদীকে ক্ষতি-দিতে আদালত ইতিপূর্ব্বেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং যে স্থলে কোন সম্পত্তি নাই কেবল সেই স্থলেই কারাদণ্ড দ্বারা ডিক্রী প্রবল করা পূরণ আবশ্যক হইয়া পড়িতে পারে এবং এরূপ সকল স্থলে অনেক সময় কারাদণ্ডই সম্ভবতঃ একমাত্র প্রতীকার পাইবার উপায়। আমরা বিবেচনা করি

যে কোন গতিকেই এই প্রতীকার পাওয়া যাইবে না যদি এরূপ আইন করা হয় তাহা হইলে দরিদ্র শ্রেণীর মোকদ্দমাকারীদিগের প্রতি ঘোর অবিচার করা হইবে। যেখানে বিবাহ সম্বন্ধীয় আচার ও প্রথা পূর্ব্ব হইতেই শোচনীয় রূপ শিথিল হইয়া রহিয়াছে এবং যেখানে বিবাহ বন্ধনটী এক্ষণকার অপেক্ষা যাহাতে দৃঢ়তর হইয়া উঠে বরং তাহারই চেষ্টা করা আমাদিগের উচিত উক্তরূপ আইন করিলে সেখানে ঐ সকল শিথিল আচার ও প্রথার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। সমাজের শিক্ষিত লোকদিগের মত যাহাই হউক, দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে আদালতের বিবেচনানুসারে স্বামী বা স্ত্রীকে কারাবদ্ধ করিয়া দাম্পত্যস্বত্ব পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত ডিক্রীজারী করা কোন পক্ষ অর্থাৎ স্বামী বা স্ত্রী যে অত্যাচার বলিয়া বিবেচনা করে আমাদের এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। তাহা হইলেও আমাদের বিবেচনায় বর্ত্তমান আইনের সংশোধন হইতে পারে। এক্ষণে আইনে ডিক্রীদারকে ডিক্রীজারী করিবার উপায় স্বরূপ প্রতিবাদীকে কারাবদ্ধ করা হউক এরূপ দাওয়া করিবার ক্ষমতা দিয়াছে এবং ডিক্রীদার এরূপ দাওয়া করিলে আদালতের আর ইচ্ছামত কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না, সম্মত হইতেই হয়। আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ সকল স্থলে আদালতকে ইচ্ছামত কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত এবং আদালতের প্রতি অবাধ্য স্বামী বা স্ত্রীকে কারাবদ্ধ করিতে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া কিম্বা যেস্থলে আদালত কারাবদ্ধ করিবার হুকুম দেন সেস্থলে আদালত যতকাল উপযুক্ত বিবেচনা করেন কেবল ততকালের জন্য কারাবাসের হুকুম দিতে পারিবেন আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৬০ ধারায় একটি নিয়মবিধি সন্নিবেশ করিলেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। কিন্তু এ প্রশ্নটীর যে অবিলম্বে মীমাংসা করিতে হইবে কি ইহা যে অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে আমরা এরূপ বিবেচনা করি না। এবার যখন দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংশোধন করা আবশ্যক হইবে তখন এই প্রশ্নের মীমাংসা করা আমাদিগের অভিপ্রেত। অন্ততঃ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রশ্নটি লইয়া উপস্থিত পাণ্ডুলিপিখানি প্রণীত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আইন করিবার সময় পূর্ব্বোক্ত বিষয় সম্বন্ধে আইন করিবার আবশ্যকতা দেখি না।

চতুর্থ নিৰ্দ্ধারণটী বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয়। বিধবার বিবাহ হইবার পক্ষে এক্ষণেও যে সকল আইন ঘটিত বাধা আছে তৎসমুদয় যাহাতে দূরীভূত হয় এই নির্দ্ধারণে তন্নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে দুইটি প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রথম প্রস্তাবটি এই—কোন বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে ১৮৫৬ সালের ১৫ আইনের ২ ধারানুসারে মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁহার আর কোন স্বার্থ থাকে না ঐ ধারায় এই যে ব্যবস্থা প্রকটিত হইয়াছে আমাদিগকে তাহা পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। যে হিন্দু বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করেন এই ধারার কার্য্য বশতঃ অনেক স্থলেই তাঁহার যে অতীব শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়া থাকে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নির্দ্ধারণের প্রস্তাবকর্ত্তারা যথার্থই বলিয়াছেন যে, তাঁহার অবস্থা যে বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া অসতীভাবে জীবন যাপন করে তদপেক্ষাও কষ্টকর এবং এই কারণে বড়ই দয়ার্হ। কিন্তু আমরা কিছুতেই এই ধারাটি রদ করিতে প্রস্তুত নহি। এই সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সকল বাদানুবাদ হইয়াছে তাহাতে একটি বিষয় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ বিধবাকে মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে যে স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহা তাঁহাকে বিশেষ ও বাঁধাবাঁধি নিয়মাধীনে ভোগ করিতে হয়। তাঁহার স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁহাকে যে স্বার্থ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় তাহা তিনি উহার স্বাভাবিক ওয়ারীস বলিয়া কিম্বা তিনি যে প্রকারে উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেই প্রকারে স্বাধীন ভাবে ঐ সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবেন এই অভিপ্রায়ে নয়, কিন্তু মৃত ব্যক্তির হিতার্থে অবশ্যকর্ত্তব্য কতকগুলি ধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে দায়ী বিবেচনা করা হয় বলিয়াই তিনি ঐ স্বার্থ প্রাপ্ত হন। তিনি যদি আবার বিবাহ করিয়া অন্য এক জনের স্ত্রী হন তাহা হইলে ঐ সকল কার্য্য কখনই সম্যকরূপে সম্পাদন করিতে পারেন না। ১৮৫৬ সালের আইন সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় যখন বাদানুবাদ হয় তখন প্রশ্নের এই ভাবটী সম্পূর্ণরূপে বিবেচিত হইয়াছিল। সর শ্রীযুত জেমস্ কলবিল সাহেব ঐ সময়ে এসম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন আমি তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিতেছি। এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি আমার কথা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী ও তাঁহার প্রামাণিকতা আমার

অপেক্ষা অধিক এবং এ বিষয়ে তাঁহার মত আমাদিগের বিবেচনায় সারবান ও সমীচীন। কলবিল সাহেব বলিয়াছেন :—

"বিধবা মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে এইরূপে যে স্বত্ব গ্রহণ করেন তাহা বিশেষ ভাবের স্বত্ব ও তাহা বিশেষ নিয়মাধানে ভোগ করিতে হয়। সম্পত্তির উপর তাঁহার পূর্ণ অধিকার নাই, কারণ অতীব গুরুতর প্রয়োজন ভিন্ন কিম্বা যাহাতে স্বামীর পারলৌকিক উপকার সাধন হইতে পারে এরূপ ধর্ম্ম কার্য্য করিবার নিমিত্ত না হইলে তিনি ঐ সম্পত্তির কোন অংশ হস্তান্তর করিতে পারেন না। বস্তুতঃ আইনে তাঁহাকে ঐ সম্পত্তি তাঁহার আপন উপকারার্থ দেয় না, কেবল এই অভিপ্রায়ে দেয় যে, তাঁহার উপাসনা ও উৎসর্গ প্রভৃতি দ্বারা ও মৃত স্বামীর ধন ধর্ম্মকার্য্যে ও দানাদি সৎকার্য্যে ব্যয় করিলে পরলোকে ঐ মৃত স্বামীর মঙ্গল হইবে। তিনি এইরূপে যে সম্পত্তি লাভ করেন যদি এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা তাঁহাকে সেই সম্পত্তি অন্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিতে বা অন্য পরিবারেরমধ্যে লইয়া যাইতে সক্ষম করিত তাহা হইলে পাণ্ডুলিপির প্রতিবাদকারীগণ পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত রূপে এই বলিয়া আপত্তি করিতে পারিতেন যে বর্ত্তমান আইন হইতে এক্ষণে অনেক সময়েই যে সকল অনিষ্ট হয় এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা সেই সকল অনিষ্ট বর্দ্ধিত হইবে এবং শুদ্ধ যে নিয়মে ও যেং ট্রুষ্টের অধীনে আইনে বিধবাকে মৃত স্বামীর সম্পত্তি দিয়াছে পাণ্ডুলিপি বিধবাকে তৎসমুদয় হইতে মুক্ত করিয়া হিন্দু ব্যবস্থা শাস্ত্র ও হিন্দুদিগের মনোভাব অগ্রাহ্য করিয়া ও তদ্বিরুদ্ধে তাঁহাকে ঐ সম্পত্তি ভোগ করিতে দিতেছে।"

কলবিল সাহেব যে সময়ে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন আমার বিবেচনায় উপরিলিখিত মতটী সেই সময়ে যেরূপ সারবান ছিল এক্ষণেও সেইরূপ আছে এবং তাঁহার যে কথাগুলি আমি এইমাত্র আপনাদিগের নিকট পাঠ করিলাম তাহাতে যে সমীচীন নীতি ব্যক্ত হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়।

যে বিধবারা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে ১৮৫৬ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারায় প্রচুর পরিমাণে রক্ষা করেনা এই কারণে

বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে যে সকল বাধা আছে বলিয়া কথিত হয় তন্মধ্যে দ্বিতীয় বাধাটী ঘটিয়া থাকে। ঐ ধারাটী এই ঃ—

"যে হিন্দু বালিকার পূর্ব্বে আর কখন বিবাহ হয় নাই তাহার বিবাহে যে সকল শব্দ উচ্চারণ করিলে, যে সকল ক্রিয়া সম্পাদন করিলে বা যে সকল নিয়ম করিলে কোন সিদ্ধ বিবাহ হইবার পক্ষে প্রচুর হয় তাহা কোন হিন্দু বিধবার বিবাহ উপলক্ষে উচ্চারিত সম্পাদিত বা কৃত হইলে সেইরূপ কার্য্যকর হইবে এবং ঐসকল শব্দ, ক্রিয়া বা নিয়ম বিধবার বেলায় খাটে না এই হেতুতে কোন বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া ব্যক্ত করা যাইবে না।"

বিধবার বিবাহে পুরোহিতশ্রেণীর বিপক্ষতাচরণ সত্ত্বেও ঐরূপ বিবাহ সম্বন্ধে সিদ্ধতা প্রদান করিয়া ঐরূপ বিবাহের সুবিধা করিয়া দেওয়াই এই ধারাটীর স্পষ্ট অভিপ্রায়। এরূপ বলা হয় যে বিধবা বিবাহে হিন্দু পুরোহিত দিগের পৌরহিত্য করিতে অস্বীকার করিবার দরুণ এই সকল সুবিধা কার্য্যকর হয় নাই এবং এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, যে বিধবারা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন গবর্ণমেন্ট আপাততঃ তাঁহাদিগের নিমিত্ত কোন রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে কোন এক প্রকার সিবিল বিবাহের বিধান করিলেও করিতে পারেন।

আমাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে যাঁহারা এইরূপ উপায়ে উক্ত বাধাটি অতিক্রম করিবার প্রস্তাব করেন তাঁহারা বিচার্য্য বিষয়টির কাঠিন্য একেবারে কম করিয়া ধরিয়াছেন। আমার কথার অর্থ বিশদ করিয়া বলিতেছি। ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের জনৈক সুবিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা সম্প্রতি লণ্ডনের টাইম্স সংবাদ পত্রে এই সকল বিষয়ে কএকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। লেখক প্রস্তাবিত বিষয়টীর যেরূপ বিচার করিয়াছেন আমি তাহার উল্লেখ করিব। তিনি প্রবন্ধ গুলির উপসংহার কালে আমাদিগকে এই পরামর্শ দিয়াছেন যে, বিকল্পভাবে কার্য্যকর কোন প্রকার সিবিল বিবাহের বিধান করা আমাদের উচিত নয়। হিন্দুদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি ইতিপূর্ব্বেই ইংরাজকৃত আইন হইতে যে সকল দেওয়ানী স্বত্ব লাভ করিয়াছেন তাহা পরিচালন করিতে ইচ্ছা করেন তবে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তাঁহার যে সামাজিক দণ্ড হইতে পারে আমাদের তাহা হইতে তাঁহাকে রক্ষা

করিবার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। লেখক প্রবন্ধগুলির অনেক স্থলেই বিশেষ বাকপটুতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে এসম্বন্ধে অর্থাৎ বিধবার বিবাহাদি সম্বন্ধে হিন্দু স্ত্রীলোকের এক্ষণে যে অক্ষমতা আছে তৎসমুদয়ই আমাদের আইনের দোষে ঘটিয়াছে। তিনি বলেন যে, হিন্দু স্ত্রীলোকে আপন আপন দেওয়ানী স্বত্ব ন্যায্যরূপে পরিচালন করিলে আমাদের আইনে তাহাদিগকে হিন্দু ধর্ম্ম ব্যবস্থানুসারে দণ্ডনীয় হইতে দেয়। লেখকের মতে বৃটিশ ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভা এই অনিষ্টের প্রতিকার করিতে সক্ষম এবং স্ত্রীলোকে ন্যায্যরূপে আপন আপন দেওয়ানী স্বত্ব পরিচালন করিলে হিন্দুধর্ম্ম ব্যবস্থা এক্ষণে আইনমতে তাহাদিগের যে শাস্তি বিধান করিতে পারে হিন্দুধর্ম্ম ব্যবস্থার ঐ শাস্তি দিবার ক্ষমতা অবিলম্বে কাড়িয়া লওয়া উচিত।

আমার বোধ হয় যে মান্যবর সভ্যগণ আমার সহিত একমত হইয়া বলিবেন যে যখন আমরা হিন্দুধর্ম্ম ব্যবস্থার কথা ও হিন্দুধর্ম্ম ব্যবস্থার শক্তি হরণ করিবার নিমিত্ত আইন করিবার কথা বলি তখন "হিন্দুধর্ম্ম ব্যবস্থা" এই শব্দগুলির অর্থটী আমাদের পরিষ্কাররূপে বুঝা আবশ্যক। সুখের বিষয় প্রবন্ধলেখক নিজেই ঐ শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ করিয়া দিয়াছেন। হিন্দুদের যে জাতিনিয়ম আছে তৎপ্রতি তিন দিক হইতে অর্থাৎ ধর্ম্মের দিক, সমাজের দিক ও ব্যবসায় বাণিজ্যের দিক হইতে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ঐ নিয়মের সমাজের দিক ও ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া এবং ঐ দুইটী দিক হইতে পৃথক ভাবে যে সকল ব্যবস্থা, আচার ও পদ্ধতির জটিল সমষ্টিতে হিন্দুর জাতিনিয়মের ধর্ম্মের দিক গঠিত হইয়াছে সেই সকলকেই "হিন্দুধর্ম্ম ব্যবস্থা" বলা লেখকের অভিপ্রায়। সুতরাং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাকে যে যুদ্ধে আহ্বান করা হইতেছে সে যুদ্ধের প্রতিপক্ষ সামান্য নহেন, হিন্দুধর্ম্মানুগত সমগ্র জাতিনিয়ম স্বরূপ শত্রুর সহিত এই যুদ্ধ করিতে হইবে। বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধীয় এইরূপ যুদ্ধে অপরাপর কারণে আমাদের প্রবৃত্ত হইবার বাধা আছে। তাহা না থাকিলেও হিন্দুধর্ম্ম ব্যবস্থার আদেশ সকল যে প্রকার দণ্ডবিধান দ্বারা কার্য্যে পরিণত করা হয় তাহা বিবেচনা করিলে এযুদ্ধে যে আমাদের জয়ের আশা নাই তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান

হয়। ঐ দণ্ডগুলি কি? লেখক বলেন যে, যে পুরুষ ও স্ত্রী ১৮৫৬ সালের বিবাহ বিষয়ক আইন অনুসারে বিবাহ করিতে সাহসী হন হিন্দুধর্ম্ম ব্যবস্থা ঐ দম্পতির প্রতি তিন প্রকার শাস্তিবিধান করেন। প্রথমটি সামাজিক দণ্ড। দম্পতি ও যে বন্ধুরা তাঁহাদের বিবাহে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদিগের স্ব স্ব পরিবার ও জাতির লোকদিগের সহিত সামাজিক ও পারিবারিক সম্বন্ধ এককালে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। লেখক স্পষ্টই স্বীকার করেন যে এই দণ্ডের প্রতি হস্তক্ষেপ করা বৃটিশ আইনের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং অনুমান করিতে পারা যায় যে আমরা যে আইনই করি না কেন, এই দণ্ডটী ইহার সমস্ত বিভীষিকা সহিত প্রবল থাকিবে। বিভীষিকাগুলিও এত বেশী যে তাহা বাড়াইয়া বলা কঠিন। আবার ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে দুইটি দণ্ড আছে। স্ত্রীলোকটী যেন স্পষ্ট পাপানুষ্ঠানে জীবন যাপন করিতেছে এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহাকে নিত্য পূজাদি করিবার নিমিত্ত মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না এবং ইহা ছাড়া দম্পতি ও তাহাদের সাহায্যকারীদিগকে জাতি চ্যুতও করা যাইতে পারে। জাতি চ্যুত করা হইলে তাহারা আপন জাতির সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়।

দণ্ডনীয় ব্যক্তিদিগকে এই সকল দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে অনুরোধ করা হইতেছে এবং লেখক পরে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে আমি এই সংগ্রহ করিয়াছি যে, লেখকের অভিপ্রায় এই যে দম্পতি প্রভৃতির উপর উক্ত-রূপ দণ্ডবিধান করিবার চেষ্টা দণ্ড বিধির আইন অনুসারে দণ্ডনীয় করিয়া বর্ত্তমান আইনের পরিবর্ত্তন করত তাঁহাদিগকে রক্ষা করা উচিত।

আমরা এই পরামর্শটি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, প্রথমতঃ হিন্দুদের মন্দিরাদি উপাসনা স্থানে কোন ব্যক্তিকে সমাজের অন্যান্য লোকের ধর্ম্ম হেতুক বাধা ও আপত্তির বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতে দিলে এমন একটি নূতন কাণ্ড করা হইবে যাহার ফল অতিশয় গুরুতর ও যাহা করা আমাদের পক্ষে উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ আমাদের প্রতীতি হইয়াছে যে যত দিন সমাজে জাতিচ্যুত করিবার নিয়মটি প্রবল ও কার্য্যকর থাকিবে তত দিন আইন করিয়া ঐরূপ বল প্রয়োগ করিবার

চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বৃথা ও অকিঞ্চিৎকর হইবে। কারণ সকলেই স্বীকার করেন যে আমরা জাতিচ্যুত করিবার নিয়মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে অক্ষম। সমাজে জাতিচ্যুত করা আর ধর্ম্ম সম্বন্ধে জাতিচ্যুত করা একই জিনিস, কেবল দুই রকম মাত্র। যত দিন এই সকল বিষয়ে হিন্দুদের মত অপরিবর্ত্তিত থাকিবে ততদিন বিচারাধীন স্থলের ন্যায় সকল স্থলে ধর্ম্ম বা সমাজ সম্বন্ধীয় অক্ষমতা দূর করিবার চেষ্টা পূর্ব্ব হইতেই ব্যর্থ হইয়া রহিয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারে। এ সকল বিষয়ে পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, ঐ পরিবর্ত্তন বাহির হইতে না হইয়া ভিতর হইতে হওয়া চাই। ঐ পরিবর্ত্তন দেশের লোকের সাধারণ মত পরিবর্ত্তনের ফল হওয়া চাই, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের জোর করিয়া তাঁহাদের সমাজে একটা নূতন প্রথা চালাইবার দরুণ উহা না ঘটে। আমি আহ্লাদ সহকারে বলিতেছি যে, এতদ্দেশের সুসভ্য ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ইতিমধ্যেই যে এইরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে ইহার চিহ্ন দেখা যাইতেছে।

আমি যে সকল কারণের উল্লেখ করিলাম সেই সকল কারণে, যেং স্থলের কথা বলিয়াছি তত্তৎস্থলে ছাড়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলির প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইবার অভিপ্রায় আমাদের নাই। আমরা আপাততঃ কেবল এইরূপ আইন করিবার প্রস্তাব করিতেছি যাহা নূতন কোন অপরাধ সৃষ্টি করিবে না এবং বিবাহ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবে না। মান্যবর শ্রীযুত স্কোবল সাহেব ইহা বুঝাইযা দিয়াছেন। যাহারা আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষম শুদ্ধ তাহাদিগের শরীরের উপর অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমার বিশ্বাস যে দেশীয় সমাজের চিন্তাশীল লোকদের নিকট এই অত্যাচার নিন্দনীয়, আমি যতদূর অবগত আছি ইহা মোটেই ধর্ম্মানুমোদিত নহে এবং ইহা বৃটিশ আইন অনুসারে কোন ব্যতিক্রম বা বর্জ্জিত স্থল বিনা যাবজ্জীবন কঠিন পরিশ্রম দণ্ডে দণ্ডনীয়।

আমার ভরসা এই যে এইরূপ সকল নিয়ম ও সীমা নির্দ্দেশ করিয়া যে পাণ্ডুলিপিখানি উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবে। আমি পাণ্ডুলিপিখানিকে সদ্ভাব অনুকূল বিবেচনার নিমিত্ত অর্পণ করিতেছি।

শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ব্যবস্থাপক সভায় সম্মতির বয়স বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ করণোপলক্ষে মান্যবর সার এণ্ড্রু স্কোবল সাহেবের বক্তৃতা।

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিতেছি যে আমি আমার মান্যবর বন্ধু শ্রীযুত সর রমেশচন্দ্র মিত্রের নিকট হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে তিনি বলেন যে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা এরূপ যে তিনি অদ্যকার মন্ত্রিসভার অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। যদি তাঁহার শীঘ্র আরাম হইবার সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে আমি মহিমবরের অনুজ্ঞানুসারে এই পাণ্ডুলিপির বিচার কিছুদিনের নিমিত্ত স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিতাম। কিন্তু আমি জানিতে পারিয়াছি যে আমার মান্যবর বন্ধুর এই আইনের আলোচনায় আর যোগদান করিতে পারিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমি কেবল এই বলিয়া বারম্বার দুঃখ প্রকাশ করিতে পারি যে, যে প্রয়োজনীয় কথা এই আইনের বিবেচ্য তাহার বিচারে মন্ত্রিসভা তাঁহার সাহায্য পাইবেন না।

গত দশ সপ্তাহ ধরিয়া এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হইয়াছে তাহাতে অনেক সুফল ফলিয়াছে। এই বাদানুবাদ দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই কথা প্রকাশিত হইয়াছে যে এই বিধি সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশের বাহিরে প্রকৃতপক্ষে অত্যল্পমাত্র প্রতিকূলতা আছে এবং বাঙ্গালা দেশের মধ্যেও প্রতিকূলতার পরিমাণ ও গুরুত্ব যত অধিক কথিত হইয়াছে কিছুতেই তত অধিক নয় এবং পাণ্ডুলিপির সমর্থনকারীদিগের যুক্তি তর্কই সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়াছে। এই বাদানুবাদ উপলক্ষে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে যে প্রথা নিবারণ করা এই পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য সেই প্রথা সম্বন্ধে অত্যন্ত ঘৃণাসূচক মত পাওয়া গিয়াছে এবং ইহা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে ঐ প্রথা কোন কোন প্রদেশে নিঃসন্দেহরূপে প্রচলিত থাকিলেও তদতিরিক্ত

প্রদেশ সমূহে দুটি একটী স্থলে ভিন্ন সাধারণে প্রচলিত নাই। এবং আমার মান্যবর বন্ধু শ্রী সর রমেশচন্দ্র মিত্র সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে যে মতভেদ সূচক মন্তব্য যোগ করিয়া দিয়াছেন তাহা হইতে বোধ হয় যে মন্ত্রিসভায় এই পাণ্ডুলিপির অবতারণা কালে তিনি উহার বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই যে অরক্ষণীয় এবং অবশ্য পরিত্যজ্য তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। তথাচ যে সকল বক্তা ও লেখক এই পাণ্ডুলিপি আক্রমণ করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই আমার মাননীয় বন্ধু প্রথমে যে সুর ধরিয়াছিলেন সেই সুরের অনুসরণ করায় এবং তাঁহার নামের গৌরব দ্বারা যে সকল যুক্তি দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে সেই সকল যুক্তির উত্তর দেওয়া প্রার্থনীয় বোধ হওয়ায় আমার মনে হইতেছে যে আমাকে পুরাতন কথার পুনরুল্লেখের নিমিত্ত এবং পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি করা হইয়াছে তাহা কত অসার ও উহার বিরুদ্ধে যে চীৎকার করা হইয়াছে তাহা কতদূর অন্যায় তাহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত আমাকে সভায় অধিকক্ষণ বক্তৃতা করিতে হইবে।

পাণ্ডুলিপির অবতারণাকালে আমি উহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম যে যদি রাজার হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে যে রক্ষার বিধান অবলম্বন করা গবর্ণমেন্টের স্পষ্ট অধিকার ও কর্ত্তব্য উহা সেইরূপ একটী বিধান। আমি এই বিষয়ের এই অংশের উপর যত বিস্তারিত রূপে বলিতে পারিতাম তত বিস্তারিত রূপে বলি নাই তাহার কারণ এই যে বার বৎসরের কম বয়স্কা বালিকারা যে পুরুষ সংসর্গে অক্ষম ও তাহাদিগকে যে পুরুষ সংসর্গে নিয়োজিত করা উচিত নহে ইহা আমার স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। সর ষ্টুয়ার্ট বেলি রিপোর্ট করেন যে বঙ্গদেশে বিবাহের পর কিন্তু যৌবন পরিস্ফুট হওয়া দূরে থাকুক উহার সূচনারও পূর্ব্বে হিন্দু বালিকাদিগের অল্পাধিক পরিমাণে স্বামি সংসর্গে নিয়োজিত হওয়া সাধারণ প্রথা। আমি সেই রিপোর্টের উপর নির্ভর করা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলাম। ও তাহাদের ঐরূপ সংসর্গের যোগ্যতা বিষয়ে আমি ডাক্তার ম্যাক্লাউডের মত তুলিয়া ছিলাম। ডাক্তার ম্যাকলাউড বলেন যে জলবায়ু ও জাতিগত বিভিন্নতার জন্য উচিতমত ধরাট করিলেও সামাজিক রীতি

নীতির কথা মনে রাখিলে এদেশে রক্ষার বয়স ১০ হইতে ১২ বৎসরে বর্দ্ধিত করা যুক্তিযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া বোধ হইবে। এই রূপে প্রস্তাবিত আইনের আবশ্যকতা একরকম সাব্যস্ত করিয়া আমি আমার কথারি প্রতিবাদ না হওয়া পর্য্যন্ত অতিরিক্ত প্রমাণ হাতে রাখিয়াছিলাম এবং যদিও প্রতিবাদ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইয়া পরোক্ষ ভাবে হইয়াছে তথাপি উহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। ইহা কথিত হইয়াছে যে দয়ামূলক যুক্তি এস্থলে খাটেনা, হরিমাইতির ঘটনা একটী বিরল ঘটনা এবং 'এদেশে যে অনেক বালিকা ১২ বৎসরের পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে সন্তান প্রসব করে তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে পুরুষ সংসর্গ ব্যাপারে নিষ্ঠুরতা ঘটিবেই ঘটিবে এরূপ কোন কথা নাই। 'বাঙ্গালা দেশে বালিকা স্ত্রীর সহিত অকাল সহবাস অধিক পরিমাণে প্রচলিত, ইহা তর্কানুরোধে স্বীকার করিয়া আমার মান্যবর বন্ধু শ্রী সর রমেশচন্দ্র মিত্র বলেন যে তাঁহার বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা আছে তাহাতে তিনি বলিতে পারেন যে ঐ কথা ভালরূপে সমর্থন করা যায় না। আমার মান্যবর বন্ধু যে তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের পক্ষে এতদূর অবমানসূচক আচারের অস্তিত্ব স্বীকারে অনিচ্ছুক হইবেন তাহা আমি বুঝিতে পারি এবং এ বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে পারিলে আমি সন্তুষ্ট হইতাম। কিন্তু মন্ত্রিসভায় যে সকল সরকারী কাগজ পত্র উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা কিরূপ? চট্টগ্রামের কমিশনর লায়েল সাহেব এইরূপ রিপোর্ট করেন ঃ—"অপরিপক্ক স্ত্রীর সহিত বিবাহসূত্রে সহবাস প্রথা পূর্ব্ব বাঙ্গালার ন্যায় এই বিভাগের সর্ব্বত্র প্রচলিত। ইহা মুসলমানদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত, কিন্তু হিন্দুদিগের সকল জাতি ও শ্রেণীর মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত। সংস্কারের পক্ষেই হউন বা বিপক্ষেই হউন যে কোন ব্যক্তিকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে তিনিই এই কথা স্বীকার করিয়াছেন।" চট্টগ্রাম বিভাগের একজন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট বাবু নবীনচন্দ্র সেন এইরূপ লিখিয়াছেন—"আমি এই বিভাগের অধিবাসী, সুতরাং আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে অপরিপক্ক স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ সূত্রে সহবাস প্রথা এই বিভাগের সর্ব্বত্র প্রচলিত। ইহা জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে অবরুদ্ধ নহে।" নোয়াখালির মাজিস্ট্রেট এলেন সাহেব এইরূপ

রিপোর্ট করিয়াছেন ঃ—"আমার বোধ হয় যে অপরিপক্ক স্ত্রীর সহিত বিবাহ সূত্রে সহবাস প্রথা এই জেলার হিন্দুদিগের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত"। বর্দ্ধমানের কালেক্টর দত্ত মহাশয় বলেন যে 'এই জেলায় অপরিপক্ক স্ত্রীর সহিত বিবাহসূত্রে সহবাস প্রথা সাধারণ্যে ও বহুলভাবে প্রচলিত। এবং আমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে এই প্রথা কলিকাতা ও বাঙ্গালার অন্যান্য অংশে বহুলভাবে ও সাধারণ্যে প্রচলিত'। রাজসাহী বিভাগের কমিশনর লাউইস_সাহেব বলেন—"আমি জেলার কর্ত্তৃপক্ষ ও অন্যান্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাঁহাদের সকলেরই এই মত যে বোধ হয় জলপাই-গুড়ি জেলা ছাড়া এই বিভাগের আর সর্ব্বত্রই অপরিপক্ক স্ত্রীর সহিত বিবাহ সূত্রে সহবাস প্রথা প্রচলিত। জলপাইগুড়ি জেলার মেচে ও অন্যান্য আদিম অধিবাসীরা বাল্য বিবাহের পক্ষপাতী নহে এবং ঐ স্থানের মুসলমান ও রাজবংশীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা চাসবাসের কর্ম্মে সহায়তা করে বলিয়া সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স না হইলে তাহাদের বিবাহ হয় না"। ময়মনসিংহের কালেক্টর গুপ্ত মহাশয় বলেন—' যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে বালিকার সহিতবিবাহ সূত্রে সহবাস প্রথা এই জেলায় কতক পরিমাণে প্রচলিত আছে। ঐ প্রথা স্বল্পাধিক পরিমাণে বাঙ্গালার সকল অংশেই প্রচলিত। কিন্তু সাধারণতঃ উহা উচ্চ বর্ণ অপেক্ষা নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগের মধ্যে অধিক প্রচলিত'। ভাগলপুরের কমিশনর কুইন্_ সাহেব অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন যে "অপরিপক্ক বালিকার সহিত বিবাহসূত্রে সহবাস নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে এবং মুসলমানদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে, ঘটিয়া থাকে। বালিকারা অল্প বয়সে, অনেক সময়ে রজো-দর্শনের অনেক পূর্ব্বে, স্বামীগৃহে প্রেরিত হইয়া থাকে। সেখানে স্বামীর উপর কোন শাসন থাকেনা, সুতরাং স্ত্রী অত্যন্ত অপরিপক্ক হইলেও নিশ্চয়ই অনেক সময় তাহার সহিত সংসর্গ ঘটিয়া থাকে।"

এই প্রমাণ অস্বীকার করিবার যো নাই। ইহাদ্বারা বঙ্গদেশে একটী ভয়ানক প্রথার বিদ্যমানতা প্রমাণ হইতেছে। ঐ প্রথা হিন্দুশাস্ত্র ও মনুষ্য-জাতির সাধারণ দয়াবৃত্তি দ্বারা তুল্যরূপে নিন্দিত এবং বর্ত্তমান আইন দ্বারা উহার সম্যক প্রতিবিধান করা অসম্ভব। স্বামী কর্ত্তৃক বৈবাহিক স্বত্বের

ব্যবহার ক্রমে ১০ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক বালিকা স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে এরূপ ঘটনার বিবরণে ফৌজদারী আদালতের কাগজপত্র পরিপুর্ণ। এবিষয়ে কোন ভ্রান্ত সংস্কার থাকা উচিত নহে। এইরূপ কথিত হইয়াছে যে হরি-মাইতির ঘটনা একটী বিরল ঘটনা এবং আমার মান্যবর বন্ধু বলিতেছেন 'যে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের পরও স্বামীর স্ত্রীর উপর বলাৎকারের অপরাধে দণ্ড হইয়াছে এরূপ একটী ঘটনাও গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় নাই'। আমার মান্যবব বন্ধু বিশেষ বিবেচনা করিয়া শব্দ নির্ব্বাচন করিয়াছেন, কারণ সকলস্থলে অভিযোগ হইতে দণ্ড হয় নাই এবং সকল স্থলেই বলাৎকারের অভিযোগ হয নাই। কিন্তু যে শ্রেণীর ঘটনা দ্বারা আমাব মতে আইনেব প্রস্তাবিত পবিবর্ত্তনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হয় সেই শ্রেণীর ঘটনার সম্প্রতি যে কয়েকটী উদাহবণ ঘটিয়াছে আমি তাহার উল্লেখ করিব। রঙ্গপুরের সেশন আদালতে ১৮৯০ সালের মার্চ মাসে ধুলানাস্গা নামক একব্যক্তির নিজের স্ত্রীর উপর বলাৎকাব অপরাধে বিচার হয়। সাফাইয়ে এই কথা বলা হয় যে বালিকা ১০ বৎসরের কম বয়স্ক নয়। জজ্ এই সাফাই মানিয়া লইয়া ছিলেন কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে 'ইহা অতি শোচনীয় ঘটনা, বালিকা অথবা শিশু বলে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি, তাহার মুখে কাপড় দিয়া চীৎকার বন্ধ করিয়া তাহার সহিত বলপুর্ব্বক সংসর্গ করিয়াছিল। এবং ঐ ব্যক্তির কঠোর পরিশ্রমের সহিত তিন মাস কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে হুগলিতে জমিরুদ্দীন নামক এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রী পরিজানের মৃত্যু ঘটাইবার অপরাধে অভিযুক্ত হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট্ মল্লিক মহাশয় এই বলিয়া নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন যে পরিজানের বয়স ১১ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে হওয়ায় অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার সহিত সংসর্গ করিয়া কোন অপরাধ করে নাই এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সংসর্গের যে ফল ঘটিয়ছে তাহার জন্য দায়ী নহে।' ১৮৮৯ সালের মে মাসে মালদহের সেশন জজের আদালতে জ্ঞানকৃত বধ নয় এরূপ অপরাধযুক্ত নরহত্যার অপরাধে পাঁচু মনিষ্ নামক এক ব্যক্তির বিচার হয়। ডাক্তারি সাক্ষ্যে প্রকাশ হয় যে বলপুর্ব্বক সংসর্গকালীন বালিকার শ্বাসরোধে মৃত্যু হয়। স্বামীর বয়স ২১ বৎসর,

স্ত্রীর বয়স প্রায় ১১ বৎসর। একজন এসেসর তিনি উকীল এই মত প্রকাশ করেন যে 'বালিকার স্বামী তাহার সহিত বলপূর্ব্বক সংসর্গ করিতে চেষ্টা করায় সে হঠাৎ মরিয়া গিয়াছে।' তিনি আরো বলেন 'আমি তাঁহাকে (স্বামীকে) দোষী বলিয়া বিবেচনা করি না, কারণ স্বামী বলিয়া তাঁহার যে অধিকার আছে তাহা বিবেচনা করিলে তিনি যে বলপ্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা অতি সামান্য ও ঐ বলপ্রয়োগ দৈবাৎ ঘটিয়াছিল।' অন্য একজন এসেসর কেবল মাত্র ইঙ্গিত করেন যে 'বোধ হয় স্বামী হইতে ভিন্ন কোন ব্যক্তি ঐ কাজ করিয়া থাকিতে পারে'। ঐ ব্যক্তির দুই মাস কঠোর পরিশ্রম সহ কারাদণ্ডাজ্ঞা হয়। পরে হাই কোর্ট ঐ দণ্ডাজ্ঞা বাড়াইয়া ২ বৎসর করেন।

আমি এই প্রকারের অনেক ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি। ঐ সকল ঘটনা দ্বারা হরি মাইতির ঘটনা যে একটী অসাধারণ ঘটনা নহে কেবল ইহাই প্রমাণ হয় তাহা নহে অধিকন্তু ইহাও প্রমাণ হয় যে বর্ত্তমান আইন একেবারে অচল না হইলেও উহা এইরূপ নিরাশ্রয় বালিকাদিগকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারে না। কয়েক মাস কারাদণ্ড এই প্রকার অপরাধির উপযুক্ত শাস্তি বা মনুষ্য জাতির উপর একপ অত্যাচারের গুরুত্বের লাঘব করণ বা সমর্থন করণ উদ্দেশে বৈবাহিক সম্বন্ধের উল্লেখ করিতে দেওয়া উচিত, একথা কেহই বলিতে পারেন না।

পরন্তু এই শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক ঘটনাই যে ফৌজদারী আদালতে আসে এবং হাঁস্পাতালেও যে অধিক সংখ্যক আসেনা এরূপ আশঙ্কা করিবার অনেক কারণ আছে। কিন্তু শ্রীমতী বিবি ম্যানসেল ও অন্যান্য স্ত্রী চিকিৎসকেরা যে সকল স্থলে স্বচক্ষে ৯ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক বালিকাদিগকে অকালসংসর্গ বশতঃ পক্ষাঘাতগ্রস্ত খঞ্জ বা অন্য প্রকারে গুরুতররূপে আহত হইতে বা মরিতে দেখিয়াছেন সেই সকল ঘটনার যে ভয়াবহ তালিকা প্রেরণ করিয়াছেন সেই তালিকার প্রতি সভার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

এরূপ স্পষ্ট সাক্ষ্য উপস্থিত থাকিতে কলিকাতার কতকগুলি দেশীয় চিকিৎসক যে বলিয়াছেন যে তাঁহারা চিকিৎসা করিতে করিতে বিবাহিতা

বালিকার শারীরিক আঘাত পাওয়ার একটী ঘটনাও জানিতে পারেন নাই এ কথার আমার মতে কিছুমাত্র গুরুত্ব নাই।

এবং যে সকল স্থলে মৃত্যু গুরুতর আঘাত বা দণ্ডবিধির আইন অনুসারে পুলীসের ধর্ত্তব্য এরূপ অন্য কোন প্রকার শারীরিক ক্ষতি ঘটে নাই সে সকল স্থলে কি হইবে? এবং যে সকল স্থলে বালিকা সন্তান প্রসব করিয়াছে অর্থাৎ পাণ্ডুলিপির বিপক্ষগণ বর্ত্তমান আইন যেমন আছে তেমনই থাকুক এই কথার সমর্থন বিষয়ে যে সকল ঘটনার উপর নির্ভর করে সে সকল ঘটনা ঘটিলে কি হইবে? ডাক্তার বলাইচাঁদ সেন কলিকাতার মেডিকেল সোসাইটীতে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে কাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যাব শিক্ষক শ্রীযুত ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোমের কথায় নির্ভর করিয়া নিম্নলিখিত কথা উক্ত হইয়াছেঃ—১১ হইতে ১৩ বৎসর বয়স্ক ২১টী বালিকার প্রসব বেদনা হয়। ঐ ২১টীর মধ্যে ১০টী তাঁহার (দয়াল বাবুর) নিজের তত্ত্বাবধানে ও অপর ১১টী তাঁহার সাধারণ তত্ত্বাবধানে ছিল। তাহাদের মধ্যে ৫ জনের স্বভাবতঃ, ৫ জনের কষ্টে, ৫ জনের যন্ত্র সাহায্যে প্রসব হয় এবং ৬ জন মৃত সন্তান প্রসব করে। তিনি বলেন—"এই সমস্ত অল্প-বয়স্কা জননীর অধিকাংশেরই শরীর প্রথম প্রসবের পর নিতান্ত মন্দ ছিল না, তাহাদেব মধ্যে কেবল দুইজন জ্বরে কষ্ট পাইয়া দুর্ব্বল ও রক্তশূন্য হইয়াছিল। কিন্তু উহাদের মধ্যে অনেকেবই দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রসবের পর নানা প্রকার পাড়ায় মৃত্যু হয়। আমি তাহাদের মধ্যে পাঁচজনকে জ্বর ও উদরাময় রোগে দীর্ঘকাল কষ্ট পাইয়া অনিষ্টকারী রক্তশূন্যতা রোগে মরিতে দেখিয়াছি এবং আর দুই জনের যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হয় ....। জীবিতাবস্থায় যে সকল সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহাদিগকে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় ছোট বা অপূর্ণাবয়ব দেখায় নাই, কিন্তু তাহাদের উত্তরকালীন পুষ্টি তাদৃশ সন্তোষজনক হয় নাই। উহাদের মধ্যে একটী ধনুষ্টঙ্কারে, দুইটী জন্মাইবার পর দুই মাসের মধ্যে ক্ষয় রোগে, দুইটী ৫ মাসের মধ্যে উদরাময়ে এবং তিনটী দাঁত উঠিবার সময় জ্বর ও আক্ষেপ রোগে মরিয়া যায় অবশিষ্ট সাতটী বড় হইয়া দুর্ব্বল ও রোগপ্রবণ হইয়াছিল। বালিকা রক্ষার্থ আরো আইনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন হইয়াছে একথা বোধ হয় এই সকল

প্রমাণ দৃষ্টে আমার বলিবার অধিকার আছে। এ বিষয়ে খুব চূড়ান্ত প্রমাণ হয় আমি এমন কথার উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমি এই মন্ত্রিসভার ভূতপূর্ব্ব উপযুক্ত সভ্য রাজা দুর্গাচরণ লাহার মত সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। তিনি বলেন ঃ—" যদি বালিকা স্ত্রীদিগকে তাহাদের প্রথম স্বামিসংসর্গের ফল কি হইয়াছিল তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করা যাইতে পারিত তাহা হইলে তাহাদের সাক্ষ্য গবর্ণমেন্টের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ও এই সংস্কার সম্পাদন করিবার পক্ষে নিশ্চয়ই চূড়ান্ত প্রমাণ হইত।" এ বিষয়ে ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকেরা কি রূপ বিবেচনা করেন তাহা আমেদাবাদ, কলিকাতা, বোম্বাই, লাহোর, পুনা, ময়মনসিংহ ও অন্যান্য স্থানের দেশীয় স্ত্রীলোকেরা মহিমবরের নিকট যে সকল আবেদন পাঠাইয়াছেন তাহা হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারিবে। সেই সকল আবেদন মন্ত্রিসভায় উপস্থিত করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত আবেদনে স্ত্রীলোকেরা বলিয়াছেন যে "আমাদের জাতি আমাদের ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার নিমিত্ত কেবলমাত্র গবর্ণমেন্টের উপর নির্ভর করিতেছে এবং পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে যে আপত্তি হইয়াছে তদ্দ্বারা আমাদের জাতির ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করিবার আবশ্যকতা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।" এই সমস্ত স্ত্রীলোকের অধিকাংশই নিষ্ঠাবান হিন্দুবংশোৎপন্না, এবং তাঁহাদের আবেদন যেমন অগ্রাহ্য করা যাইতে পারা যায় না সেইরূপ উহা যে সরলান্তঃকরণে ও আগ্রহের সহিত করা হইয়াছে তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

আমার মান্যবর বন্ধু প্রথমে একটী যুক্তির উত্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে তাহার উপর নির্ভর করিতে তত ইচ্ছুক নন। আমি এক্ষণে সেই যুক্তি বিবেচনা করিয়া দেখিব। সে যুক্তির কথঞ্চিৎ সারবত্তা আছে। তিনি এই বলিয়া পাণ্ডুলিপির দোষ দিয়াছিলেন যে "গবর্ণমেন্ট এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করিবার যে নীতি প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন এবং ১৮৫৮ সালের প্রসিদ্ধ ঘোষণাপত্র যে নীতির প্রতিভূ স্বরূপ পাণ্ডুলিপিতে সেই নীতি পরিত্যক্ত হইতেছে। ঐ ঘোষণাপত্রে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—"যাঁহারা আমাদের অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন তাঁহাদিগকে আমরা বিশেষরূপে আদেশ করিতেছি যে তাঁহারা যেন আমাদের কোন প্রজার ধর্ম্ম বিশ্বাস বা ধর্ম্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিতে বিরত থাকেন, বিরত না থাকিলে তাঁহারা আমাদের অত্যন্ত বিরাগ-

ভাজন হইবেন।" যদিও আমার মাননীয় বন্ধু বিশেষ বিবেচনার পর এই আপত্তি পরিত্যাগ করা উচিত বোধ করিয়াছেন তথাপি উহা এতই গুরুতর যে উহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। আমার মান্যবর বন্ধুর আপত্তির কিছু মাত্র মূল নাই এবং অনেক বক্তৃতামঞ্চ ও সংবাদপত্রে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কর্ত্তব্য লঙ্ঘনের অভিযোগ সমর্থন করিবার নিমিত্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর উদার কথাগুলির যেরূপ বিপরীত অর্থ করা হইয়াছে সেরূপ বিপরীত অর্থ করা অত্যন্ত অন্যায়। ঘোষণাপত্রের যে সকল অংশের সহিত তাঁহার তর্কের সম্বন্ধ আছে সেই সকল অংশ পাঠ করিতে যে সরলতা আবশ্যক আমার মান্যবর বন্ধু যদি সেই সরলতা সহকারে সেই সকল অংশ পাঠ করিতেন তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী "ইহা আমাদের রাজকীয় ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে কোন ব্যক্তিই তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস বা ধর্ম্মানুষ্ঠান নিবন্ধন কোনরূপে আদৃত উত্যক্ত বা স্বত্বচ্যুত হইবেন না বরং সকলেই আইন দ্বারা সমভাবে ও নিরপেক্ষভাবে রক্ষিত হইবে" এইরূপ ঘোষণা করিয়াও এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে "যেন সাধারণত আইন প্রণয়ন ও প্রচলনের সময় ভারতবর্ষীয়দিগের প্রাচীন অধিকার ও আচার ব্যবহারের প্রতি যথাযথ আস্থা প্রদর্শন করা হয়।" ধর্ম্মসম্বন্ধে একেবারে হস্তক্ষেপ না করিবার অঙ্গীকারের যে কথা আমার মান্যবর বন্ধু কহিতেছেন ইহাতে তাহা নাই। এবং এই বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার অবকাশ থাকিলেও পার্লিয়ামেণ্ট ভারতবর্ষের কৌন্সিল বিষয়ক আইনের ১৯ ধারায় এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, অর্থাৎ যে সকল আইনে শ্রীশ্রীমতীমহারাণীর কোন শ্রেণীর প্রজার ধর্ম্ম ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবহারে হস্তক্ষেপ হইতে পারে সেই সকল আইন গবর্ণর জেনরল সাহেবের পূর্ব্বসম্মতিক্রমে কেবল এই মন্ত্রিসভায় নয় অপিচ যে খানেই প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা স্থাপিত হয় সে খানেই প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাতেও উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, এইরূপ ব্যবস্থা করায় সার রমেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় যে অর্থ করিতে ইচ্ছুক তাহার পথ একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে প্রাচীন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান ও আচারের প্রতি "যথাযথ আস্থা প্রদর্শন" এই কথার অর্থ কি?

সহমরণ প্রথা সম্বন্ধে ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছিল। সত্যবটে সে সময়ে মহারাণীর ঘোষণাপত্র ছিলনা। কিন্তু ইহা বুঝিতে হইবে যে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট মহারাণীর হস্তে আসিবার অনেক পূর্ব্বে ঐ গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে যে নিয়ম স্থাপন ও স্বীকার করিয়াছিলেন, মহারণীর ঘোষণাপত্রে সেই নিয়ম কেবল পুনরনুমোদিত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। যে যুক্তি দ্বারা এই পাণ্ডুলিপি আক্রমণ করা হইয়াছে প্রায় ঠিক সেই যুক্তি দ্বারা সহমরণ প্রথা নিবারণের নিন্দা করা হইয়াছিল। সহমরণ প্রথা নিবারণ সম্বন্ধীয় আইন পাস হইবার পর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত রাজার নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছিল এবং আপীলে এই কথা বলা হইয়াছিল যে ঐ আইনে হিন্দুদিগের অতিপ্রাচীন এবং পবিত্র সংস্কার ও আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে ও সমস্ত জাতির অকপট বিশ্বাসের বিপরীত কার্য্য করা হইয়াছে। এ কথাও বলা হইয়াছিল যে সহমরণ প্রথা সম্বন্ধে যদি কোন অত্যাচার হইয়া থাকে তাহা হিন্দুদিগের মতের প্রতি যুক্তিমত আস্থা প্রদর্শন ও বর্ত্তমান আইনের নিরপেক্ষভাবে প্রচলন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করা যাইতে পারিবে এবং তজ্জন্য একটী প্রথার একেবারে লোপ করিবার আবশ্যকতা নাই। এবং একথাও বলা হইয়াছিল যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির গবর্ণমেণ্টের আইনের ও আচরণের এবং গ্রেটব্রিটেনের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন সমূহের মর্ম্ম হইতে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম আইন এবং আচার ব্যবহার অক্ষত রাখিবার যে প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এই আইনে সেই পবিত্র প্রতিজ্ঞা অন্যায় রূপে অবৈধমতে এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভঙ্গ করা হইয়াছে"। কোর্ট অব্ ডিরেক্টর মহোদয়গণ এই সমস্ত অভিযোগের যে উত্তর দিয়াছিলেন আমি এক্ষণে আমার মান্যবর বন্ধুর অভিযোগেরও সেই উত্তর দিতেছি। উত্তর এই—'আইন করিবার ক্ষমতা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের হস্তে অর্পিত আছে। বিলাতের ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক ঐ ক্ষমতা অনুমোদিত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। ঐ ক্ষমতার ব্যবহারকালে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট সকল সময়েই দয়া ও ন্যায়ের সর্ব্বপ্রধান দাবীর উপর লক্ষ্য রাখিয়া দেশীয়দিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত ও আচার ব্যবহারের প্রতি যতদূর সম্ভব ন্যায্য আস্থা দেখাইয়াছেন এবং ঐ সমস্ত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতের উপর যথাযোগ্য আস্থা প্রদর্শন

করিয়া সভ্যসমাজের মূল নীতির ও সাধারণ জ্ঞান যাহা বলে তাহার বিরোধী প্রথা নিবারণ করা অসঙ্গত নহে।' এই সকল সাধারণ হেতুতে এবং যে প্রথার কথা হইতেছে উহা নিষ্ঠুর বলিয়া, এবং উহা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া নহে কিন্তু সমাজের বিরুদ্ধে ঘোরতর অপরাধ এই জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া উহা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত কি না এ বিষয়ে সন্দেহ থাকায়, উহা অনেক শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দু কর্ত্তৃক একেবারেই পাপজনক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, যখন এবিষয় প্রিবি কৌন্‌সিলের নিকট উপস্থিত করা হয় তখন প্রিবি কৌন্‌সিল গবর্ণমেন্টের কার্য্য সমর্থন ও আবেদন অগ্রাহ্য করেন। এবং ঠিক এই সকল যুক্তি গুলিই এক্ষণে যে বিষয়ের আলোচনা হইতেছে তৎসম্বন্ধে, সম্পূর্ণরূপে খাটে।

যে প্রথা নিবারণ করা এই পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য সেই প্রথা ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় আচারানুমোদিত ইহা অনেকে বলিয়াছেন। এই কথা সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বোক্ত কারণে বলিতে পারি যে যদি মন্ত্রিসভা এরূপ বিবেচনা করেন যে দয়া ও নীতির অনুরোধে উহা নিষেধ করা উচিত তাহা হইলে তাঁহারা ঐ যুক্তি অগ্রাহ্য করিতে পারেন। আমার মান্যবর বন্ধু বলেন যে (বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভা যে রূপে গঠিত হইয়াছে সেই রূপে বা অন্য কোন রূপে গঠিত) কোন ব্যবস্থাপক সভাই শাস্ত্রীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রামাণিক মত দিবার অভিপ্রায়ে ঐ সকল প্রশ্নের সন্তোষ জনকরূপে বিচার করিতে সমর্থ নহেন এই কথা আমি মানিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার ন্যায় এই সভার যে সভ্য এই বাদানুবাদ উপলক্ষে এ বিষয়ে যে রাশি রাশি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাকে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইয়াছে যে বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের যে অর্থ করিয়াছেন সে অর্থ ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে গৃহীত হয় নাই এবং পাণ্ডুলিপির সমর্থনকারীদিগের পক্ষেই যুক্তি ও প্রমাণের আধিক্য আছে। যদি ইহা অন্যরূপও হইত এবং যদি আমি হিন্দু হইতাম তাহা হইলে আমি পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এবং তিলক মহাশয়ের সহিত ঠিক হওয়া অপেক্ষা অধ্যাপক বান্দরকর, বিচারপতি তেলাঙ্গ এবং দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাওএর সহিত ভুলকরা ভাল বোধ করিতাম। এবং জয়পুরের মহারাজের ন্যায় আমিও বিবেচনা করি যে

যে দল আপনাদিগকে ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন তাঁহারা যে সকল প্রাচীন ঋষির মত ভুলিয়াছেন যদি সেই সকল ঋষি এক্ষণে জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে 'তাঁহারা (মহারাজের ন্যায়) বাল্যবিবাহ ও বিবাহ কি পদার্থ এই জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে বালিকা স্ত্রীর সহবাস নিবন্ধন যে অনিষ্টকর ফল ঘটিতেছে সেই সকল ফল হইতে সমাজ রক্ষা করিবার নিমিত্ত আইন করিবার দায়িত্ব আপনারা গ্রহণ করিতেন ' আমি ইহাও বিবেচনা করি যে বাঙ্গালাদেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মনিষ্ঠ ও বাঙ্গালাদেশের শাস্ত্রীদিগের প্রামাণ্য অন্যান্য প্রদেশের শাস্ত্রীদিগের অপেক্ষা অধিক এরূপ দাবীকরা নিতান্ত অন্যায়। ইহাও কোন মতে বলা যাইতে পারে না যে যে মতটী অন্য সর্ব্বত্র বৈকল্পিক বলিয়া গণ্য হয় তাহা বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে বলিয়া সার ভুত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কোন ব্যবস্থাপক সভাই এইরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সূক্ষ্মভেদ করিতে পারে না। কিন্তু যদি সাধারণ হিতের বিরোধী প্রথা সকলের যতদূর ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় হেতুতে সমর্থিত করিবার চেষ্টা করা হয় ততদূর অপেক্ষাকৃত নব্য টীকাকারের মতের উপর নির্ভর করে এবং যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণিক ব্যাখ্যাতা বলিয়া সচরাচর গণ্য হন এরূপ প্রাচীন ব্যবস্থাপকদিগের উপদেশ দ্বারা সমর্থিত না হয় তাহা হইলে ঐ সমস্ত প্রথা নিবারণ পক্ষে ব্যবস্থাপক সভা অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হয়।

স্থলবিশেষ উল্লেখ না করিয়া সাধারণতঃ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আপত্তি সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা গেল। এই পাণ্ডুলিপি গর্ভাধান নামক যে বিশেষ সংস্কারের উপর হস্তক্ষেপ করিবে বলা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে যে সমস্ত কাগজপত্র মন্ত্রিসভার সম্মুখে আনীত হইয়াছে তাহা হইতে অতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে ঐ সংস্কার বঙ্গদেশে সকলে প্রতি-পালন করেন না ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও উহা সাধারণ্যে অনুষ্ঠিত হয় না এবং কুলীন ব্রাহ্মণেরা ঐ সংস্কার পালন করেন না বলিয়া ও অনেক পরিবারে অশ্লীলতা নিবন্ধন উহা পালিত হয় না বলিয়া এই সকল ব্যক্তিকে জাতিচ্যুত হইতে বা সামাজিক বা পুরোহিতগণ প্রদত্ত কোনরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হয় না এবং নানা কারণে উহার অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা যাইতে

পারে এবং উহা পালন না করিবার প্রায়শ্চিত্ত অতি সামান্য। কলিকাতা হাইকোর্টের দুইজন বিদ্বান্ বিচারপতি, যাঁহাদিগের আমি বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তাঁহারা বলিয়াছেন যে 'শাস্ত্রোক্ত এবং বাহ্যিক প্রায়শ্চিত্ত সামান্য হইতে পারে কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এবং সহজজ্ঞান ও যুক্তি অনুসারে যথার্থ মানসিক অনুতাপ এবং আর পাপ করিব না এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেই প্রায়শ্চিত্তের যথার্থ ফল হয়'। আমি বেস্ বুঝিতে পারি যে এরূপ লোক আছেন যাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যকে সমস্ত পার্থিব আইন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে বলিয়াছেন, শাস্ত্রে এই নিয়মের অপালন জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে তাহা আধ্যাত্মিক ভাবের সুতরাং সহজেই উপেক্ষিত হইতে পারে তাহা অনেকটা ঠিক্। এবং যখন গৃহ হইতে অনুপস্থিতি রূপ সামান্য উপায় দ্বারাই এই সংস্কারের অপালন জন্য দোষ হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে তখন অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের মনেও কেমন করিয়া কর্ত্তব্য-পালন সম্বন্ধে গুরুতর গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

আমার মান্যবর বন্ধু এক্ষণে যে একমাত্র কারণে এই পাণ্ডুলিপিতে আপত্তি করিতেছেন আমি এক্ষণে সেই কারণ বিবেচনা করিব। পাণ্ডুলিপির অপ্রয়োজনীয়তাই ঐ কারণ। আমি প্রথমেই এই কথা বলিতে পারি যে এরূপ কোন আইনের প্রয়োজনীয়তা সমাজের অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগের ঐ আইনের সহায়তা করার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যে সকল মাননীয় ব্যক্তি এই বলিয়া পাণ্ডুলিপিতে আপত্তি করিতেছেন যে উহা একটী সমাজ সংস্কার বিষয়ক ব্যবস্থা এবং সমস্ত সমাজ সংস্কারই আইনের সাহায্য ব্যতিরেকে সমাজের ভিতর হইতে হওয়া উচিত, তাঁহারা যদি একবার বিবেচনা করেন যে তাঁহারা যদি যথার্থই তাঁহাদের বিবাহ সম্বন্ধীয় রীতি নীতির উন্নতি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে এইরূপ আইন তাঁহাদের কত সহায়তা করিবে, তাহা হইলে তাঁহারা এই আইনের প্রতিবাদ না করিয়া ইহা সাদরে গ্রহণ করিবেন এবং এক্ষণে যেমন আগ্রহ সহকারে যে যে কারণে উহা অত্যাচারের যন্ত্ররূপে পরিণত হইতে পারে তাহার সূচনা করিতেছেন সেইরূপ আগ্রহ সহকারে উহার

প্রতিপালন জন্য যে সকল শুভফল ফলিতে পারে তাহা তাঁহাদের দেশবাসী-দিগকে বুঝাইয়া দিবেন। যাঁহারা অনেক কথা কন কিন্তু কাজে কিছুই করেন না এরূপ মিথ্যা সমাজ সংস্কারকদিগের সহিত আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। যদি তাঁহারা যথার্থই মনে করেন যে তাঁহাদের বিবাহ সম্বন্ধীয় রীতি নীতি সকল মন্দ তাহা হইলে তাঁহারা রাজপুতানার সর্দারদিগের কার্য্যের অনুকরণ করুন ও ঐ সকল রীতি নীতির সংস্কার করুন। বালিকাদিগকে রক্ষা করা সম্বন্ধীয় যে ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আমি স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছি সেইরূপ কোন ব্যবস্থা করিবার পুর্ব্বে যদি ব্যবস্থাপক সভাকে সমাজ সংস্কারকেরা কি করেন ইহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের বালিকা স্ত্রীদিগের ভাগ্য কখনই সুপ্রসন্ন হইবে না। আমার মান্যবর বন্ধু বলেন যে এই আইন কখনই কার্য্যে আসিবে না। তিনি এবং যাঁহারা তাঁহার সহায়তা করিতেছেন তাঁহারা এই আইন অনুসারে নালিশের পক্ষে ব্যাঘাত না ঘটাইয়া বরং জাতি সম্বন্ধীয় নিয়ম ও গার্হস্থ্য রীতি নীতির যাহাতে এরূপ পরিবর্ত্তন হয় যে নালিশের কোন প্রয়োজন না হয় সে বিষয়ে তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া এই আইনের কার্য্যকারিতা নষ্ট করিতে পারেন। যিনি এই আইন ভঙ্গ করিবেন না তাঁহার এই আইন হইতে কোন অপকার হইবে না। কোন ব্যক্তিই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যানুরোধে ইহা ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইবেন না ইহা আমি প্রমাণ করিয়াছি। আর যাঁহারা এই আইন ভঙ্গ করিবেন তাঁহাদের সম্ভবত যে শাস্তি দেওয়া হইবে তাহা যে অত্যন্ত গুরুতর হইবে এমন কথা কে বলিতে পারেন ?

হিন্দুসমাজ যে উপায়ে এই আইনের প্রতিপালন বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন আমার মান্যবর বন্ধু তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলেন :—

"উচ্চবর্ণের লোকদিগের মধ্যে বালিকারা সচরাচর ৯ হইতে ১১ বৎসরের মধ্যে বিবাহিতা হয়। নিকৃষ্ট বর্ণের লোকের মধ্যে বিবাহের বয়স আরও কম। বিবাহের পরেই বালিকারা স্বামিগৃহে গমন করে ও সেখানে সপ্তাহ বা তদধিক কাল থাকে। ঋতুমতী হইবার পুর্ব্বে তাহারা সময়ে সময়ে স্বামিগৃহে গমন করে ও কিছু কালের নিমিত্ত সেখানে অবস্থিতি

করে। যখন তাহারা স্বামি গৃহে গমন করে তখন তাহারা দেশের প্রথানুসারে রাত্রিতে স্বামির সহিত একত্র শয়ন করে।"

আমার মান্যবর বন্ধু ঠিক্ বলিয়াছেন যে 'এই প্রথা অত্যন্ত দোষাবহ' এবং তিনি উহাকে এমন একটী নৈতিক দোষ বলিয়া বিবেচনা করেন যে 'এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা উহার বিশেষ কোন প্রতিবিধান হইবে না'। কিন্তু ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হইলে যে প্রথা পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল এবং যাহা এখনও বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে প্রচলিত আছে এবং যে প্রথা অনুসারে কোন বালিকা পুরুষসহবাসক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামি গৃহে প্রেরিত হয় না সেই প্রথা পুনর্ব্বার প্রচলিত করিবার সুবিধা হইবে।

এই পাণ্ডুলিপির সংশোধানার্থ যে কএকটী বিশেষ প্রস্তাব করা হইয়াছে, এক্ষণে কেবল সেইগুলি সম্বন্ধে বলিতে আমার বাকী আছে। এবং আমি প্রথমেই এই কথা বলিতে পারি যে যে সকল সংশোধনে এই পাণ্ডুলিপির মূলসূত্র দুর্ব্বল না হয় অথচ যদ্দ্বারা এই আইনের সম্ভবতঃ অপকারক ভাবে প্রচলন সম্বন্ধে সাধারণের মনে যে ভয় সঞ্চার হইয়াছে সেই ভয় নিবারণ হইতে পারে এরূপ সংশোধন অনুকূল—ভাবে বিবেচনা করিতে সিলেক্ট কমিটি প্রস্তুত এমন কি বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন। এই সমস্ত প্রস্তাবিত সংশোধনের মধ্যে প্রথমটী এই যে ১২ বৎসর বয়সের সীমা না করিয়া উহার পরিবর্ত্তে যৌবন-প্রাপ্তি সীমা করা হয়। এবং এই প্রস্তাবের পক্ষে এই কথা বলা হয় যে প্রথমোক্ত সীমা অপেক্ষা শেষোক্ত সীমা সম্বন্ধে প্রমাণ দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে এবং শেষোক্ত সীমা নির্দ্দেশ করিলে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক বালিকা আইন দ্বারা রক্ষিত হইবে। সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ সভ্যই এই সকল যুক্তি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বয়স বিষয়ে সন্তোষজনক সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে অনেকস্থলে নিশ্চয়ই কষ্ট হইবে বটে। কিন্তু বালিকার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রস্তুত করিবার লোভ তদপেক্ষা অনেকগুণে অধিক হইবে। জয়পুরের মহারাজ ঠিকই বলিয়াছেন যে, যদিও ঐরূপ বিধান করিলে পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে যে চীৎকার উত্থাপন করা হইয়াছে তাহা নিস্তব্ধ হইবে তথাপি উহাতে এই আশঙ্কা আছে যে দোষী ব্যক্তিরা

আত্মরক্ষার চেষ্টায় প্রায় সকল স্থলেই যে ব্যবস্থার কথা হইতেছে তাহার আশ্রয় লইবে।' লেপ্টেনেন্ট গবর্নর মনে করেন 'যে যৌবনের প্রথম সূচনা ঘটিয়াছে ইহা আদালতে প্রমাণ করা আবশ্যক এই কথার বিরুদ্ধে বিষম আপত্তি হইতে পারে।' এবং সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ সভ্যেরই এই মত। আমরা বাঙ্গাল দেশের গবর্ণমেন্টের কথায় নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে যৌবন চিহ্ন অনেক সময়ে কৃত্রিম উপায় দ্বারা উপস্থিত করা হইয়া থাকে। ময়মনসিংহের সিবিল সার্জন সার্জন-মেজর বসু মহাশয় ইণ্ডিয়ান মিরর নামক সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন 'যে দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঙ্গালা দেশে অকৃত্রিম উপায়ে ঋতুদ্গম প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।' অতএব বয়সের পরিবর্ত্তে যৌবনারম্ভ সীমা কেমন করিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে ?

১২ বৎসর বয়সের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিলে যে সকল বালিকাদিগকে রক্ষা করা প্রার্থনীয় তাহারা সকলে যে আইনের দ্বারা রক্ষিত হইবে না তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেক রক্ষিত হইবে। সার্জন-মেজর গুপ্ত মহাশয়ের রিপোর্ট হইতে আমার মান্যবর বন্ধু যে সংখ্যামূলক তথ্য তুলিয়াছেন তাহা যদি নির্ভুল হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের বালিকাগণের শতকরা ৩৯ জন বয়সের ঐ সীমার মধ্যে পড়িবে, অতএব এবিষয়ে অনেক অগ্রসর হওয়া হইল। ডাক্তার জগবন্ধু বসু প্রভৃতি অন্যান্য ডাক্তারের কথায় বোধ হয় যে রক্ষিত বালিকার সংখ্যা আরও অধিক হইবে। বিশ্বাসযোগ্য সংখ্যামূলক তথ্যের অভাবে বয়সের যে সীমা সাধারণতঃ অনুমোদিত হইবার সম্ভাবনা আমরা সেই সীমা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম। স্ত্রী যতদিন পর্য্যন্ত ১২ বৎসরের না হয় ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে স্বামীর সহিত একত্রবাস করিতে না দিবার প্রথা ভারত-বর্ষের অনেকস্থানে এবং অনেক শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত আছে বা প্রচলিত হইতেছে। অতএব মধ্য প্রদেশের প্রধান কমিশনর যে বলেন যে প্রস্তাবিত সংশোধন দ্বারা যে বিষয়ে প্রজাদিগের নীতি আইনের নীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই বিষয়ে আইনের সহিত প্রজাদিগের আচারের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইবে তাহা ঠিক্। এবং বার বৎসরের কম বয়স্ক ব্যক্তি কোন অপরাধ করা সম্বন্ধে সম্মতি দিতে পারে না এই যে সাধারণ আইন আছে প্রস্তাবিত সংশোধন দ্বারা বলাৎকার বিষয়ক আইনকে সেই সাধারণ আইনের সহিত এক করাও হইতেছে।

আর একটী প্রস্তাব করা হইয়াছে। তাহা এই যে কোন স্থলেই বালিকা স্ত্রীর নিজের, তাহার স্বাভাবিক অভিভাবকের বা অন্য কোন জ্ঞাতির প্ররোচনায় ভিন্ন নালিশ হইবে না। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই আইনটীর কিছুমাত্র কার্য্যকারিতা থাকিবে না, কারণ তাহা হইলে বোধ হয় যে পরিবারের সমস্ত ক্ষমতাই আহত বালিকাকে রক্ষা না করিয়া অপরাধীকে বাঁচাইবার জন্যই প্রযুক্ত হইবে।

একথাও বলা হইয়াছে যে যখন কোন স্বামী এই (আইন অনুসারে) অপরাধ করিবেন তখন সেই অপরাধ বলাৎকার বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত হইবে না এবং সেস্থলে অপেক্ষাকৃত লঘু দণ্ড হওয়া উচিত। আমার মতে এইরূপে অপরাধের গুরুত্বের হ্রাস করিয়া দেওয়া প্রার্থনীয় নহে। সার মেরিডিথ্ প্লৌডেন বলেন "এই অপরাধ (স্বামিকৃত বলাৎকার) স্ত্রী বলিয়া স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপরাধ নহে স্ত্রী মনুষ্য বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে অপরাধ।" আমারও ঐ মত। এবং যদি এই মন্ত্রিসভা স্বামিকৃত পাশব ব্যবহারের অনুকূলে কোন প্রভেদ করিয়া পাণ্ডুলিপির বল হ্রাস করেন তাহা হইলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব। কি পরিমাণে শাস্তি দেওয়া হইবে তৎসম্বন্ধে এই বলা যায় যে উহা আদালতের বিবেচ্য। বিচারকেরা স্থলবিশেষে অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই পাণ্ডুলিপির নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে দণ্ড প্রদান করিবেন। এবং কতকগুলি স্থলে সামান্য দণ্ড হইলেও যে স্থলে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় সর্ব্বোচ্চ দণ্ডও গুরুতর বলিয়া বোধ হইবে না এরূপ স্থলও যে ঘটিবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যদিও আমার মতে আইন হইবার পর ইহার অপব্যবহার হইবার সম্ভাবনার কথা অনেক বাড়াইয়া বলা হইয়াছে তথাপি এই আইনের সম্ভবপর অপব্যবহার নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে সিলেক্ট কমিটি যে দুইটী অতিরিক্ত বিধানের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রিসভাকে অনুরোধ করিতে আমার কিছুমাত্র সঙ্কোচ হইতেছে না। প্রথমটী অর্থাৎ যেটীতে এ সকল স্থলে প্রথম বিচারের অধিকার জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর অর্পণ করা হইয়াছে, সেটী উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের কথামত গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়টী অর্থাৎ যেটীর মর্ম্ম এই যে যদি ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৫৫

ধারা অনুসারে পুলিস তদন্তের হুকুম হয় তবে উচ্চ পদস্থ পুলিস কর্ম্মচারীরাই তাহা করিতে পারিবেন সেটী কলিকাতা হাই কোর্টের অনুমোদিত। আমার বোধ হয় যে এই আইনের কার্য্যকারিতা একেবারে নষ্ট না করিয়া যে কিছু যুক্তি—যুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারা যায় আমরা এই আইনের প্রচলন সম্বন্ধে তৎসমস্ত অবলম্বন করিয়াছি। এই আইন অনুসারে অনুষ্ঠিত কার্য্য কিরূপ প্রকাশ্যভাবে করা হইবে তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে মাজিষ্ট্রেট উচিত বোধ করিলে জন সাধারণকে তাঁহার আদালতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিবেন। স্বামী ও স্ত্রী সম্বন্ধে যে সকল মোকদ্দমা ঘটিবে তাহাব তদন্তের অধিকার যে সকল বহুদর্শী কর্ম্মচাবীর হস্তে অর্পিত হইবে তাঁহারা যে এরূপ মোকদ্দমা করিতে হইলে যেরূপ সতর্কতা আবশ্যক তৎসমস্তই অবলম্বন করিবেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে।

আর একটী কথার উল্লেখ করিতে বাকী আছে। ইহা উক্ত হইয়াছে যে যদি এই পাণ্ডুলিপি পাস হয় তাহা হইলে স্ত্রীদিগকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করা হইবে এবং এই রূপে তাহারা লজ্জিত ও অবমানিত হইবে। এরূপ আশঙ্কা করিবাব কোন কাবণ নাই। কলিকাতার হাই কোর্ট মহারাণী বনাম গুরুচরণ দুসাধের মোকদ্দমা বিচার কালে অতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে কোন আদালত বা মাজিষ্ট্রেটেব কোন স্ত্রীলোকের সম্মতি ব্যতিরেকে ডাক্তার দ্বারা তাহার পরীক্ষা কবিবার হুকুম দিবার ক্ষমতা নাই এবং সম্মতি ব্যতিরেকে ডাক্তার দ্বারা ঐরূপ পবীক্ষা কবাইলে তাহা অন্যায় ও বেআইনী আক্রমণ বলিয়া গণ্য ও ঐরূপ আক্রমণের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাইতে পারে অতএব অন্যান্য আপত্তির ন্যায় এই আপত্তিও টিকিল না।

আমার বোধ হয় আমি এক্ষণে এই পাণ্ডুলিপির পক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল প্রধান প্রধান যুক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে তৎসমস্তই বিবেচনা কবিয়াছি এবং বোধ হয় যে আমার আলোচনার ফল এই দাঁড়াইয়াছে। ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে অকালে বেশ্যাবৃত্তি ও ঋতুর পূর্ব্বে স্ত্রীসহবাস. যে খানেই প্রচলিত থাকুক না কেন, উহা মনুষ্য মাত্রেরই ও হিন্দুশাস্ত্রের দৃষ্টিতে ঘৃণাজনক এবং আইন দ্বারা নিবারিত হওয়া উচিত। যে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর নিমিত্ত

আমরা আইন করিতেছি সেই সমগ্র ভারতবর্ষীয় সমাজ এই আইন যতদুর যায় ততদুর ইহার অনুমোদন করিতেছেন। এই আইন আরও অধিক দূর যায় ইহা অনেকের ইচ্ছা। এবং এই পাণ্ডুলিপির সমালোচনার কেবল এই অংশের সহিতই আমার সহানুভূতি আছে। কিন্তু এই আইনানুসারে কার্য্য করা হইলে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রথা অবশ্য প্রতিপাল্য নহে এবং যাহা কেবল স্থান বিশেষে এবং অংশতঃ প্রতিপালিত হইয়া থাকে সেই একটী মাত্র প্রথার উপর হস্তক্ষেপ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার মান্যবর বন্ধু এই পাণ্ডুলিপির কার্য্যকারিতার পক্ষে সর্ব্বপ্রধান বিধান লোপ করিতে এবং পাণ্ডুলিপির নির্দ্দিষ্ট দণ্ড হইতে মুক্তি পাইবার অতি সহজ উপায় সংস্থাপন করিতে চাহেন। আমি বোধ করি যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে এরূপ প্রথার উপর অযৌক্তিক আস্থা নিবন্ধন যত না হউক স্বার্থমূলক ইন্দ্রিয়পরতা ভিন্ন অপর সকল বিষয়ে নির্ম্মম অনাস্থা নিবন্ধন শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজাদিগের মধ্যে যে বহুসংখ্যক বালিকা কষ্ট পাইতেছে তাহাদের হিতসাধন অভিপ্রায়ে মন্ত্রি-সভা অত্যল্প সংখ্যক গোঁড়া ব্যক্তিদিগের এই যুক্তি অগ্রাহ্য করিবেন এবং সিলেক্ট কমিটি এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে যে আকারে রিপোর্ট করিয়াছেন পাণ্ডুলিপি সেই আকারেই পাস করিবেন।"

শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ব্যবস্থাপক সভায় সম্মতির বয়স বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করণোপলক্ষে মান্যবর শ্রীযুত ভিঙ্গার রাজার বক্তৃতা।

আমি এই পাণ্ডুলিপির পক্ষে কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি:—উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং অযোধ্যার হিন্দুগণ গর্ভাধান সংস্কার সম্পন্ন করা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান নয় এবং তাহারা যদি তাহাদের কন্যাদিগকে ঋতুমতী হইবার পরে বিবাহ দেয় তাহা হইলে তাহাদের আপনাপন জাতির লোকেরা কোন আপত্তি করে না। সূত্রে গর্ভাধানের ন্যায় যে

সকল ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে আমাদের শাস্ত্রানুসারে শূদ্রেরা তাহা সম্পন্ন করিবার অধিকারী নয় এবং যে সকল ব্রাহ্মণ তাহাদিগের জন্য সেই সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাহাদিগকে “ শূদ্রযাচী ” বা “ শূদ্র প্রতিপালিত ভিক্ষুক ” বলে এবং সেরূপ ব্রাহ্মণকে জাতিচ্যুত করিয়া দণ্ডিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। সেই সকল ক্রিয়া কেবলমাত্র দ্বিজাতিগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা সম্পন্ন করিবেন শাস্ত্রের এই অভিপ্রায়। বিবাহের পূর্ব্বে দ্বিজাতিগণের উপনয়ন বা পৈতা হয় বলিয়া তাঁহারা গর্ভাধান সংস্কার সম্পন্ন করা তত আবশ্যক মনে করেন না। বোধ হয় এই জন্যই গর্ভাধান সম্বন্ধে আঁটাআঁটি নাই।

উচ্চবংশের লোকেরা প্রায়ই চৌদ্দ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেন না। উপযুক্ত পাত্র শীঘ্র পাওয়া যায় না এবং লোকে কন্যাপক্ষ হইতে অধিক টাকা চায় বলিয়া অল্প বয়সে বিবাহ ঘটিয়া উঠে না। এই কারণে কন্যাব বিবাহ হইবামাত্র তাহার পিত্রালয় হইতে পতিগৃহে গমন করা ক্ষত্রিয় বা রাজপূতদিগের মধ্যে প্রথা হইয়া দাড়াইয়াছে। চৌদ্দ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার এবং আঠার বৎসরের পূর্ব্বে পুত্রের বিবাহ দেওয়া হইবে না রাজপুতানার রাজা ও সর্দ্দারগণ সভা করিয়া এই মর্ম্মে যে এক নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এই প্রথাই তাহার একটি কারণ বলিয়া আমার মনে হয়।

আমার দেশে বালিকারা প্রায়ই বার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ঋতুমতী হয় না এবং যে স্থলে তৎপূর্ব্বে ঋতু উপস্থিত হয় সেস্থলে প্রায়ই অসদুপায়ে সংঘটিত হয়।

লোকে যে বালিকার সহিত সহবাস করিতে ইচ্ছা করে এবং সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যে এক অতি ঘৃণিত এবং অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক বিবেচনা করা হয় একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। অপরিণত বয়স্কা বালিকার সহিত সহবাসের মূল্যস্বরূপ বেশ্যাগণ বিস্তর অর্থাদি চাহিয়া থাকে এবং লোকে ইচ্ছা করিয়া সে মূল্য দেয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এরূপ সহবাসের একটী বিশেষ নাম আছে। সে নামটি আমাব এখন মনে হইতেছে না। এরূপ স্থলে বেশ্যাগণকে প্রভূত

অর্থ ছাড়া অলঙ্কার বস্ত্র এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যও দেওয়া হইয়া থাকে। লোকে যখন কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এত কষ্ট ও ব্যয় স্বীকার করিয়া থাকে তখন তাহারা যে আপন আপন বিবাহিতা বালিকা-গণের সহিত ঐরূপ সহবাস করিবার উপায় থাকিলে সে প্রবৃত্তি দমন করিয়া রাখিবে এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। এদেশের লোকের মনে যে এরূপ অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি স্থান পায় সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং অবনতির কালের হিন্দু ও মুসলমান কবিদিগের গ্রন্থপাঠই তাহার প্রধান কারণ। পূর্ব্বে এদেশে যে সুশাসনের অভাব এবং অরাজকতা ঘটিয়াছিল অর্থাৎ যে অবাধ এবং অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা চলিয়াছিল ঐ সকল গ্রন্থ তাহারই ফলস্বরূপ। এক হিন্দি ভাষাতেই অবৈধ প্রণয় সম্বন্ধে নায়ক-ভেদ নামে ন্যূনপক্ষে ১০০ খানি গ্রন্থ আছে। সেই সকল গ্রন্থে অল্পবয়স্কা বালিকা সম্ভোগসুখের অতি বীভৎস বর্ণনা আছে। অতএব দয়াধর্ম্মবিরোধি এই সকল কদর্য্য কার্য্য যত শীঘ্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় দেশের ততই মঙ্গল। বেদব্যাস বলিয়াছেন যে পরোপকারই আমাদের ধর্ম্মের মূলনীতি এবং প্রাচীন কবি বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মুখ দিয়া এপর্য্যন্ত বলাইয়াছেন যে প্রজারক্ষার্থ এবং দয়াধর্ম্ম পালনার্থ যদি স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধি কার্য্য করা আবশ্যক হয় তাহা হইলে রাজার তাহাও করা উচিত।

কিন্তু আমি ইহাও বিবেচনা করি যে অত্যাচারাদি প্রতিরোধক কতক-গুলি বিধানও আবশ্যক। অযোধ্যা এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পর্দ্দা-প্রণলী এত প্রবল যে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের হিন্দু বা মুসলমান রমণী কোন বাহিরের লোকের সহিত কথাটী পর্য্যন্ত কহিতে পারে না। অতএব রমণী-গণকে মাজেষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইতে হইলে, উকিলদিগের প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে এবং পুরুষ ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষিত হইতে হইলে লোকে প্রমাদ গণিবে এবং তাহার ফল শোচনীয় হইবে।

শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ব্যবস্থাপক সভায় সম্মতির বয়স বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ করণোপলক্ষে মান্যবর শ্রীযুত রাও বাহাদুর কৃষ্ণজী লক্ষ্মণ নুলকর মহাশয়ের বক্তৃতা ।

সার এণ্ড্রু স্কোবল সাহেবের প্রস্তাবের উপর ভোট লইবার পূর্ব্বে আমাকে অনেকগুলি কথা বলিতে হইবে। কোন কোন দিক্ হইতে এই পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে যে প্রকার প্রতিবাদ করা হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে আমার কথার আধিক্যের নিমিত্ত বোধ হয় আমাকে কোন হেতু নির্দ্দেশ করিতে হইবে না। আমি নিজেই কিছুকাল এইরূপ কোন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছি এবং ১৪ মাস পূর্ব্বে এই মন্ত্রিসভায় যোগ দিবার পর ঐ বিষয়ে এই পাণ্ডুলিপির ভারপ্রাপ্ত মান্যবর সভ্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম। আমার বোধ হয় আমি এক্ষণে কেবল এই মন্ত্রিসভার সম্মুখে নহে আমার যে সমস্ত স্বদেশবাসীগণ এই পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে ভয়ানক প্রতিবাদ করিয়াছেন তাঁহাদের সম্মুখেও আত্মসমর্থন করিতে বাধ্য।

আমার মান্যবর বন্ধু সার রমেশচন্দ্র মিত্র এই সভায় অনুপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছেন বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। গত কয়েক বৎসর হইল তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না এবং তিনি মন্ত্রিসভার এই অধিবেশনে ও ইহার পূর্ব্বের অধিবেশনে আসিতে পারেন নাই।

এই পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে আমি যাহা বলিব তাহা আমার মান্যবর বন্ধু সার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কথার প্রতিবাদ বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে এমন কোন হেতু নাই। কিন্তু এই কথাটী এই খানে বলিয়া রাখি যে পাণ্ডুলিপির প্রতিবাদকারিগণ সার রমেশচন্দ্র মিত্রের কথা গুলিকে পাণ্ডুলিপির মূল সূত্রের বিরোধী কথা মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। সার রমেশচন্দ্র মিত্র গোড়াতেই

অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে যদি তিনি এরূপ বিশ্বাস করিতে পারিতেন যে এই ব্যবস্থা অপরাধ নিবারণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অথবা ইহা দ্বারা বাল্য বিবাহের দোষের কথঞ্চিৎ পরিমাণে সংশোধন হইবার সম্ভাবনা তাহা হইলে তিনি যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সত্ত্বেও আহ্লাদ সহকারে উহার সমর্থন করিতেন। এবং তিনি সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের উপর যে মতভেদসূচক মন্তব্য লিখিয়াছেন সেই মন্তব্যে এই ব্যবস্থা হইতে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গল অধিক হইবার সম্ভাবনা এই মত অবলম্বন করিয়াও তিনি এই কথা বলিয়া নিজের অভিপ্রায় আরো স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে শাস্ত্রের ব্যবস্থা ও পাণ্ডুলিপির মূল সূত্রের মধ্যে কিছু মাত্র বিরোধ নাই, বালিকা স্ত্রীদিগকে ঋতুমতী হইবার পুর্ব্বে তাহাদেব স্বামির সহিত শুইতে দেওয়ার যে প্রথা প্রচলিত আছে তাহা নিশ্চয়ই দোষাবহ এবং যখন বহুসংখ্যক স্থলেই ১২ বৎসরের পর গর্ভ হয় তখন তাঁহার নিজের মত এই যে তিনি অপক্কবয়সে সন্তান হওয়ারূপ আরও গুরুতর অনিষ্ট পরিহারের নিমিত্ত বাব বৎসর অপেক্ষা অধিক বয়স এমনকি ১৫,১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাদের পুরুষ সহবাস নিষিদ্ধ হওয়া উচিত এবং ১৫ বা ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে পুরুষ সংসর্গ দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হওয়া কর্ত্তব্য। আমার বোধ হয় যে একটীমাত্র গুরুতর কথায় তাঁহার সহিত আমার মতভেদ হইযাছে। তাহা এই যে তিনি যে প্রতিকারের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা যে অনিষ্ট নিবারণের নিমিত্ত প্রস্তাব করিযাছেন তদপেক্ষা আমার মতে মন্দ এবং ঐ প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইলে বালিকাসহবাস রূপ অপরাধ সম্পূর্ণ রূপে নির্ব্বিঘ্নভাবে করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে এবং তাহা হইলে প্রস্তাবিত আইনটি সম্পূর্ণ রূপে নিষ্ফল হইবে। যাঁহারা এই সভার সভ্য নন তাঁহারাও এই পাণ্ডুলিপির ঐ প্রকার পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করায় আমি এই সভায় অন্যান্য যে সমস্ত প্রস্তাব হইয়াছে তাহার সহিত ইহার পরে ঐ প্রস্তাবটির কথাও বিবেচনা করিব।

এই পাণ্ডুলিপির বিপক্ষগণ নানা হেতুতে উহাতে আপত্তি করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে :--

(১) ইহা হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ, কেননা ইহাদ্বারা বালিকাস্ত্রীর প্রথম রজো-দর্শন কালে গর্ভাধান প্রথার অনুষ্ঠান বন্ধ হইবে। কোন কোন সময়ে বার ১২

বৎসরের পূর্ব্বে রজোদর্শন হইয়া থাকে এবং কথিত হয় যে হিন্দুধর্ম্মে প্রথম রজোদর্শনেই এই প্রথা প্রতিপালনের আদেশ আছে এবং এই প্রথা অনুষ্ঠান কালেই পুরুষ সহবাস না করিলে উহা অসম্পূর্ণ থাকে।

(২) প্রস্তাবিত আইনে প্রজাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানে এই রূপে হস্তক্ষেপ হওয়ায় ১৮৫৮ সালের ঘোষণাপত্রে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন উহাতে তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভঙ্গ হইবে।

(৩) যে অনিষ্টের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত আইন হইতেছে তাহা একেবারেই নাই। এবং যদিই স্বীকার করা যায় যে ইহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে আছে তাহা হইলেও আঘাত, গুরুতর আঘাত এবং অপরাধযুক্ত নরহত্যার বিরুদ্ধে এক্ষণে যে আইন আছে তাহাতেই যে অপরাধের কথা হইতেছে তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইতে পারে।

(৪) স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বলাৎকারের অপরাধ হইতেই পারে না। ইংলণ্ডের আইনে ঐরূপ অপরাধ স্বীকৃত হয় না, সুতরাং ভারতবর্ষের ফৌজদারী আইনে উহা একটী বিসদৃশ বিধি, অতএব উহা আর কোনমতেই বাড়ান উচিত নয়।

(৫) প্রস্তাবিত আইন করিলে পুলিসের অত্যাচার ও শত্রুকর্ত্তৃক মিথ্যা নালিশ হইবে।

(৬) নূতন আইন হইলে লোকে মিথ্যা কথা বলিয়া ও জাল করিয়া উহা হইতে সম্পূর্ণ রূপে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত যোগ করিবে, সুতরাং আইনের উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইবে এবং প্রজারা সম্পূর্ণ রূপে দুর্নীতিপরায়ণ হইবে। পক্ষান্তরে এক্ষণে জন সাধারণে বিবাহ সম্বন্ধীয় রীতি নীতি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিতেছে এবং অল্পে অল্পে অথচ ধীর ভাবে ঐ সমস্ত সংস্কার করিতেছে। কিন্তু এই প্রস্তাবিত হস্তক্ষেপের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা ভবিষ্যতে আর ঐরূপ সংস্কার করিবে না।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যুক্তির সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে আমার আর একবার এই কথাটী বলিতে হইবে যে এই পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিবার সময় আমি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এই সমালোচনা করিতেছি বলিয়া সে মত পরিত্যাগ করিতেছিনা। আমার সে মতটী এই যে যদি প্রজাদিগের

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ও আচার ব্যবহার বলবানের হস্ত হইতে দুর্ব্বল ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিবার জন্য অভিপ্রেত যে আইন সেই আইন প্রণয়নের বাধা স্বরূপ হয় তাহা হইলে ঐ সকল ব্যবস্থা ও আচার ব্যবহার অগ্রাহ্য করা উচিত।

ধর্ম্মের দিক্ হইতে এই পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে যে আপত্তি করা হইয়াছে তাহার বিচার করিতে হইলে হিন্দু ধর্ম্ম এই শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তাহা বুঝাই প্রথম কঠিন কাজ। এমন অনেক গ্রন্থ আছে যাহা প্রাচীন ঋষিদিগের লিখিত বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ঐ সমস্ত ঋষিরা কবে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা সহজে স্থির করা যায় না এবং অনেক গুরুতর বিষয়ে তাঁহাদের পরস্পর বিরোধি মতের সামঞ্জস্য করা বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা সকল সময় সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বিপক্ষগণ আমাদের নিকট যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন এই কারণে তাহার মীমাংসা অতিশয় কঠিন। আবার ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের অসংখ্য জাতি, বিভাগ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, অর্থাৎ যে জাতি, বিভাগ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অধিকাংশই আধুনিক সেই অসংখ্য জাতি, বিভাগ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের রীতি বা আচার ব্যবহার এত বিভিন্ন এবং জেলা বিভাগ ভেদে এত ভিন্ন রকম যে তন্মধ্যে কোনটীকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত সাম্রাজ্যের জন্য একই ফৌজদারী আইন প্রণয়ন করা একেবারেই অসম্ভব ও যুক্তি বিরুদ্ধ।

কিন্তু যখন আমাদিকে এই রূপ পরস্পর বিরোধী গ্রন্থকারদিগের মতের মধ্য দিয়া যথাসাধ্য গমন করিতেই হইবে তখন যাঁহারা বর্ত্তমান আন্দোলনরূপ আবর্ত্তের বাহিরে থাকিয়া নিরপেক্ষ ভাবে মত দিতে পারেন আমাদিগকে অবশ্যই সেরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। গর্ভাধান সম্বন্ধে লিখিত হিন্দু আইন কি তাহা জানিবার নিমিত্ত আমাদিগকে বেদ শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিতে হইবে। এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানেই পণ্ডিতেরা এবং যেসকল সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ভারতবর্ষে এবং ইউরোপে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থ অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিঃশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এরূপস্থলে যেরূপ হইয়া থাকে সেই রূপই হইয়াছে, অর্থাৎ, ঐ দুই শ্রেণীর ব্যাখ্যাতাগণ ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া-

ছেন। যে সমস্ত গ্রন্থকার এবং টীকাকারদিগের মত আলোচনা করা হইয়াছে তদনুসারে অধিকাংশ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে প্রথম রজোদর্শনেই গর্ভাধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে যেসকল বিদ্বান ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক প্রথানুসারে ও ইতিহাসের সাহায্যে ও প্রত্নতত্ত্বাদি বিষয়ক আলোচনা করিয়া থাকেন তাঁহারা বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাঁহারা বলেন যে পণ্ডিতেরা এবং তাঁহারা উভয়েই হিন্দু ঋষিদিগের যে সকল ব্যবস্থা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার অক্ষরার্থ এবং মর্ম্ম এই উভয় অনুসারেই গর্ভাধান কেবল যে প্রথম ঋতুতে না করিলে চলে তাহা নহে, ঐ সকল ব্যবস্থা সরল ভাবে যথাবিধি প্রতিপালন করিতে হইলে স্বামীর ২৫ বৎসর ও স্ত্রীর ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মাননীয় শ্রীযুত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুরের আদেশ ক্রমে কলিকাতার প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগের মত লইয়া এবং তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীসার এলফ্রেড্ ক্রফট সাহেব যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছেন, ডেকান্ কলেজের ডাক্তার আর, জি, বান্দরকর, 'এনসেণ্ট ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থের লেখক বাঙ্গালা দেশের সিবিল সার্বিসের আর্ সি দত্ত মহাশয়, হিন্দু আইন সম্বন্ধে যাঁহাকে প্রামাণিক লেখক বা গ্রন্থকার বলিয়া সকলে স্বীকার করেন সেই মান্যবর বিচারপতি কে, টি, টেলাঙ্ প্রভৃতি বিশ্বাসযোগ্য জগদ্বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞগণ এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রত্যেকে স্বাধীন ভাবে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মান্যবর শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুর সার এলফ্রেড ক্রফট সাহেবের রিপোর্ট সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে এই বাদানুবাদ এবং অন্যান্য বাদানুবাদের স্থলে কোন মত বিশেষের সমর্থন জন্য যে বচন উদ্ধৃত করা হয়, সমস্ত প্রসঙ্গের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া গ্রন্থকারের মর্ম্মের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া এবং সঙ্কোচকারী বা স্থলবিশেষে বিরোধী বচনের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবলমাত্র সেই বচনের উপর নির্ভর করা কত ভয়ানক তাহা গবেষণার ছটাসহকারে এই রিপোর্টে দেখান হইয়াছে। একথা যে ঠিক্ তদ্বিষয়ে আমার বোধ হয় এই সভা আমার সহিত নিশ্চয়ই একমত হইবেন। ঐ রিপোর্ট পাঠ করিয়া মান্যবর সভ্যেরা যে সার্

এলফ্রেড ক্রফট সাহেবের সমালোচনায় নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরতা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। এই সমস্ত বিদ্বান ব্যক্তি যে সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থকারের মত আলোচনা করিয়াছেন তদনুসারে ইহা স্পষ্ট বোধ হয় যে প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান অবশ্য করণীয় এরূপ স্পষ্ট আদেশ হিন্দু শাস্ত্রে নাই। বরং পক্ষান্তরে এই সমস্ত গ্রন্থকারদিগের কাহার কাহার মতে (এবং রঘুনন্দন নিজে তাঁহাদের মধ্যে একজন) ঋতুদর্শন ছাড়া স্ত্রীর বয়স ১৬ বৎসর হওয়া চাই নতুবা যথাবিধি গর্ভাধান হইতে পারেনা। অতএ আমি এই বিষয়ে এই কথা ছাড়া অন্য কথা বলিয়া সভার সময় নষ্ট করিবনা। এই বাদানুবাদ উপলক্ষে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাদেব যথার্থ অর্থবোধের নিমিত্ত (সার এলফ্রেড ক্রফ্‌ট সাহেব আমাদিগকে যেরূপ সতর্ক করিয়া দিয়াছেন তদনুসারে) ইহা মনে রাখিতে হইবে যে উহাদের সকল গুলির মধ্যেই রুগ্ন বা অল্পায়ু পুত্র নয় অর্থাৎ যে পুত্র পিতার পারলৌকিক উপকার করিতে পারিবে এরূপ পুত্র উৎপাদন করিতে হইবে এই মূল সূত্র নিহিত আছে। এই মূলসূত্রটী মনে রাখিলে ইহা বোধ হইবে যে স্ত্রীর প্রথম রজোদর্শনে গর্ভাধান করিলে শাস্ত্রেব মর্ম্ম প্রতিপালিত হয় এরূপ বলা বড় অন্যায়। যে বচনে গর্ভাধান করিবার সময়ের নির্দেশ আছে সেই বচনকে যে বচনে স্ত্রী সহবাসের বয়স স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই বচনের অধীন করিয়া বুঝা উচিত এইরূপ বিবেচনা করাই বোধ হয় অধিকতর যুক্তি সঙ্গত। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সহবাস ক্রিয়াকে পবিত্র করাই গর্ভাধান সংস্কারের একমাত্র উদ্দেশ্য '।

আমি অন্যান্য যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তির নাম করিয়াছি তাঁহারাও ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ঐ বিষয়ে ডাক্তার বান্দরকর যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তিনি তাহার এই রূপ সার সংক্ষেপ করিয়াছেনঃ—

'৫। ১৬ বৎসর বয়সের পুর্ব্বে কোন বালিকা সবলকায় সন্তান প্রসব করিতে সক্ষম হয় না হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রের এই মতের উপর বোধ হয় ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের দৃষ্টি ছিল। এবং গর্ভাধান করিতে বিলম্ব করা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহা ইহা হইতে দঢ়ীকৃত হইতেছে।

'৬। পিতার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে এরূপ পুত্র উৎপাদন করাই ঋষি ব্যবস্থাপকদিগের এক মাত্র উদ্দেশ্য ও এবং অল্প বয়সে গর্ভাধান করিলে স্ত্রী বন্ধ্যা হয় ও দুর্বল ও রুগ্ন সন্তান প্রসব করে বলিয়া ঐরূপ গর্ভাধান তাঁহাদের প্রকৃত অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ। অতএব বোধ হইতেছে যে বালিকা পূর্ণাবয়বা হইলেই গর্ভাধান করা উচিত এই মতের সহিত তাঁহাদের প্রকৃত অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।'

স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ হিন্দুমাত্রেই নিজের ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ অতি প্রাচীন কালের রচিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং যখন প্রাচীন ভারতে যৌবন বিবাহ প্রচলিত ছিল তখন ১২ বৎসরের কম বয়স্ক বালিকাদিগের গর্ভাধানের অনুকূলে প্রমাণের জন্য ঐ সমস্ত প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে অনুসন্ধান করা অত্যন্ত অসঙ্গত।

আমি প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি যে অন্যান্য লোকের ন্যায় সার এলফ্রেড ক্রফট সাহেব ও স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন যে গর্ভাধান প্রথম ঋতুতে করিতে হইবে এই মর্ম্মের একটী বচনও এমন কি রঘুনন্দন হইতে ও উদ্ধৃত করিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে রঘুনন্দন তাঁহার জ্যোতিস্তত্ত্ব নামক যে গ্রন্থে সকল প্রকার ধর্ম্মকার্য্য যে সময়ে করিতে হইবে তাহাব বিধি আছে সেই গ্রন্থে পূর্ণ ষোড়শ বৎসরই বালিকার পক্ষে গর্ভাধানের উপযুক্ত বয়স এই রূপ স্থির করিয়াছেন। তথাপি এই বাদানুবাদের প্রারম্ভে এই পাণ্ডুলিপির মধ্যবঙ্গের বিপক্ষগণ রঘুনন্দনকেই আপনাদের চুড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন। এবং আমাদিগকে তখন এই কথা বলা হইয়াছিল যে যতদিন পর্য্যন্ত রঘুনন্দনের, মতাবলম্বিরা তাঁহার মত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন ততদিন রঘুনন্দনের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ তাহা দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই। সেই সমস্ত বিপক্ষগণ তাহার পর তাঁহাদের মত কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং রঘুনন্দনকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থকারের উপর নির্ভর করিতেছেন ও তাঁহাদের মত উদ্ধৃত করিতেছেন। আমি যে সকল বিদ্বান ব্যক্তির নাম করিয়াছি তাঁহারা এই সমস্ত গ্রন্থকারের মতের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমালোচন করিয়াছেন।

পাণ্ডুলিপির বিপক্ষগণ তাঁহাদের নিজের ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর স্থাপিত আচার ব্যবহারের উপর ইদানী অপেক্ষাকৃত অধিক নির্ভর করিয়াছেন এবং এইরূপ

করিয়া প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান অবশ্যকরণীয় এই মতের প্রতিকূলে প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের যে সকল ব্যবস্থা আছে প্রকারান্তরে তাহার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা এইরূপ তর্ক করিতেছেন যে ব্যবস্থাপক সভা এই ধর্ম্মবিশ্বাস অতিক্রম করিয়া যাইতে অধিকারী নহেন বরং উহা মান্য করিতে বাধ্য। 'হিন্দু আইন ও হিন্দুআচার কর্ত্তৃক অনুমোদিত নহে' তাঁহারা এমন কোন মত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন এবং তাঁহারা বিশেষ আগ্রহ সহকারে বলেন যে প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা 'বৈদিকসময়ের সুদীর্ঘ পুরুষ' দিগেব নিমিত্ত ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন বর্ত্তমান কলিযুগের ''বামন' দিগের জন্য করেন নাই। এই সকল বামনদিগকে ঐ সকল সুদীর্ঘ পুরুষের সহিত এক শ্রেণীতে ফেলিলে চলিবে না। ইহাঁদিগকে (অর্থাৎ বামনদিগকে) মধ্যকালের গ্রন্থকাবদিগের মত এবং সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাদের নিজের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আচার এবং দৃঢ়ীকৃত অভ্যাসের অনুসরণ করিতে হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে স্ত্রীসহবাস সম্বন্ধে ঐ সমস্ত আচার এবং দৃঢ়ীকৃত অভ্যাস কিরূপ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে? ইহাঁরা বলেন যে বিবাহের পরে দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাত্রি হইতে স্বামি ও স্ত্রী এক বাড়ীতে থাকিলে বালিকাস্ত্রীকে অবশ্য অবশ্য স্বামির সহিত এক বিছানায় শুইতে হইবে। এবং তাঁহারা যখন বলেন যে স্বামিব পরিবারের রীতি নীতি শিক্ষার নিমিত্ত বালিকাস্ত্রীকে সর্ব্বদা স্বামির পরিবারের সহিত বাস করিতে হয় তখন স্বামি ও স্ত্রী যে সর্ব্বদাই এক বাড়ীতে থাকে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা একথাও বলেন যে ঐরূপে এক শয্যায় শুইয়া রাত্রি যাপন করায় দোষেব লেশ মাত্রও নাই, অল্পবয়স্ক স্ত্রী পুরুষের এইরূপ একত্র সহবাস ইউরোপ প্রভৃতি পশ্চিম দেশের বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষের একত্র সম্মিলনের ন্যায় মনোহর, অল্প বয়স হইতে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর মেশামিশি অত্যন্ত আবশ্যক কারণ তাহা না হইলে বিবাহের মূল উদ্দেশ্যেই বাধা পড়ে। এবং সর্ব্বশেষে তাঁহারা অতি গম্ভীর ভাবে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে যখন আচারনিষ্ঠ পরিবারের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী দিবাভাগে একত্র দেখাশুনা করিতে পারেনা তখন রাত্রি ব্যতীত আর কোন সময়ে তাহাদের পরস্পর মিলন হইতে পারে। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আচার ব্যবহারের নামে যাহা ঘটে তাহার এইরূপ ও অন্য প্রকার সুস্পষ্ট বর্ণনার পর, তাঁহারা

বোধ হয় গম্ভীরভাবেই আমাদিগকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন যে একত্র শয়ন ও সহবাস যে এক কথা ইহা ধরিয়া লইবার হেতু কি? তাঁহারা বলেন যে ঋতুর পূর্ব্বে স্ত্রী সহবাসের যে দোষশ্রুতি আছে তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই যে কার্য্যতঃ ঐ দোষশ্রুতিতে কোন ফল হয় কি? কার্য্যত যে উহাতে কোন ফল হয় না এ কথার যে সুবিস্তর প্রমাণ আছে তাহা ছাড়া আমি কেবল পাণ্ডুলিপির একজন প্রধান বিপক্ষ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির মত উদ্ধৃত করিব। তিনি এই দোষশ্রুতি লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ্য ভাবে বলিয়াছেন যে 'ঋতুর পূর্ব্বে স্ত্রীসহবাস প্রথা যে অত্যন্ত পাপজনক তাহা হিন্দু সমাজ বিশ্বাস করেন না এবং এই নিমিত্তই হিন্দুদিগের অবনতি হইয়াছে'।

অতএব ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান করণরূপ হিন্দু আইন বা আচার মান্য করিলে বালিকা স্ত্রীসকল (অন্ততঃ বাঙ্গালা দেশের বালিকা স্ত্রীসকল) প্রায় বিবাহের দিন হইতেই যে অতি জঘন্য কার্য্যে বা ব্যবহারে রীতিমত নিয়োজিত হয় প্রকারান্তরে তাহার অনুমোদন করা হয়। ঐ ব্যবহার বা কার্য্য এরূপ যে উহা হইতে অবশ্যই অসহায় বালিকাদিগের অস্বাভাবিক ভাবে উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে ঋতু প্রভৃতি যৌবন চিহ্নের আবির্ভাব হয় ও প্রাণনাশক ও স্বাস্থ্যের পক্ষে নিশ্চয় হানিকর কার্য্য ঘটে।

আর একটী প্রকৃত ঘটনার কথায় মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। কথাটী এই যে এই যে বাঙ্গালা প্রদেশে গর্ভাধান বিষয়ক তর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, এই বাঙ্গালা প্রদেশে গর্ভাধান সম্বন্ধে বাস্তবিক আচার কিরূপ? গর্ভাধান প্রথা বাঙ্গালার সকল স্থানেই প্রায় উঠিয়া গিয়াছে ও এই নগরীতে এই পাণ্ডুলিপির যে সকল প্রধান আপত্তিকারী আছেন তাঁহাদের প্রায় সকলেরই পরিবার হইতে উহা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। গত দুই মাসের মধ্যে এই মর্ম্মের অসংখ্য চিঠি শিক্ষিত ও পদস্থ হিন্দু ভদ্রলোকদিগের স্বাক্ষরে কলিকাতার দেশীয় সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যে বলেন যে 'কলিকাতা ও কলিকাতার বাহিরে শতকরা প্রায় ৯৮টী হিন্দু পরিবারের মধ্যে এই গর্ভাধান প্রথা কেহ জানেনা সুতরাং কখনই অনুষ্ঠিত হয় না এবং জনসাধারণের মধ্যে কেহ এই প্রথার কথা শুনেই নাই এবং এই দুই শ্রেণীর মধ্যে এই প্রথার পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম ও সভ্যতার চক্ষে তুল্যরূপে ঘৃণিত ও লজ্জাকর

কতক গুলি স্ত্রী আচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে' একথা আমাদের নিকট যে প্রমাণ আছে তদ্দ্বারা অক্ষরে অক্ষরে সমর্থিত হয়। একজন পুরোহিত সার এলফ্রেড্ ক্রফট সাহেবকে বলিয়াছেন যে ' তিনি যদি গড়ে ৩০টী বিবাহ দিয়া থাকেন ত একটী মাত্র গর্ভাধান সম্পন্ন করাইয়াছেন'। কেবল দ্বিজ নামক উচ্চ বর্ণের হিন্দুদিগের নিমিত্ত এই সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রথার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং সমস্ত হিন্দু জাতির মধ্যে দ্বিজের সংখ্যা অত্যল্প মাত্র' এই কথা মনে করিলে এই শতকরা হার একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। এত অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে যতগুলি স্থলে ১২ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এই প্রথার অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা সম্ভব তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে বালিকাস্ত্রীকে অসময়ে স্বামীর সহিত একত্র শয়নে বাধ্য করা রূপ যে প্রথাটী বাঙ্গালা দেশের বাহিরে কেহ জানে না এবং আছে বলিয়া স্বীকার করে না যদি সেই প্রথাদ্বারা শীঘ্র বা উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে ঋতুর আবির্ভাব করা না হয় তাহা হইলে ঐসকল স্থলের সংখ্যা একেবারে লোপ না হইলেও নিশ্চয়ই আরও অল্প হইয়া যাইবে। তথাপি আমাদিগকে এইরূপ বিশ্বাস করিতে বলা হইতেছে যে সে দিবস যে অসংখ্য হিন্দু দলে দলে কলিকাতার ময়দানে গিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই গর্ভাধান প্রথার প্রতি অকপট বিশ্বাস দ্বারা উত্তেজিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে গুজরাট, কাটিবার, সিন্ধুদেশ, পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ঐ প্রথা কার্য্যতঃ কেহই জানে না। যদি উহা ভারতবর্ষের কোন স্থানে সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত হয় তবে দাক্ষিণাত্য ও মান্দ্রাজে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ঐ সকল স্থানেও উহা অনেক সময় প্রথম ঋতুতে আচরিত হয় এবং অনেক সময় হয় না, এবং উহা প্রথম ঋতুতে করা আবশ্যক এই যে মতের উপর এক্ষণে বাঙ্গালা দেশে এখন এত জোর করা হইতেছে এই মত স্বীকৃত হয় না' সম্প্রতি এ বিষয়ে রাজা সার টি, মাধব রাও এর মতের সাধারণতঃ যথার্থ বর্ণনা করা হয় নাই। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন যে, রজোদর্শনের পর ১ বৎসর কি ২বৎসর পর্য্যন্ত গর্ভাধান স্থগিত রাখা যাইতে পারে। এবং শাস্ত্র আচার ও সহজজ্ঞান ঐরূপ করিতে নিষেধ করে না।' আমি রাজার নিজের কথা উদ্ধৃত করিলাম। একথা সত্য যে বাঙ্গালা দেশে যে আন্দোলন

হইতেছে তদনুকরণে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কতকগুলি সভায় কলিকাতার যুক্তি এই প্রথমবার গৃহীত হইয়াছে। ১৮৮৬ সালে বোম্বাইয়ে মাধাও বাগ নামক স্থানে যাঁহারা প্রকাশ্য সভা করেন তাঁহাদের এবং ঐ বৎসরের শরৎকালে পুনানগরের শাস্ত্রী ও পণ্ডিতদিগের যে ডেপুটেশন লর্ড রিএ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন সেই ডেপুটেশনের এই তর্কের কথা মনে হয় নাই। কিন্তু মালাবারির প্রার্থনার উত্তরে বোম্বাইয়ের এক্‌জিকিউটিব কৌন্সিলের সভ্য মৃত সর ম্যাক্‌স্‌ওয়েল মেলভিল্‌ সাহেব গবর্ণমেণ্ট সম্মতির বয়স বাড়াইতে পারেন বেসরকারিভাবে এই যে কথা বলিয়াছিলেন এই কথা শুনিয়া ভয়ক্রমেই ঐ দুই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথার উপর আমার বক্তব্য শেষ করিবার পূর্ব্বে এই ব্যবস্থা যে কোনমতেই হিন্দুধর্ম্মের প্রতিকূল নহে আমাদের এই মতের অনুকূলে আমরা ভারতবর্ষের হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠার প্রধান প্রধান স্থান হইতে যে সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার প্রতি আমাকে এই সভার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেই হইবে। ভারতবর্ষের সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তস্থিত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মহারাজা, রাজপুতানার মধ্যস্থিত জয়পুর রাজ্যের মহারাজা এবং মান্দ্রাজের উত্তরপূর্ব্বস্থিত বিজিয়ানগ্রামের মহারাজার ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুসম্প্রদায় সমূহের নেতাদিগের পত্রে ও লিখিত প্রবন্ধাদিতে ঐ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে এই কথা বলেন :—

"মনুষ্যজাতির উপর অতিভীষণ অত্যাচার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট উদাসীন থাকিবেন ইহা নিজের সম্প্রদায়ের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী কোন হিন্দুই মনে করেন না। এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে উহা হিন্দুদিগের সাধারণ ধর্ম্ম বিশ্বাসের অবমাননা স্বরূপ বিবেচিত হইবে এই আশঙ্কা কাল্পনিক ও উহার কোন মূল নাই। এমন বিষয়ই নাই যাহা হিন্দুরা অন্ততঃ নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুরা একটু কষ্ট কল্পনা করিয়া ধর্ম্মের সহিত যোগ করিতে না পারে।"

জয়পুরের মহারাজা এই আইন 'অত্যন্ত আনন্দের সহিত' সমর্থন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রাজসভার সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতদিগের মত গ্রহণ করিয়া

আপনার রাজ্যে বালিকাদিগের বিবাহের বয়স ১৪ বৎসর করিয়াছেন। মহারাজের মতে বয়সের একটী সীমা নির্দেশ করা অত্যন্ত আবশ্যক। তিনি, এই কথা বলেন ঃ—

"বিকটাকার শিশু সন্তানের ন্যায় অতিশীঘ্র ও অপ্রাকৃতিক ভাবে অবয়ব বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। কিন্তু ওরূপ ঘটনা বড বিরল। সুতরাং ঐরূপ ঘটনা নিবন্ধন সম্মতির বয়স ১২ বৎসর করিবার পক্ষে কোন বাধা হওয়া উচিত নহে। বয়সের ঐ সীমা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত ও উহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না।,,

অতি অল্প কাল মাত্র প্রকাশিত একখানি পুস্তিকায় বিজিয়নগ্রামের মহা-রাজা এই পাণ্ডুলিপির অনুমোদন করিয়া এই কথা লিখিয়াছেন ঃ—

"যখন কেবল অল্প কতকগুলি হিন্দুব নিমিত্ত নয় ফলতঃ বর্ত্তমান ও ভবিষ্য বংশীয় সমস্ত হিন্দু জাতির হিতের নিমিত্ত গর্ভাধান বিলম্বে করিবার ব্যবস্থা হইতেছে তখন যে ঐরূপ বিলম্বে করায় অনুমাত্রও পাপ হয় ইহা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে আমি সকল জাতীয় এবং সকল ধর্ম্ম মতাবলম্বী সকল লোককে স্পর্দ্ধা সহকারে আহ্বান করিতেছি।

যে বয়সে গর্ভাধান করিলে শারীরিক ক্ষতি হয় এদেশের স্ত্রীলোকের অজ্ঞাতা বশত সেই বয়সে গর্ভাধান কবিতে দেয়। এই পাণ্ডুলিপি উহাদিগকে ঐ বিষয়ে অব্যাহতি দিবার নিমিত্ত অভিপ্রেত। এবং মনুষ্য জাতির শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করিলে এবং যে হিন্দুদিগের সম্বন্ধে এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই হিন্দুদিগের-শারীরিক অবস্থা বিশেষভাবে বিবেচনা করিলে কেহই এমন কথা বলিতে পারেন না যে ঐ রূপ অব্যাহতি দান শাস্ত্রের মর্ম্ম বা অক্ষরার্থ অনুসারে অনুমাত্র ও পাপজনক, একথা আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি। অজ্ঞতাবশতঃ এই শব্দে কেবল শারীরিক নিয়ম সমূহের অজ্ঞতা বুঝি না স্ত্রীলোকদিগেব নিজের ধর্ম্মের মর্ম্ম ও অক্ষরার্থের অজ্ঞতাও বুঝি।"

রাজা মুরলি মনোহর নামক দাক্ষিণাত্যের হাইদরাবাদের এক জন স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ প্রধান হিন্দু ওমরাহ সহবাসের বয়স ১৪ বৎসব করিতে বলিতেছেন। কাশীর রাজকীয় বিদ্যালয়ের হিন্দু দর্শনের অধ্যাপক এবং তত্রস্থ পণ্ডিতদিগের বিদ্যানুশীলন সভার সভাপতি পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রীও আনন্দ সহকারে

প্রস্তাবিত আইনের সমর্থন করিয়াছেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রী সম্পূর্ণ পরিপক্কতা ও শারীরিক বিকাশ প্রাপ্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত গর্ভাধান ক্রিয়া স্থগিত রাখা অত্যন্ত আবশ্যক এই মতের অনুকূলে হিন্দু আইন হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। লাহোরে এই পাণ্ডুলিপি সমর্থন করিবার জন্য যে প্রকাশ্য সভা হয় তাহাতে ঐ নগরের যে সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তি যোগ দান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সনাতন ধর্ম্ম সভা, সিংহ সভা এবং আর্য্য সমাজের ন্যায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও ক্ষমতাশালী দলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এখানে ইহা ও বলা যাইতে পারে যে কোন আচার বা রীতি একটী বা দুই একটী শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা সমর্থন করিতে পারা যায় বলিয়া ভারতবর্ষের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিতদিগের অধিকাংশেরই অভ্যাস এই যে, যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উপস্থিত স্থলে প্রয়োজনে লাগিতে পারে বা তাঁহাদের মুরুব্বিদিগের ইচ্ছার অনুকূল বা সুবিধাজনক হয় তাহারা সেই সকল বচনই খুঁজিয়া বাহির করেন ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ঐ সকল পণ্ডিতদের মধ্যে একজন সার এলফ্রেড ক্রফট সাহেবকে বলিয়াছেন যে তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা এই পাণ্ডুলিপি ভাল এবং মন্দ এই দুই কথাই প্রতিপন্ন করিতে পারেন। এই রূপ অভ্যাসের উদাহরণ স্বরূপ, আমি এই কথা বলিতেছি যে এই শ্রেণীর বিদ্বান ব্যক্তিদিগের একজন যাঁহার উপাধি মহামহোপাধ্যায় এবং যিনি বোম্বাইয়ের প্রধান গবর্ণমেণ্টে কলেজে হিন্দু সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত, তিনি ঐ প্রেসিডেন্সীর দেশীয় সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত এক পত্রে গর্ভাধান যুক্তির অনুকূলে গৌতম ঋষির নাম দিয়া এই মর্ম্মে এক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যে 'অনিবার্য্য ইচ্ছা বশত আকুল যে ব্যক্তি সংসর্গের জন্য সে ৮ বৎসরের বালিকার নিকট ও গমন করিতে পারে। কারণ গমন না করিলে যে ক্ষয় হয় (সে ক্ষয় কি তাহা আমি বলিতে পারিব না) তদ্ধেতু 'সহস্র সহস্র পরিবারের হীনতা ঘটিয়া থাকে'। বাঙ্গালাদেশে যে বাল্যসংসর্গের এত আদর এই বচন সেই বাল্যসংসর্গের সম্পূর্ণ অনুকূল। এবং ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে যে অকালসংসর্গপ্রথা প্রচলিত আছে বোধ হয় যে এই গৌতম বচন বিবেচনায় তাহা অধর্ম্মজনক বলিয়া পণ্ডিত তর্কচূড়ামণির দুঃখ করিবার কারণ নাই। এবং পক্ষান্তরে এই বচন বিবেচনায় এবিষয়ে ব্যবস্থাপ্রণয়ন কার্য্য পরিত্যাগ করিতে এমন কি

দণ্ডবিধির আইনের যে বর্ত্তমান ব্যবস্থা দ্বারা স্বামীর অত্যাচার হইতে বালিকারা কথঞ্চিৎ পরিমাণে রক্ষিত হয় হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিয়া সেই ব্যবস্থা পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিতে এই সভাকে অনুরোধ করা যাইতে পারে।

গর্ভাধান যুক্তির সমর্থনের নিমিত্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ১৮৫৮ সালের ঘোষণাপত্রেরও দোহাই দেওয়া হইয়াছে। ঐ রূপ দোহাই দেওয়া ঠিক হইয়াছে বলিয়া নহে কিন্তু অনেক সময়েই হিন্দুধর্ম্মের নাম করিয়া অন্যায় আচারের সমর্থনের নিমিত্ত অসম্মানসূচক ভাবে ঐ অমূল্য ঐতিহাসিক দলিলখানির উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া ঐ কথা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। আমার বোধ হয় যে ঘোষণাপত্রের সর্ব্বদা যে অপব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহা একবার ভাল করিয়া দেখাইয়া দেওয়া উচিত এবং এই পাণ্ডুলিপির ভার-*প্রাপ্ত মান্যবর সভ্য তাহা দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমি* আনন্দিত হইয়াছি। এই ঘোষণাপত্র নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের প্রথম ম্যাগনা কার্টা (অর্থাৎ, বড় দলিল্) কারণ উহাই সর্ব্ব প্রথমে রাজা ও প্রজাকে যেন পরস্পরের সম্মুখীন করে এবং উহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া উহাদিগকে একত্র বদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। উহা একটী ঐতিহাসিক যুগের স্মারকলিপি মাত্র। নতুবা উহাতে কোন নূতন নীতি নাই অথবা এমন কোন নীতির অবতারণা করা হয় নাই যাহা মান্যবর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ১০০ বৎসরের অধিক কাল ব্যাপী ইংরাজ রাজত্ব কালে বারম্বার বা স্পষ্ট ভাবে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই বা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। ঐ ঘোষণাপত্রে যে যে বিষয়ের কথা আছে তৎসম্বন্ধে উহাকে ঐ নীতির অতি পরিষ্কার ভাষায় লিখিত সারসংক্ষেপ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবেক। উহাতে এমন কিছুই নাই যাহা হইতে এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে যে ধর্ম্মশাস্ত্রের স্পষ্ট বচন বা চিরাগত প্রথা কোন অত্যাচারের অনুকূলে উল্লেখ করিতে পারা গেলে গবর্ণমেণ্টের ঐ অত্যাচার হইতে নিজের প্রজা-দিগকে রক্ষা করিবার অধিকার লোপ হইয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ ইহা বলা যাইতে পারে যে ঐ ঘোষণাপত্র বাহির হইবার পূর্ব্বে ও পরে গবর্ণমেণ্টে অনেক স্থলে প্রজাদিগকে ঐরূপ অত্যাচার হইতে

রক্ষা করিবার অধিকার পরিচালন করিয়াছেন। দেবতার মানসিক দিবার অনুরোধে সুন্দরবন ও সাগরদ্বীপে সন্তান নিক্ষেপ করিবার যে নিষ্ঠুর প্রথা ছিল গত শতাব্দীর শেষ ভাগে তাহা বন্ধ করা হইয়াছিল এবং ১৮৫৮ সালের ঘোষণাপত্রের দুই বৎসর পরে যে দণ্ডবিধির আইন প্রণয়ন করা হয় তাহার ৩১৭ ধারায় ঐ সকল অপরাধের নিমিত্ত শাস্তির বিধান আছে। ১৭৯৫ সালে কাশী প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণদিগের কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুর ও আইনবহির্ভূত কুর্চ প্রথার আইন দ্বারা নিষেধ করা হয়। কাশীর ব্রাহ্মণেরা প্রাণদণ্ড হইতে যে অব্যাহতি পাইতেন ১৮১৭ সালে তাহা রহিত করা হয়। ব্রাহ্মণেরা সাধারণত যে ধর্না প্রথার আশ্রয় লইতেন তাহা ১৮২৬ সালে অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা ও ১৮৪৩ সালে দাসত্ব প্রথা রহিত করা হয়। কিন্তু এই সকল প্রথার প্রত্যেকটী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও চিরাগত ব্যবহারমূলক ছিল। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের যে নিয়ম অনুসারে ঐ দুই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলে বিষয়াধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইত তাহা ১৮৩২ সালে বঙ্গদেশে রহিত করা হয়। বঙ্গদেশের হিন্দুরা তখন ঐ নূতন আইনে নীরবে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ১৮৫০ সালে যখন ঐ আইন ভারতবর্ষের অবশিষ্ট স্থানে প্রচার করা হয় তখন বাঙ্গালা দেশ ধর্ম্ম গেল বলিয়া মান্দ্রাজের চীৎকারে যোগ দান করিয়াছিল এবং ঐ আইনের বিরুদ্ধে পার্লেয়ামেণ্টে পর্য্যন্ত দরখাস্ত পাঠাইয়াছিল। মুসলমানেরা কিন্তু ঐ বিষয়ে উদাসীন ছিল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ১৮৫৬ সালে যখন এই সভায় বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক আইন পাস হয় তখনও সর্ব্বত্র এবং বেশী মাত্রায় বঙ্গদেশে ধর্ম্ম গেল বলিয়া চীৎকার করা হইয়াছিল এবং এখনকার ন্যায় তখনকার বাদানুবাদেও রঘুনন্দনের কথিত শাস্ত্র ব্যাখ্যা লইয়া এইরূপ প্রকাশ্য ও নীচ অভিনয় করা হইয়াছিল। নীচ অভিনয় করা হইয়াছিল এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে যে মান্যবর সভ্য বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছিলেন তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন যে রঘুনন্দন বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহার নিজের বিধবা কন্যা পুনর্ব্বার বিবাহ করে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যে দণ্ডবিধির আইন ঘোষণাপত্র বাহির হইবার দুই বৎসর পরে ১৮৬০ সালে বিধিবদ্ধ হয় সেই আইনে ১০ বৎসরের কম বয়স্ক বালিকার সহিত তাহার স্বামীর সংসর্গ বলাৎকার বলিয়া গণ্য। কিন্তু এক্ষণে যে চিহ্ন যৌবনোদ্গমের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ বলিয়া বলা হইতেছে সে চিহ্ন কখন কখন ১০ বৎসরের পূর্ব্বে ও প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে হিন্দু ধর্ম্মের যে অতিক্রমের কথা বলা হইতেছে তাহা প্রকৃতপক্ষে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৬০ সালে ঘটিয়াছে। কিন্তু তখন আমরা এ রকম কোন কথা শুনি নাই এবং বিপক্ষগণ এখনও ১৮৬০ সালের আইন উঠাইয়া দিতে বলিতেছেন না। ১৮৬৬ সালে বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভা এই মর্ম্মে এক আইন বিধিবদ্ধ করেন যে হিন্দুর পুত্র, হিন্দুর পৌত্র এবং যে সকল হিন্দু বিধবা বিবাহ করিয়াছেন তাঁহারা যথাক্রমে তাঁহাদের মৃত পিতা, মৃত পিতামহ ও বিধবার মৃত স্বামীর যত বিষয় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রকৃত পক্ষে পাইয়াছেন তাহাদের দেনার ও সেই পরিমাণ অংশ দিবেন তাহার অধিক দিবেন না। বোম্বাইয়ের পণ্ডিতেরা হিন্দুদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আইনের যে রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন সেই ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ প্রতিকূলে এবং যুক্তি ও ন্যায়ের অনুরোধে এই আইন পাস করিতে হইয়াছিল। পণ্ডিতদিগের ঐ ব্যাখ্যানুসারে তৎকাল পর্য্যন্ত ইংরাজ আদালত সমূহকে অগত্যা লোকের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিতে হইত। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পুত্র প্রভৃতিরা বিষয় অধিকার করুক্ বা না করুক্ যদি কড়ায় গণ্ডায় পিতৃ ঋণ শোধ না করে তাহা হইলে ঋণগ্রস্থ মৃত পিতৃলোক স্বর্গে স্থান পান না। তথাপি লোকে ঐ আইন পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিল। এবং ঐ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর হইতে একাল পর্য্যন্ত ভাল হিন্দুরা উহার ফল সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়াছেন ও নিজের টাকা বাঁচাইয়াছেন। এক্ষণে প্রস্তাবিত আইন বালিকাস্ত্রীর বয়স ১২ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে উহাদের সংসর্গ হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করিবে বলিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের এমনি অবমাননা হইয়াছে যে তাঁহারা তাহা আর সহ্য করিতে পারেন না।

ঘোষণাপত্রে কি আছে আমি তাহা এক্ষণে সংক্ষেপে পরীক্ষা করিব। এই পাণ্ডুলিপির বিপক্ষদিগের মতে ঘোষণাপত্রের যে অংশ অনুসারে

এই সভার এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ করিবার অধিকার নাই সে অংশটি এই ঃ—

"যাঁহারা আমাদের অধীনে ক্ষমতা পাইবেন তাঁহাদের সকলকে আমরা বিশেষ করিয়া আদেশ করি যে তাঁহারা যেন আমাদের প্রজাদের কাহারও ধর্ম্ম বিশ্বাস বা ধর্ম্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিতে বিরত থাকেন। অন্যথা তাঁহারা আমাদের বিশেষ বিরক্তিভাজন হইবেন।"

ঘোষণাপত্রের এই অংশের অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে উহার প্রায় অব্যবহিত পূর্ব্বে যাহা আছে তাহার সহিত উহা পড়িতে হইবে। সেই অংশ শ্রীশ্রীমতী মহারাণী এই কথা বলেন :—

'খৃষ্ট ধর্ম্মের সত্যতার উপর দৃঢ়রূপে নির্ভর করিয়া আমরা আমাদের প্রজাদের কাহারও উপর আমাদের নিজের ধর্ম্ম বিশ্বাস চালাইবার ইচ্ছা এবং অধিকার এই উভয়ই পরিত্যাগ করিতেছি।"

অতএব পূর্ব্বে যে আদেশের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার স্পষ্ট উদ্দেশ্য এই যাহাতে মহারাণীর সরকারি কার্য্যকারকেরা ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করিতে বিরত থাকেন অর্থাৎ যাহাতে তাঁহারা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজাদের উপর খৃষ্ট ধর্ম্ম চালাইতে বিরত থাকেন তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে সতর্ক করা। এবং গবর্ণমেণ্ট যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা রূপ প্রশস্ত নীতির দৃঢ়রূপে অনুসরণ করিতে কৃত নিশ্চয় আছেন তদ্বিষয়ে যদি কোন সন্তোষজনক প্রমাণের আবশ্যকতা থাকে তাহা হইলে এই সন্তোষজনক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে যে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের একজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী এই নীতির বিরুদ্ধে অপরাধী বলিয়া প্রমাণ হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট কোন ওজর আপত্তি না শুনিয়া তাঁহাকে একেবারে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছেন।

ঐ ঘোষণাপত্রের যে অংশে এই কথা আছে যে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ভারতবর্ষীয় প্রজাবর্গের সকলকে আইনদ্বারা সমভাবে ও নিরপেক্ষভাবে রক্ষা করিতে বাধ্য, এবং উহার যে অংশে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে 'আইন করিবার ও তদনুসারে কার্য্য করিবার সময় সাধারণত ভারতবর্ষীয়দিগের প্রাচীন অধিকার ও আচার ব্যবহারের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখা হয়' লোকে সেই ২ অংশের প্রতি দৃষ্টি করিলে ভাল হয়।

১৮৬১ সালে (অর্থাৎ ঘোষণাপত্র বাহির হইবার ৩ বৎসর পরে) বিলাতের পার্লেমেন্টে ভারৎবর্ষের কৌন্‌সিল বিষয়ক যে আইন পাস হয় তাহার ১৯ধারায় শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজাদিগের যে কোন শ্রেণীর ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অধিকার বা আচারের যাহাতে ব্যত্যয় হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থার অবতারণার নিমিত্ত অনুমতি দান করিতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবকে স্পষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

অতএব আমি বিবেচনা করি যে বালিকাদিগকে জীবন ও শরীরের সম্ভাবিত হানি হইতে আইনদ্বারা সমান ও অপক্ষপাত ভাবে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়াই গবর্ণমেন্ট পূর্ব্বোক্ত আদেশ গুলি যথাযথ অনুসরণ করিয়া প্রস্তাবিত আইন প্রণযন করিতেছেন। এবং কেবল সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশে গবর্ণমেন্টের নিকট যে কয়েকটী প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহাতে বালিকাদিগকে দণ্ডনীয় হয এমন আঘাত বা বলপ্রয়োগ হইতে রক্ষা করিবার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হয নাই বলিয়া সেই প্রস্তাব গুলি গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। মহিমবর আপনি এই পাণ্ডুলিপিখানি উপস্থিত করিবার সময় একথাটী উত্তম করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

এসম্বন্ধে পাণ্ডুলিপির বিপক্ষগণের আর একটি যুক্তির উল্লেখ করিব। তাঁহারা বলেন যে ভারতবর্ষের বাল্যবিবাহ ও চিরবৈধব্য প্রথা সম্বন্ধে শ্রীযুত মালাবারি মহাশয়ের প্রবন্ধের উপর গবর্ণমেন্টে যে নির্দ্ধারণ প্রকাশ করেন তদনুসারে গবর্ণমেন্ট প্রস্তাবিত আইন প্রণয়ন হইতে নিরস্ত হইতে বাধ্য। যে বিষয়ে উক্ত নির্দ্ধারণ লিখিত হয় উপস্থিত পাণ্ডুলিপির মূলনীতির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। তদ্ভিন্ন উক্ত নির্দ্ধারণের নির্দ্দিষ্ট সাধারণ নিয়মটির দ্বারা পাণ্ডুলিপির মূল নীতি সমর্থিত হইতেছে। সাধারণ নিয়মটি এই যে "যখন জাতি বা দেশাচারে এমন কোন প্রথা অনুজ্ঞাত হয় যাহার দরুণ সাধারণ ফৌজদারী আইনের লঙ্ঘন করিতে হয়, তখন গবর্ণমেন্ট ঐ ফৌজদারী আইনকেই প্রবল করাইবেন।" ভারতবর্ষের সাধারণ ফৌজদারী,আইন অনুসারে বালিকা স্ত্রীর সহিত অকাল সহবাস পূর্ব্ব হইতেই অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে এবং ঐ আইনটিকে সম্যকরূপে প্রতিষেধক ও কার্য্যকর করিবার নিমিত্ত যে পরিমাণ নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া দেখা

যাইতেছে উহাকে কেবলমাত্র সেই পরিমাণে সংশোধন ও উৎকৃষ্ট করা উপস্থিত পাণ্ডুলিপিখানির উদ্দেশ্য।

বঙ্গদেশের হাই কোর্টের রিপোর্টগুলি বিশেষ করিয়া খুঁজিয়া এরূপ কোন মোকদ্দমা দেখিতে পাওয়া যায় না যাহাতে বর্ত্তমান আইন অনুসারে বালিকা স্ত্রীর উপর বলাৎকার করণ অপরাধ স্বামীর বিরুদ্ধে সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব যে অনিষ্টকর প্রথা নিবারণার্থ আইনের সংশোধন প্রস্তাব করা হইতেছে সেই অনিষ্টকর প্রথার অস্তিত্ব নাই, এই যে অসমসাহসিক ভাবের কথা বলা হয় তৎসম্বন্ধে আমি কেবল ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি যে, যাঁহারা এরূপ কথা বলেন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গত জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত কাগজপত্রে যে সকল সংখ্যাদিমূলক তথ্য ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারদের মত ও বহুদর্শনের ফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাঁহাদের তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। এই প্রকারের যে দণ্ডনীয় কুকার্য্য গোপনে সংঘটিত হইতেছে তাঁহারা তাহার "বীভৎস বিবরণ" ঐ সকল কাগজপত্রে পাঠ করিবেন। বহু দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত ডাক্তার চিবার্স সাহেবের "মেনুয়াল অব মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স ফর বেঙ্গল" নামক গ্রন্থ তাঁহারা দেখুন। বালিকাস্ত্রীদিগকে যত শীঘ্র সম্ভব স্বামী সহবাসের যোগ্য করিবার নিমিত্ত যে সকল কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হয় ডাক্তার চিবার্স ঐ গ্রন্থে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। ডাক্তার চিবার্স আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তখন যেরূপ আইন ছিল তাহাতে কার্য্যতঃ উক্ত অপরাধটীর প্রায়ই দণ্ড হইত না। ঐ গ্রন্থের ১৮৭০ সালে প্রকাশিত শেষ সংস্করণে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, ডাক্তার চিবার্স বর্ত্তমান আইনের দশ বৎসরের ফলাফল দেখিবার পর দণ্ড বিধির আইনের সম্মতির বয়সের সীমা দশ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হওয়াতেও যে উক্ত অপরাধের দণ্ড বিধান সম্বন্ধে প্রায় কিছুই করা হয় নাই ইহার প্রমাণস্বরূপ আরো অধিক সংখ্যাদিমূলক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং বয়সের সীমা বাড়াইবার নিমিত্ত আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিয়াছেন।

আমার মনে আছে যে যাঁহারা পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে শোভাবাজার হইতে দরখাস্ত পাঠাইয়াছেন তাঁহারা ছোট বড় অনেক ডাক্তারের নাম করিয়া কতকগুলি মন্তব্য পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ মন্তব্য পত্রের মধ্যে এই সার্টিফিকেট

দেওয়া হইয়াছে যে ঐ সকল ডাক্তার স্বামীসহবাস হেতু আঘাতপ্রাপ্ত কোন বালিকা স্ত্রীরই চিকিৎসা করেন নাই। কিন্তু এবিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত রূপ সহবাসে অনিষ্ট হয় এরূপ স্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে কয়েক জন ডাক্তার ঐরূপ সহবাস হইতে আঘাতপ্রাপ্ত কোন বালিকা স্ত্রীর চিকিৎসা করেন নাই এরূপ প্রমাণের কার্য্যতঃ কোন মূল্য বা গুরুত্বই নাই। আবার ইহাও সম্ভব বোধ হয় যে, যাঁহারা শেষোক্তরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আপনাদের উদ্দেশ্যের প্রতিকূল বলিয়া বিরুদ্ধ ভাবের কতক প্রমাণ অগ্রাহ্যও করিতে হইয়াছে। প্রতিকূল ভাবের অন্ততঃ একটী ঘটনা সর্ব্বসাধারণের গোচর করা হইয়াছে। ময়মনসিংহের সিবিলসর্জন ও সর্জন-মেজর ডাক্তার বসু (ইনি একজন বাঙ্গালী) ৯ই মার্চ্চ তারিখের ইণ্ডিয়ান মিরর নামক সংবাদপত্রে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি ঐ পত্রে বলেন যে, কলিকাতার দেশীয় সমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি ও নেতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে চিকিৎসা সূত্রেই হউক আর অন্য কোন রকমেই হউক ঐরূপ কোন ঘটনার কথা তিনি অবগত আছেন কি না। তাহাতে তিনি এই উত্তর করেন যে, "তিনি নিশ্চয়ই এরূপ দুইটি ঘটনার কথা জানেন যাহাতে মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল।" তন্মধ্যে একটী ঘটনায় বালিকার বয়স নয় বৎসর ছিল ও সে যে আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহা হইতেই তাহার মৃত্যু হয়। অপর ঘটনাটীতে বালি-কার বয়স বার বৎসরের কম ছিল, এবং "সহবাসের সময় সে যাহাতে যাতনায় চীৎকার করিতে না পারে তজ্জন্য স্বামী তাহার মুখ চাপিয়া ধরায় শ্বাসরোধ হইয়া তাহার মৃত্যু হয়।" ডাক্তার বসু "আরো কয়েকটী ঘটনার কথা অবগত আছেন যাহাতে সহবাস বশতঃ অপরিপক্ক বালিকারা স্বল্পাধিক পরিমাণে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল।" এবং এই মুহূর্ত্তে এইরূপ একটী মোকদ্দমা ময়মনসিংহে বিচারাধীন রহিয়াছে। আবার মুরশিদাবাদ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে তথায় এই মাসের প্রারম্ভে ঐরূপ একটী মোকদ্দমা হইয়াছে এবং বোধ হয় জুরীরা ন্যায্য বিচার করেন নাই বলিয়া কলিকাতার হাই কোর্টে প্রেরিত হইয়াছে। আমি গত কয়েক বৎসরের বঙ্গদেশের পুলীস রিপোর্টগুলি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি। তাহা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে সহবাস করিতে দিতে অসম্মত হইয়াছিল বলিয়া

বালিকাস্ত্রীদিগকে তাহাদের স্বামীরা অঙ্গহীন বা হত্যা করিয়াছে এরূপ ঘটনা একেবারেই বিরল নয়।

ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে চিকিৎসা করেন এরূপ পঞ্চাশ জন মেয়ে ডাক্তার সম্মতির বয়স বাড়াইয়া চৌদ্দবৎসর করিবার প্রার্থনা করিয়া গত সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের নিকট যে দরখাস্ত পাঠান তাহাতে তাঁহারা কয়েক বৎসর মাত্র চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে তেরটী বালিকাস্ত্রীর চিকিৎসা করেন তাহাদের কয়েকটীর যাতনার ও ক্লেশজনক মৃত্যু ঘটনার হৃদয়ভেদী বর্ণনা করিয়াছেন। বালিকাগণের বয়স সাত হইতে বার বৎসরের মধ্যে। (১) বয়স দশ বৎসর, "দাঁড়াইতে অক্ষম," (২) বয়স নয় বৎসর, "ডাক্তারে আর সারাইয়া দিতে পারে না" (৩) বয়স দশ বৎসর, 'রক্তস্রাবে মৃত্যু', (৪) বয়স নয় বৎসর "শরীরের অধোভাগ সম্পূর্ণরূপে পক্ষাঘাতগ্রস্ত", (৫) বয়স দশ বৎসর "অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়", (৬) বয়স এগার বৎসর, "জন্মের মতন খোঁড়া হইবে", (৭) বয়স দশ বৎসর, "হামাগুড়ী দিয়া হাঁস্পাতালে আসিয়াছিল এবং বিবাহ হওয়া অবধি সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই"। (২) নম্বর বালিকার "স্বামীর আর দুইটী স্ত্রী ছিল ও তিনি উত্তম ইংরাজী কহিতে পারেন।" (৩) নম্বর বালিকার "স্বামীর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর এবং ওজনে একমন সাঁইত্রিশ সেরের কম নয়" এবং (৪) নম্বর বালিকার স্বামী "বালিকা একদিন মাত্র হাঁস্পাতালে থাকিবার পর তাহাকে আপনার আইনমত ব্যবহারের নিমিত্ত চাহিয়াছিল।

এই সমস্ত প্রমাণেও যদি পাণ্ডুলিপির বিপক্ষগণের প্রতীতি না হয় যে এই অনিষ্টকর প্রথা প্রচলিত আছে এবং বালিকাস্ত্রীদিগকে ঐ রূপ পিশাচপ্রকৃতি স্বামীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক্ষণকার অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকর উপায় করা ব্যবস্থাপক সভার কর্ত্তব্য, তাহা হইলে বিপক্ষগণের চরিত্রের হীনতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করা ভিন্ন আমাদের আর কোন উপায় নাই।

দণ্ডবিধির আইনের অন্যান্য ধারায় আঘাত গুরুতর আঘাত এবং অপরাধযুক্ত নরহত্যা অপরাধের যে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে এবং

যাহা পাণ্ডুলিপির বিপক্ষগণ এই অনিষ্টকর প্রথা নিবারণার্থ প্রচুর বিবেচনা করেন তাহা এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইয়াছে। অনেক স্থলেই জুরীরা অভিযুক্ত স্বামী বিবাহসূত্রে প্রাপ্ত অধিকারানুযায়িক কার্য্যই করিয়াছেন এবং এইরূপ ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য করার দরুণ যে বিসদৃশ ফল হইয়াছে তাহা আকস্মিক ঘটনা মাত্র এইরূপ বিবেচনা করিয়া স্বামীর সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। আবার বালিকার সহিত অভিযুক্ত স্বামীর আইনমত বিবাহ হওয়ায় বালিকার উপর স্বামীর বিবাহসূত্রে অধিকার জন্মিয়াছিল বলিযা বর্ত্তমান ফৌজদারী আইন নিঃশব্দে স্বামীর সাফাইয়ের সুবিধা করিয়া দিয়াছে, এই কারণেও আদালত সকল অনেক স্থলে ঐ সকল ধারানুসারে উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিতে পারেন নাই। দণ্ডবিধি আইনের ৩১০ ধারাটী বিচার্য্যস্থলের একটি উদাহরণ স্বরূপ। কারণ ইহা হইতে দেখা যায় যে স্থান বিশেষ বা সমাজ বিশেষের মধ্যে প্রচলিত বিশেষ২ অপরাধ সম্বন্ধে আইনে বিশেষ বিধান থাকা আবশ্যক। ঐ ধারায় ঠগী অপরাধের এই রূপ অর্থ করা হইয়াছে অর্থাৎ 'বধকরণ দ্বারা দস্যুতা ও শিশু হরণ করিবার অভিপ্রায়ে এক কি একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে নিয়ত সংসর্গ করিলে, ঠগী অপরাধ করা হয়। দস্যুতা. শিশু হরণ ও বধকরণ, এই সকল অপরাধের নিমিত্ত এবং ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডবিধি আইনে স্বতন্ত্র২ বিধান করা হইয়াছে। তথাপি একই সময়ে এই সকল অপরাধ ও ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক অপরাধ নিয়ত করিবার নিমিত্ত যে সকল লোক গোপনে মিলিত হইত তাহারা দেশের সর্ব্বসাধারণের এরূপ ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, অত্যন্ত গুরুতর অপরাধের স্থলে প্রকৃত অনিষ্ট হইয়াছে এরূপ প্রমাণ হউক বা না হউক আদালতকে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ দণ্ড বিধান করিতে সক্ষম করিবার নিমিত্ত বিশেষ ও আঁটাআঁটী ভাবের বিধান করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহা হইতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে কোন বালক আপন পিতা মাতার সহিত কোন ঠগী দলভুক্ত বলিয়াই তাহাকে যাবজ্জীবনের জন্য কারাবদ্ধ করিতে হইবে অথবা কারাবদ্ধ করা হয়। বালককে কারাবদ্ধ না করিয়া এরূপ স্থানে আবদ্ধ করা হইবে যেখানে তাহার চরিত্র সংশোধন হয় ও সে ভাল

মানুষের মত পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এবং এক্ষণে তাহাই করা হইয়া থাকে।

পাণ্ডুলিপির বিপক্ষগণের আরো একটি আপত্তি এই যে, স্বামীকৃত অকাল সহবাস অপরাধটীকে বলাৎকার বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। তাঁহারা বলেন যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বলাৎকার অপরাধ হইতেই পারে না এবং ইহা ইংলণ্ডীয় আইনেরও বিরুদ্ধ। আমি ইহার এই উত্তর দিতেছি যে ইংলণ্ডে যেমন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বলাৎকারের আইন নাই, তেমনি আবার বাল্যবিবাহ বা বালিকাস্ত্রীর উপর বলাৎকারও নাই। যে কার্য্যটী জীবন ও শরীরের পক্ষে এরূপ বিপজ্জনক পাণ্ডুলিপির বিপক্ষগণ তাহাকে অপর কোন নামে অভিহিত করিতে চাহেন? যিনি ঈশ্বরের ও মনুষ্যের সর্ব্বলোকবিদিত আইন অনুসারে বালিকা স্ত্রীকে রক্ষা করিতে বাধ্য তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক উক্তরূপ কার্য্য করিলে ঐ কার্য্যটীকে যদি সম্ভব হয় তবে বলাৎকার অপেক্ষা আরো খারাপ নাম দিয়া নিন্দনীয় বলিয়া প্রকাশ করা উচিত নয় কি? এইরূপ স্থলে অপর লোক অপেক্ষা স্বামীর নৈতিক অপরাধ গুরুতর নয় কি বালিকা স্ত্রীকে এই অনিষ্ট হইতে রক্ষা করা কাহার বেশী কর্ত্তব্য? স্বামীর না অপর ব্যক্তির? স্বামী ছাড়া অপর লোকের দ্বারা এই অপরাধ কৃত হইলে যে নৈতিক বা সামাজিক অনিষ্ট করা হয় তাহা অবশ্যই গুরুতর। কিন্তু স্বামীর আপন নিঃসহায়া বালিকা স্ত্রীকে রক্ষা করা যে পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যদি তিনি ঐ বালিকার উপর আপনার সামাজিক ও আইনমত ক্ষমতার যদৃচ্ছ প্রয়োগ করেন তাহা হইলে আমার বিবেচনায় তিনি ইহা অপেক্ষাও গুরুতর নৈতিক অপরাধে অপরাধী হন। ঐ অপরাধটী কেবল আর এক রকমে উপযুক্তরূপে বর্ণিত হয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, অর্থাৎ, দণ্ডবিধির আইনের নির্দ্দিষ্ট অর্থে উহাকে এরূপ একটী কার্য্য বলা যাইতে পারে যাহার সম্বন্ধে এরূপ জানা আছে বা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে উহার ফল অপরাধযুক্ত নরহত্যা হইবে। পাণ্ডুলিপিতে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ অপরাধেরও সেই দণ্ড! অপরাধটীর গুরুত্ব না কমাইয়া কেবল পাণ্ডু-লিপির বিপক্ষগণের মনঃকষ্ট নিবারণের নিমিত্ত বিবেচ্য অপরাধের ঐরূপ

কোন অর্থ নির্দ্দেশ করিবার যদি প্রস্তাব করা হয় তাহা হইলে আমি তাহাতে সম্মত হইব।

যাঁহারা পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন তাঁহারা যে সকল তুচ্ছ ও লজ্জাকর আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদি বালিকাদিগকে বারবৎসর পর্য্যন্ত স্বামীর নিকট হইতে তফাৎ রাখা যায় তাহা হইলে 'তাহাদের মধ্যে যাহারা ঐ বয়সের পূর্ব্বে ঋতুমতী হইবে তাহারা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিবে, অতএব পাণ্ডুলিপিদ্বারা বেশ্যাবৃত্তি বর্দ্ধিত হইবে'। পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে শোভাবাজার হইতে যে দরখাস্ত করা হইয়াছে আমি তাহা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. বি, উপাধিধারী একজন ডাক্তারের কথা উদ্ধৃত করিতেছি। আবার অন্যান্য আপত্তিকারীদের আশঙ্কা এই যে, একান্নবর্ত্তী অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের মধ্যে উক্তরূপ অবস্থাপন্না বালিকাদিগকে অর্থাৎ যাহারা বার বৎসরের পূর্ব্বে ঋতুমতী হয় তাহাদিগকে অবিলম্বে স্বামীসহবাস করিতে না দেওয়া হইলে বাটীর অন্যান্য লোকে তাহাদের সতীত্ব নষ্ট করিতে পারে। আবার কাহারো আশঙ্কা এই যে, বারবৎসরের কম বয়স্কা বালিকার সন্তান হইলে সে সন্তানকে অবৈধ সন্তান বলিয়া ব্যক্ত করা হইবে এবং বালিকা স্ত্রীর বয়স বার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে সুতরাং পুত্র ও ওয়ারিষ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা হইবার পূর্ব্বে স্বামীর মৃত্যু হইলে পরিবারের দখল হইতে মূল্যবান সম্পত্তি চলিয়া গিয়া জ্ঞাতিতে বর্ত্তিবে ও ঐ পরিবারের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। এই রূপ সকল আপত্তির খবর রাখা উচিত বটে। বিবেচ্য বিষয় সম্বন্ধে ঐ সকল আপত্তির বিবেচনা করা আবশ্যক বলিয়া খবর রাখা উচিত তাহা নয়, ঐ সকল আপত্তি দৃষ্টে পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করা হইয়াছে তাহার যথার্থ প্রকৃতি কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারা যায় বলিয়া এবং যাহারা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ধর্ম্ম হানি হইতেছে বলিয়া মিথ্যা চীৎকার করিতেছে তাহাদিগের নিকট ঐ সকল আপত্তির সম্ভবতঃ কতকটা আদর হইবে বলিয়া খবর রাখা উচিত।

পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে অনেকগুলি দরখাস্তেই শত্রু দ্বারা মিথ্যা অভিযোগ আনীত হইবে ও পোলীসের অত্যাচার হইবে এই যে আশঙ্কা প্রকাশ

করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটী ঐ দুই কথাই বিবেচনা করিয়াছেন এবং পাণ্ডুলিপির এইরূপ সংশোধন করিয়াছেন যে যে সকল মোকদ্দমায় স্বামী অভিযুক্ত হন সেই সকল মোকদ্দমায় কেবল ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট ও প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটেরই বিচারাধিকার থাকিবে এবং ঐ রূপ কোন মাজিষ্ট্রেট যদি নালিশ অবিশ্বাস করেন ও মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার বা পরওয়ানা জারী করিবার পূর্ব্বে তদন্ত করা আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহা হইলে তিনি স্বয়ং তদন্ত করিতে অক্ষম হইলে ইনিস্পেক্টরের নিম্নপদস্থ নহেন এমন কোন পোলীস কর্ম্মচারীর প্রতি ঐ তদন্তের ভার অর্পণ করিতে পারিবেন। ঐরূপ তদন্ত করিবার হুকুম হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন পরওয়ানা জারী হইবার পূর্ব্বেই ঐ তদন্ত করা হইবে, অতএব অভিযুক্ত ব্যক্তি কি তাহার সম্পর্কীয় কাহারো কার্য্যের প্রতি পোলীস হস্তক্ষেপ করিবে না বা করিবার ক্ষমতা পাইবে না। ব্যবস্থাপক সভা ইহার বেশী আর কিছু করিতে পারেন না। লোকের বাটীর ভিতরে গোপনে সচরাচর যে সকল অপরাধ করা হয় পোলীস ও শত্রুরা যদি তৎসম্বন্ধে নির্দ্দোষী লোকদিগের উপর অত্যাচার করিতে সাধারণতঃ ইচ্ছুক হইত, তাহা হইলে গর্ভপাতকরণ ও শিশুহত্যা এই যে দুইটি অপরাধ সম্বন্ধে পোলীস বিবেচ্যস্থল অপেক্ষা বেশী পরিমাণে হস্তক্ষেপ করিতে ও মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতে পারে এই দুইটী অপরাধ সম্বন্ধে পোলীসের ঐরূপ অত্যাচার করিবার যথেষ্ট সুবিধাই ছিল। কিন্তু পাণ্ডুলিপিখানি এক্ষণে যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে তাহাতে দণ্ডবিধির সমস্ত আইনের মধ্যে স্বামী কর্ত্তৃক বলাৎকারকরণ অপরাধটী যে শ্রেণীর গুরুতর অপরাধ সেই শ্রেণীর অপরাধের মধ্যে কেবল ঐ অপরাধটি সম্বন্ধেই জিলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পদস্থ ও বহুদর্শী মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা রীতিমত আইনানুযায়িক পরওয়ানা জারী করা না হইলে এখন অবধি পোলীস হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

ডাক্তার দিয়া বলপূর্ব্বক বালিকা স্ত্রীর শরীর পরীক্ষা করাইবার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পাণ্ডুলিপির ভারপ্রাপ্ত মেম্বর মান্যবর শ্রীযুত স্কোবল সাহেব বুঝাইয়া দিয়াছেন যে বর্ত্তমান আইন অনুসারে ঐরূপ পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপ অবৈধ এবং তৎসম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের যে ভয় আছে তাহা সম্পূর্ণ অমূলক।

লোকে মিথ্যাসাক্ষ্য দ্বারা ও জাল করিয়া প্রস্তাবিত আইন এড়াইবার নিমিত্ত যোগ করিবে, অতএব আইনটীর উদ্দেশ্য সফল হইবে না, পাণ্ডু-লিপির বিপক্ষগণ এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। আমার ঐরূপ কোন আশঙ্কা নাই। ধর্ম্ম ও চিরপ্রচলিত দেশাচারের নামে যে সকল অপরাধ গোপনে করা হয়. যথা শিশুহত্যা অপরাধ এবং দলবদ্ধ হইয়া কৃত ঠগীর ন্যায় অপরাধ. সেই সকল অপরাধ নিবারণার্থ এই প্রণালীর যে সকল আইন করিয়া ফল লাভ হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে উক্তরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই বলিয়া বোধ হয়। আমার স্বদেশীয়গণ যেরূপ সহিষ্ণুতাসহকারে আইন মানিয়া চলেন তাহাতে তাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া বা আগ্রহসহকারে নূতন আইনের প্রতিকূলতাচরণ করিবেন না। উপস্থিত স্থলে ফল এই হইবে যে, জন কয়েক দূরদর্শী লোক আইন লঙ্ঘন করিয়া বিপদে না পড়িয়া বার বৎসর পর্য্যন্ত আপন আপন কন্যাগণকে অবিবাহিতা রাখিয়া লোককে সৎপথ প্রদর্শন করিবেন। আমার মান্য-বর বন্ধু শ্রীযুত সর রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও ইহাই অনুমান করিয়াছেন। আমরা বহুদর্শন বলে বলিতে পারি যে এইরূপ হিতকর উদাহরণ ক্রমে ক্রমে দেশের অপর সকলেই অনুসরণ করিবেন। আমার দৃঢ় আশা এই যে প্রস্তাবিত আই-নটী পরিশেষে কেবল এই ভাবেই মরা আইন অথবা অপ্রচলিত আইন হইয়া পড়িবে। তথাপি যাবৎ প্রস্তাবিত আইনের ফল স্বরূপ আমাদের রীতিনীতির অভিলষিতরূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন না হয় তাবৎ বালিকাদের পিতা মাতার ও অভিভাবকদিগের প্রতি বল প্রদান করিবার জন্য এবং স্বামীদিগকে নিবারণ করিবার জন্য প্রস্তাবিত আইনটীর এক্ষণেও সমান প্রয়োজন রহিয়াছে।

হিন্দু আচারনিষ্ঠ অনেক ব্যক্তি এক্ষণে বিবাহ সম্বন্ধীয় আচার ব্যবহারের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া কথিত হইতেছে। নূতন আইন হওয়াতে তাঁহারা ঘৃণায় ঐ সংস্কারচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত আইনের উপর তাঁহাদের বিরক্তি প্রকাশ করিবেন। এই কথাটীও সম্পূর্ণরূপ অমূলক। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের কোন অংশে এরূপ সংস্কারচেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তবে ব্রাহ্মদের মধ্যে এবং রাজপুতানায় হইয়াছে বটে। রাজপুতানায় হইবার কারণ এই যে, শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আদেশানুসারে বৃটিষ

রেসিডেন্ট ও পোলিটিকাল অফিসারগণ পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া এইরূপ সংস্কার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই চেষ্টা হইতেই রাজা ও সর্দারগণ বলপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে আবশ্যক সংস্কার করণার্থ বিশেষ উদ্যোগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমার সম্মানিত বন্ধু বোম্বাইর ৺রাও সাহেব মাণ্ডলিক মহাশয় কলিকাতায় বিশেষ পরিচিত এবং যে সকল উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বর্ত্তমান আন্দোলনের কেন্দ্রস্বরূপ তাঁহাদের নিকট বিশেষ সমাদৃত ছিলেন। তিনি ১৮৮৬ সালে প্রাচীন হিন্দু ঋষিদিগের গ্রন্থের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কার করিবার উদ্দেশ্যে একটি পণ্ডিত-সমিতি স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি প্রথম উদ্যমেই অকৃতকার্য্য হন, অর্থাৎ ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত হিন্দুরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার জাতিভুক্ত হইতে পারিবে বোম্বাইর পণ্ডিতদিগকে এই ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থায় সম্মত করাইতে পারেন নাই। ঐ বৎসরেই পুনার পণ্ডিতেরা আপনা হইতেই ঐরূপ উদ্দেশ্যে ঐরূপ একটি চেষ্টা করেন। তাঁহারা একটি সভা স্থাপন করেন। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ দিগের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য মহাশয় ইচ্ছাপূর্ব্বক সভার অবৈতনিক সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ঐ চেষ্টাও নিস্ফল হয়। তবে বোম্বাইয়ে যে চেষ্টা করা হইয়াছিল এবারে তাহা অপেক্ষা ফললাভের প্রথমতঃ অধিক আশা ছিল কারণ সভা বালিকাদের দশ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ হইবে না এবং পুরুষের পঞ্চাশ বৎসরের পর বিবাহ হইবে না এবং পণ লইয়া কণ্যার বিবাহ দেওয়া মহাপাপ ও কঠিন দণ্ডযোগ্য অপরাধ ইহা স্থির ও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আসল কাজের বেলায় সমুদয় চেষ্টাই বিফল হইল। এই সকল হিতকর ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করাইবার ক্ষমতা কোথায়? পণ্ডিতেরা প্রকাশ্যভাবেই স্বীকার করিলেন যে তাঁহাদের ব্যবস্থা সমাজের উপর চালাইতে হইলে যে ক্ষমতা ও সামাজিক প্রতিপত্তি থাকা আবশ্যক তাঁহাদের তাহা নাই। তথাপি তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সাহায্য গ্রহণ করিতে একেবারেই অসম্মত হইলেন।

আসল কথা এই যে, বোম্বাই ও পুনায় যে আন্দোলন হইতেছে তাহার একমাত্র কারণ এই যে, সমাজ-সংস্কারক দলের উপর আন্দোলনকারীদিগের বিদ্বেষ আছে। ১৮৮৪ সাল হইতে এই বিদ্বেষের সূত্রপাত হয় এবং শ্রীযুত মালবারি মহাশয়ের ন্যায় একজন বিধর্ম্মী হিন্দুদিগের সামাজিক দুষ্কর্ম্ম ও অর্থ-

শূন্য আচার ব্যবহারাদির বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্য সমালোচন করিতে সাহসী হই-য়াছেন ইহাই ঐ বিদ্বেষের মূল। ১৮৮৬ সালে বোম্বাইর মধোবাগে যে সভা হয় তাহাতে, ঐ বৎসর লর্ড রিয়ার নিকট পুনার পণ্ডিতদের গমনোপলক্ষে, এবং পুনর্ব্বার গত অক্টোবর ও ফেব্রুয়ারি মাসের পুনার সভায় ও গত মাসে বোম্বাইর মধোবাগে দ্বিতীয়বার যে সভা হয় সেই সভায় স্পষ্টরূপে ঐ বিদ্বেষ প্রকাশ করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হইতেছে তাহার সহিত বঙ্গদেশের গর্ভাধান প্রথা সম্বন্ধীয় আন্দোলনের কোন সাদৃশ্য নাই, এবং যে সকল জঘন্য প্রথা সমর্থন করিবার নিমিত্ত গর্ভাধান প্রথা সম্বন্ধীয় যুক্তি এরূপ অতিরিক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করা হইতেছে আমার বোম্বাই প্রদেশস্থ ভ্রাতৃগণ যখন সেই সকল প্রথার বিষয় অবগত হইবেন তখন বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে নির্বোধের ন্যায় নিসঃন্দিগ্ধচিত্তে ঐ যুক্তি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনুতাপা হইবেন।

পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ে যে আন্দোলন হইতেছে তাহা সুবুদ্ধি পরিচালিত নয় ইহার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটী কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে বোম্বাইনগরে যে সভা হয় সেই সভার সভা-পতি বলিয়াছেন যে ব্যবস্থাপক সভা পাণ্ডুলিপি খানি দ্বারা কেবল অনর্থক ও অকিঞ্চিৎকর ভাবে হিন্দু সমাজের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতেছেন। বোধ হয় তিনি নিজে যে জাতির লোক সে জাতির মধ্যে বালিকাদের প্রায়ই পনর যোল বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ হয় না এবং অনেক স্থলে ঐ বয়সের বহুকাল পরেও বিবাহ হয় বলিয়াই ঐরূপ বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সভা ও পুনার প্রতিবাদ সভার কোন২ প্রধান উদ্যোগী আপনারাই সমাজ সংস্কারক বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং অনেক সময় প্রকাশ্যভাবে বেদ যে ঈশ্বর বাক্য এই মত একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আপত্তিতে যদি রাজনৈতিক উন্নতি লাভের বাধা হয় তবে ঐরূপ আপত্তির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন। একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আপন বন্ধুগণের নিকট উপস্থিত পাণ্ডুলিপির প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হইয়া স্বীকার করিলেন যে, স্ত্রীর বয়স বার বৎসর পূর্ণ হইবার পর গর্ভাধান করিবার

নিয়মটীকে প্রকৃত পক্ষে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে না, কিন্তু বলিলেন যে একথাটী বিপক্ষগণের নিকট প্রকাশ করিতে তাঁহার সাহস হয় না। আমেদাবাদের প্রতিবাদ সভার সভাপতি নিজে গুজরাটের একটী সম্ভ্রান্ত ও শ্রমশীল জাতির শীর্ষস্থানীয় এবং গবর্ণমেন্টকে দিয়া এমন একটী আইন করিয়া লইয়াছেন যাহার সাহায্যে আপন জাতির মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধীয় আচার ও প্রথা সম্বন্ধে কতকগুলি হিতকর বিধি প্রচলিত করিয়াছেন।

যে সকল স্থানে প্রতিবাদ সভা আহূত হইয়াছে প্রায় তাহার প্রত্যেক স্থানেই আবার পাণ্ডুলিপির সমর্থনার্থ সভা হইয়াছে। শেষোক্ত প্রকার সভাগুলি তত চীৎকার বা গোলমাল করে নাই ও তাহা সংখ্যায় কম ও তাহাতে বড় বেশী লোক উপস্থিত হয় নাই। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ সকল দেশেই উন্নতি ও সংস্কারের দলে কম লোক থাকে এবং যাহারা থাকে সে কয়েক জন চিন্তাশীল লোক। ভারতবর্ষেও তাহাই হইয়াছে। কিন্তু এই দলে এরূপ বহুসংখ্যক নিষ্ঠাবান হিন্দু আছেন যাঁহারা জাতিচ্যুত হন নাই। তাঁহারা জাতিচ্যুত বলিয়া বিপক্ষগণ যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন সে কথা ঠিক নয়।

কিন্তু কথা হইতেছে যে, যাঁহাদের রক্ষার নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভা এত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, এই গণ্ডগোলের মধ্যে সেই ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকেরা কথা কহিতেছেন না কেন? এ কথার উত্তর এই যে, যদি অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্যে কথা কহিতে পারিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা এই প্রশ্নের অপর দিকটী দেখিতে পাইতাম। কিন্তু ভারতবর্ষীয় যে স্ত্রী-লোকেরা অন্তঃপুর মধ্যে বদ্ধ নাই তাঁহারা প্রকাশ্যে এ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। গত ডিসেম্বর মাসে সম্মতির বয়স বাড়াইয়া চৌদ্দ বৎসর করিবার প্রার্থনা করিয়া ১৬০০ নাম স্বাক্ষরিত ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকদিগের একখানি দরখাস্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। যে দয়াবতী ইংরাজ মহিলা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের হইয়া এই দরখাস্ত করণ কার্য্যের উদ্যোগী ছিলেন তিনি তাঁহার একজন বন্ধুকে যে পত্র লেখেন আমার হস্তে এক্ষণে সেই পত্রখানি রহিয়াছে। তিনি বলেন যে দরখাস্ত

খানিকে তিনি গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদ করান, কমিটীতে যে বারটী বুদ্ধিমতী দেশীয় স্ত্রীলোক ছিলেন তাঁহারা দরখাস্তের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানের দেশীয় স্ত্রীলোক-দের নিকট হইতে দরখাস্তের অনুকূলে তিনি অনেক গুলি পত্র প্রাপ্ত হন। আমি প্রকাশ্য ভাবে ব্যবস্থাপক সভায় এই কথাগুলি উল্লেখ করিতেছি, কারণ এই প্রদেশের কতকগুলি বিপক্ষ সংবাদপত্র এই সকল কথার সত্যতা সম্বন্ধে অনুচিত সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে। আবার গত সেপ্টেম্বর মাসে পঞ্চাশজন মেয়ে ডাক্তার শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের নিকট ঐ মর্ম্মে একখানি দরখাস্ত পাঠান। আমি ঐ দরখাস্তের কথা অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ব্যবস্থাপক সভা বোম্বাই, পুনা, আমেদাবাদ ও অন্যান্য স্থান হইতে দেশীয় মহিলাগণের সমিতি ও বিশেষ সভা হইতে অনেক গুলি দরখাস্ত পাইয়াছেন। অনেক দেশীয় মহিলা পাণ্ডুলিপি খানিকে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিয়া সংবাদপত্রে পত্র লিখিয়াছেন। বোম্বাই ও পুনার যে স্ত্রীলোকেরা দরখাস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন আমি তাঁহাদিগের অনেককে জানি। তাঁহাদের প্রায় সকলেই হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ পরিবার ভুক্ত। আমেদাবাদ হইতে যে স্ত্রীলোকেরা দরখাস্ত করিয়াছেন তাঁহা-দের স্বামীগণের নাম ও পেসার একখানি তালিকা আমার হস্তে রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বার আনা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বক্রী সকলে সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী জাতির লোক, সকলেই হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি।

পাণ্ডুলিপিতে কএকটী পরিবর্ত্তন করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি পরিবর্ত্তন দুই পক্ষের লোকেই করিতে বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি সেইগুলির উল্লেখ করিব। প্রথমটী এই, সহবাস সম্মতির বয়সের একটী সীমা নির্দ্দেশ না করিয়া রজোদর্শন হইলেই সহবাস হইতে পারিবে হিন্দুদিগের স্বীকৃত এই সাধারণ নিয়মটী গ্রাহ্য করা হউক। অনেকগুলি বিশিষ্ট হেতুতে এই পরামর্শটি গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই। প্রস্তাবিত নিয়মটীর উপর অনেক স্থলেই নির্ভর করিতে পারা যায় না এবং বালিকাস্ত্রীর শরীর পরীক্ষা না করিলে রজোদর্শন হইয়াছে কি না ইহার সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঐরূপ শরীর পরীক্ষা হইতেই পারে না। স্ত্রীর ঋতু

হইয়াছে কি না এইরূপ গোপনীয় ঘটনা প্রমাণ করিবার ভার আইনক্রমে প্রতিবাদীর উপর অর্পণ করা স্পষ্টতঃই উচিত নয়। এতদ্দেশের লোক অপরিপক্ক বালিকা স্ত্রীর সহিত সহবাসরূপ কদাচারে রত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারা স্ত্রী ঋতুমতী হইয়াছে ও তদুপলক্ষে কোন ২ অনুষ্ঠান করা হইয়াছে বলিয়া সচরাচর যে প্রমাণ উপস্থিত করে তাহা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাসযোগ্য। নির্দ্দিষ্ট বয়সের সীমাই একমাত্র কার্য্যকর নিয়ম এবং যে২ স্থানে জন্ম ও মৃত্যু ঠিক করিয়া রেজিষ্টরী করা হয় সেই২ স্থানে বালিকাস্ত্রীর সম্মতির বয়স হইয়াছে কি না তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। যে সকল সহর ও নগরে মুনিসিপালিটী আছে তথাহইতে আরম্ভ করিয়া জন্ম মৃত্যু রেজিষ্টরী করিবার নিয়ম এক্ষণে ক্রমে ২ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতেছে।

বিবেচ্য অপরাধটীকে বলাৎকার অপরাধের শ্রেণীর অন্তর্গত না করিবার নিমিত্ত যে অনুরোধ করা হয় আমি ইতিপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কেহ কেহ বলিযাছেন যে এসম্বন্ধে স্বামীর অপরাধ, অপরাধের ফলাফল বিবেচনায় কএকটী শ্রেণীতে বিভাগ করা উচিত এবং প্রত্যেক শ্রেণীর নিমিত্ত ফলের পরিমাণানুসারে দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা এই রূপ পরামর্শ দেন তাঁহারা বর্ত্তমান ও প্রস্তাবিত আইন এই উভয় আইনেরই মূল সূত্রটীর প্রতি লক্ষ্য করেন না। সে সূত্রটী এই যে, বালিকাদিগকে একটি নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত স্বামীই হউক কি অপর পুরুষই হউক সকল পুরুষের সহবাস হইতেই সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে হইবে, কারণ এরূপ বিবেচনা করা হয় যে, ঐরূপ সহবাস বালিকার পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর, অনিষ্টকারি পুরুষ তাহার সম্পর্কে যেই হউক। আরো অপরাধের বিভাগ ও শ্রেণীবদ্ধ করণ ও প্রত্যেক শ্রেণীর অপরাধের দণ্ডবিধান সম্বন্ধে দণ্ডবিধির আইন প্রণয়নে যে মূল সূত্রটী অনুসৃত হইয়াছে পরামর্শদাতারা তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখেন নাই। এই সূত্রানুসারে প্রত্যেক অপরাধ সম্বন্ধে অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষের মাত্রানুসারে দণ্ডবিধান হইয়াছে অর্থাৎ যেখানে দোষের মাত্রা অত্যধিক সেই খানেই সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার উদাহরণ দেখুন। বাসগৃহে বা চাকরের দ্বারা চুরী

হইলে. কঠিন পরিশ্রম সহিত সাতবৎসর কারাদণ্ড হইবার বিধান আছে, কিন্তু আমরা প্রায় প্রত্যহই দেখিতে পাই যে, মুনীবের কোন সামান্য সম্পত্তি চুরী করিবার দরুণ কোন সামান্য বাড়ীর চাকরের কেবল কএক সপ্তাহ মাত্র কারাদণ্ড হইতেছে এবং যে পাকা চোরদিগকে সংশোধন করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হয় নাই তাহাদিগকে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হই.তছে। ঐ নিয়মে যে বালককে তাহার পিতা মাতা বা বাটীর অন্য অভিভাবক তাহার বালিকাস্ত্রীর সহিত একঘরে রাখিয়া দেন ও সে তাহার দরুণ ঐ স্ত্রীর উপর সামান্য বলাৎকার করে ও তাহাতে তৎক্ষণাৎ কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয় না তাহার সম্ভবতঃ অল্প কা লর নিমিত্তই কারাদণ্ড হইবে। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সম্বলপুরের ডেপুটী কমিশনর ঠিক এইরূপ একটি মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলেন। ঐ মোকদ্দমায় একটি বালক তাহার মাতার সহায়তায় আপন দশবৎসরের ন্যূন বয়স্কা বালিকাস্ত্রীর উপর বলাৎকার করে ও ঐ অপরাধের জন্য দণ্ডবিধির আইনের বর্ত্তমান ধারামুসা র যদিও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ রূপ দ.ণ্ডর বিধান হইয়াছে তথাপি কেবল ছয় মাস কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়।

আবার কেহ কেহ বলিতেছেন যে, স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষ ষোল বৎসরের কম বয়স্কা নাবালিকা বালিকার সহিত সহবাস করিলে এই সুযোগে তাহার দণ্ডের নিমিত্ত বিধান করা উচিত। দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন নিয়ম অর্থাৎ জীবন ও শরীর রক্ষা করা এবং নাবালিকা বালিকাদিগের নৈতিক বা সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করা এই দুইটি বিভিন্ন নিয়ম মিশাইয়া যে এক করা হইয়াছে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব হইতে ইহাই দেখা যাইতেছে। ১৮৮৫ সালে ইংলণ্ডে যেরূপ করা হইয়াছিল সেইরূপ ভারতবর্ষেও যদি প্রস্তাবিত রূপ আইনের বিশেষ আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে বিষয়টীর বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে। উপস্থিত সময়টি এই কার্য্যের উপযোগী সময় নয়।

কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে প্রস্তাবিত আইন বার বৎসরের অধিক বয়স্কা অপরিপক্ক বালিকাস্ত্রীদিগকে রক্ষা করিবে না এবং ইহার এই ফল হইবে যে, বার বৎসরের অধিক বয়স্কা ঐ রূপ স্ত্রীর স্বামী হিন্দুরা যাহাকে যৌবন বিবেচনা

করেন স্ত্রীব সেই রূপ যৌবন লক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই আপনাকে তাহার সহিত সহবাস করিতে সক্ষম বিবেচনা করিবেন। আইনক্রমে ঐরূপ বালিকা স্ত্রাদিগকেও রক্ষা করা আবশ্যক বহুদর্শন বলে যাবৎ ইহা প্রতিপন্ন না হয় তাবৎ ধর্ম্ম ও প্রকৃতির ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন রূপ এই সকল সম্ভাবিত অপরাধের দণ্ডের নিমিত্ত আপাততঃ কিছু কালের জন্য হিন্দু ধর্ম্ম ব্যবস্থায় অকাল সহবাসের বিরুদ্ধে যে নিন্দোক্তি আছে তাহার উপর কিম্বা নিঃসহায়া বালিকাস্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের আপনং কর্ত্তব্য বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে হইবে।

আর একটি পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ বালিকা স্ত্রী স্বয়ং কিম্বা তাহার পিতা মাতা কি অন্য অভিভাবকই কেবল মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ নালিশ না হইলে মাজিষ্ট্রেট মোক-দ্দমা আরম্ভ করিতে পারিবেন না এই রূপ ব্যক্ত করিতে হইবে। ভারত-বর্ষের কোন কোন অংশে বিবেচ্য অপরাধ সম্বন্ধে অবাধে যে রূপ সহায়তা করা হইয়া থাকে তদ্বিবেচনায় এই পরামর্শটী গ্রহণ করিতে পারা গেল না। এইরূপ বিধান করা আর একজন সহাপরাধী অর্থাৎ পিতা মাতা বা অভি-ভাবক ইচ্ছাপূর্ব্বক নালিশ করিবেন কিম্বা যে আঘাতপ্রাপ্ত বালিকাস্ত্রী সম্পূর্ণ রূপে অভিযুক্ত স্বামী ও তাঁহার সম্পর্কীয় ব্যক্তিদের ক্ষমতাধীন প্রতি-ভূস্বরূপ থাকেন তিনি স্বয়ং ইচ্ছা পূর্ব্বক নালিশ করিবেন এরূপ বিধান করা একই কথা।

কলিকাতার কোন কোন ইংরাজী সংবাদপত্র বলেন যে দেশীয়-দিগকে কোন কথা না জানাইয়া পাণ্ডুলিপিখানি আকস্মিক ভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে এবং এই জন্যই এত আন্দোলন হইতেছে। প্রকৃত কথা যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত আমি তাহা দেখাইতে পারি। এমন কি অতি পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৫৬ সালে ডাক্তার চির্বাস সাহেব এই বিষয়ের প্রতি সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং প্রমাণ করেন যে, তখনকার আইন বালিকা-স্ত্রীদিগকে রক্ষা করণ পক্ষে প্রচুর ছিল না। পরে তৎপ্রণীত গ্রন্থের ১৮৭০ সালে যে সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহাতে তিনি এই বিষয়ের পুনর্ব্বার উল্লেখ করেন ও দণ্ডবিধির আইন সংশোধন করিয়া সম্মতির বয়স বাড়াইবার

নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কএক বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইর ষ্টাটুটরী সিবিল সর্ব্বিসের শ্রীযুত দয়ারাম গিডুমল মহাশয় প্রস্তাবিত বিষযটী বিশেষ করিয়া সর্ব্ব-সাধারণের গোচর করেন, বর্ত্তমান আইনের দোষ দেখাইয়া দেন এবং চিবার্স সাহেব যে অনুরোধ করিয়াছিলেন তিনিও সেই অনুরোধ করেন। শ্রীযুত মালাবরী সাহেব শ্রীযুত দয়ারাম মহাশয়ের প্রস্তাবটী ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানের দেশীয় সমাজের নেতাগণের মধ্যে প্রচার করিয়া প্রস্তাবের অনুকূলে বহু-সংখ্যক লোকের মত সংগ্রহ করেন। কেবল বঙ্গদেশের এক ব্যক্তি প্রতি-কূল মত দিয়াছিলেন। আইন করিয়া প্রতিকার করিবার প্রস্তাবের অনু-কূলে শ্রীযুত মালাবরী মহাশয় মৃত শ্রীযুত সর মাকস ওয়েল মেলবিল সাহেবের নিজের মতও সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং ঐ কথাটী প্রকাশ করিয়াছিলেন। হিন্দুদের বিবাহ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে আইন করিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করণার্থ ১৮৮৬ সালে বোম্বাইয়ে যে প্রকাশ্য সভা হয় তাহা শ্রীযুত মেলবিল সাহেবের পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশ করিবারই ফল। প্রায় ঐ সময়েই পুনার পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন এবং প্রস্তাবটীর প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত লর্ড রীয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৮৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে সমাজ সংস্কার সমিতির যে অধিবেশন হয় তাহাতে সম্মতির বয়স বাড়াইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করা স্থির হয় এবং ঐ দরখাস্ত গত আগষ্ট মাসে প্রেরিত হয়। এই দরখাস্ত খানি ও ফুলমণির মোকদ্দমার দরুণ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবটী পুনর্ব্বার উত্থাপিত হওয়া সম্ভব এরূপ একটা কথা প্রচার হওয়াই মান্দ্রাজ, সাতারা ও পুনায় যে সকল প্রকাশ্য বিপক্ষ সভা হয় সেই সকল সভা হইবার দুইটী অব্যবহিত কারণ। প্রস্তাবিত আইনের সপক্ষে ও বিপক্ষে ঐ সমস্ত আন্দোলনই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, দেশীয়েরা পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইবার জন্য বিলক্ষণ প্রস্তুত ছিলেন। পাণ্ডুলিপি খানি দেশীয়দিগের নিকট আকস্মিক ভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে যাঁহারা এই অমূলক কথা বলেন তাঁহারা তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে দেশীয় সমাজে যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে তৎসম্বন্ধে আপনাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ করেন।

বিপক্ষ সভা হইয়াছে এবং গবর্ণমেন্টের নিকট প্রতিবাদ প্রেরিত হইয়াছে, ইহাতে ইতিহাসে একই ঘটনা বারম্বার ঘটে কেবল ইহাই দেখা যায়। তবে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে এবং উপস্থিত সময়ে যাহা ঘটিল তাহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, বর্ত্তমান আন্দোলনটী যাহাতে এই জাতীয় ইউরোপীয় আন্দোলনের মত ভাল রকম দেখায় সেই জন্য ইদানীন্তন সভ্যতার সমস্ত উপকরণ গুলি অর্থাৎ রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের বাৎসরিক সমিতি প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। ১৮৫৬ সালে যখন বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন পাস হয় তখন বলা হইয়াছিল যে, ঐ আইনে আমাদিগকে ধর্ম্মহীন করিবে ও হিন্দু স্ত্রীদিগকে তাহারা আপন আপন মনোমত ব্যক্তি-দিগকে বিবাহ করিতে পারিবে বলিয়া আপন আপন স্বামীকে হত্যা করিবার প্রবৃত্তি দিবে। সেইরূপ উপস্থিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধেও বলা হইতেছে যে, ইহাতে এককালে হিন্দুধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিবে ও বার বৎসরের কম বয়স্কা হিন্দু বালিকাদিগকে কুপথগামিনী হইতে বাধ্য করিবে।

পাণ্ডুলিপিতে যে বার বৎসর বয়সের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমি আমার নিজের মত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। যে ল৷ কমিশনরেরা দণ্ডবিধির আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন তাঁহারা যে অসম্পূর্ণভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন আমি বিবেচ্য বিষয়টীর যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম তাহা হইতেই তাহা দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি যে অনুসন্ধান করা হইয়াছে তাহার রিপোর্টে ও আমাদের নিকট অর্পিত অন্যান্য কাগজ পত্রে যে সকল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বয়সের প্রস্তাবিত সীমাটীও ঐ রূপ দোষ হইতে সম্পূর্ণরূপ মুক্ত নয়। কলিকাতার পবলিক হেল্‌থ সোসাইটী ও অন্যান্য যে প্রামাণিকদের মত জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁহারা প্রায় সকলেই একবাক্যে সম্মতির বয়স বাড়াইয়া চৌদ্দ বৎসর অন্ততঃ তের বৎসর করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। গত ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের ১৬০০ জন স্ত্রীলোক শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট যে দরখাস্ত প্রেরণ করেন সেই দরখাস্তে এবং শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের নিকট পঞ্চাশ জন মেয়ে ডাক্তার যে দরখাস্ত করেন তাহাতে

প্রার্থনা করা হইয়াছে যে সম্মতির বয়স বাড়াইয়া চৌদ্দ বৎসর করা হয়। পাণ্ডুলিপি যখন উপস্থিত করা হয় তখন তাহাতে সম্মতির বয়স চৌদ্দ বৎসর ন্যূনকল্পে তের বৎসর নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই বলিয়া আমি বিশেষ দুঃখিত আছি। সিলেক্ট কমিটীতে আমি এই কথার বিচার করিতে ছাড়ি নাই. কিন্তু বিশেষ বিবেচনার পর আমার এরূপ বোধ হইল যে, পাণ্ডুলিপি খানির বিরুদ্ধে যেরূপ অসাময়িক, বিবক্তিজনক ও অনিষ্টকর আন্দোলন হইয়াছে তাহার পর ও বাদানুবাদের শেষ অবস্থায় বয়সের সীমাটি পরি-বর্ত্তন করিলে ও বাড়াইলে যেন লোকের উপর রাগ করিয়া বাড়ান হয় এরূপ দেখায়, অর্থাৎ ঐরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ না থাকিলেও ঐরূপ দেখাইতে পারে, এবং আমার ইহাও বোধ হইল যে, এক্ষণে অর্থাৎ এতদূর বাদানুবাদ হইবার পর বয়সের সীমা বাড়ান অপেক্ষা কমের দিকে থাকা বেশী বিচক্ষণতার কার্য্য। অতএব আমি সিলেক্ট কমিটীর অধি-কাংশের মতেই সম্মতি প্রকাশ করা ভাল বিবেচনা করিয়া আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে আর বেশী পীড়াপীড়ি করি নাই।

এই ক্লেশজনক বিষয়ে আমার বক্তৃতা শেষ করিবার পূর্ব্বে আমি আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিব। পাণ্ডুলিপির প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত শোলাপুরে যে সভা হয় সেই সভার সভাপতি শ্রীযুত মল্লাপা ওযারদ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রায় এক পক্ষ পূর্ব্বে আমি একটি টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হই। ঐ টেলিগ্রামে আমাকে ঐ সভাব অভি-প্রায় ব্যবস্থাপক সভাকে জানাইবার নিমিত্ত বলা হইয়াছে। অন্যান্য স্থান হইতে যে সকল দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে সেই সকল দরখাস্তের ন্যায় আমার দেশীয় যে ব্যক্তিরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের দর-খাস্তেরও উপযুক্ত রূপ বিবেচনা করা হইবে, তাঁহারা আমার নিকট হইতে ইহার বেশী কি আশা করেন বলিতে পারি না। আমার নিজের দ্বারা ও সিলেক্ট কমিটীর মান্যবর সভ্যদিগের দ্বারা তাঁহাদিগের দরখাস্ত বিবেচিত হইয়াছে। আমি এই সভার বোম্বাইর বেসরকারী দেশীয় সভ্য বলিয়াই যদি তাঁহারা এরূপ আশা করেন যে, আমি তাঁহাদিগের মতের সমর্থন করিব তাহা হইলে তাঁহাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না

বলিয়া কুণ্ঠিত হইতেছি। কারণ যে মত সমর্থন করিলে আমার দেশের হিত সাধিত হইবে বলিয়া আমার বিবেচনা হয় ঐ সভায় কেবল সেই রূপ মত সমর্থন করাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি।"

আমার বক্তৃতাটী সুদীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া আমি আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক সংশোধিত পাণ্ডুলিপিখানি বিবেচনা করিয়া দেখা হউক এই প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছি।

শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ব্যবস্থাপক সভায় সম্মতির বয়স বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ করণোপলক্ষে মান্যবর শ্রীযুত হচিন্‌স সাহেবের বক্তৃতা।

ব্যবস্থাপক সভার ভিতরে ও বাহিরে এবং বিশেষতঃ মান্যবর শ্রীযুত ইবান্স সাহেবের যে প্রাঞ্জল ও ওজস্বিনী বক্তৃতাটি আমরা এইমাত্র শ্রবণ করিলাম তাহাতে উপস্থিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে যে বহুল বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে তাহার পর বেশী কথাবার্ত্তা না কহিয়া কেবল পাণ্ডুলিপির পক্ষে আপনার মত প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেই আমার বিশেষ প্রবৃত্তি হইতেছে। কারণ পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতে গেলে এরূপ অনেক বিষয়ে স্পষ্টবাদিতা আবশ্যক হইয়া পড়িবে যাহার সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা না বলিয়া শ্রোতৃবর্গের অনুমান শক্তির উপর নির্ভর করাই সুরুচিসঙ্গত। কিন্তু পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় এমন কতকগুলি কথা আছে যৎসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় আপনি এবং বোধ হয় সর্ব্ব-সাধারণে এরূপ আশা করেন যে হোম ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মেম্বর আপন মত প্রকাশ করিবেন ও সম্ভবতঃ একটু বক্তৃতা করিবেন। তাহা ছাড়া আমার যে বন্ধু সুপণ্ডিত মান্যবর শ্রীযুত স্কোবল সাহেবের উপর পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বিশেষরূপ ভারার্পণ করা হইয়াছে এবং যিনি ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার

নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে ইহা বলা উচিত যে, এ সম্বন্ধে কেবল একাকী তাঁহারই দায়িত্ব নাই, আমার অন্যান্য সহযোগীর সহিত আমি তাঁহার সঙ্গে এই বিষয়ের গোড়াগুড়ি আলোচনা করিয়াছি। পাণ্ডুলিপির বিপক্ষদিগের প্রতীতি জন্মান যদি সম্ভব হয় তবে তাঁহাদিগের প্রতীতির নিমিত্ত আমি ইহা বলিতে ইচ্ছা করি যে, তাঁহারা যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন আমি নিজে সরল ভাবে ও যতদূর সম্ভব সহানুভূতি সহকারে তৎপ্রতি মনোযোগ দান করিয়াছি। একটু বিস্তারিত করিয়া না বলিলে বুঝাইতে পারিব না, কিন্তু আমার বক্তৃতা যত কম বিরক্তিজনক হয় তাহা ক'রতে চেষ্টা করিব ও মান্যবর সভ্যগণের সন্তোষের নিমিত্ত প্রথমেই বলিতেছি যে, অতি সাধারণভাবে ভিন্ন শাস্ত্রীয় বচনের উল্লেখ করিব না।

পাণ্ডুলিপিখানি যে অনিষ্ট নিবারণ করিবার নিমিত্ত প্রণীত হইয়াছে হরি মাইতীর মোকদ্দমায় তৎপ্রতি বিশেষ রূপে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ঐ মোকদ্দমার কাগজ পত্র পাঠ করিয়া এবং পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে যাহা কিছু লেখা ও বলা হইয়াছে তৎসমুদয় সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর আমার মনে আর কোন সন্দেহ নাই যে বিচার্য্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা ও উপযুক্ত বয়সের পুর্ব্বে সহবাস বন্ধ করিবার নিমিত্ত ন্যায্যভাবে যাহা করা যাইতে পারে তাহা করা ব্যবস্থাপক সভার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ঐ মোকদ্দমার বিশেষ বিবরণ দিবার ইচ্ছা করি না। উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে সকলেই তাহা উত্তম রূপ অবগত আছেন। কিন্তু সভ্য মহোদয়গণকে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ করাইয়া দিব, অর্থাৎ বালিকা ফুলমণির মৃত দেহ পরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে হয় অল্প বয়সে সহবাস করিতে পারিবার নিমিত্ত জননেন্দ্রিয়কে কৃত্রিম উপায়ে বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল নয় ঐ বালিকার সহিত পুনঃ পুনঃ সহবাস করা হইয়াছিল। এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ অনুমানটী ঠিক তাহা বলা অসম্ভব। সম্ভবতঃ দুই কার্য্যই করা হইয়াছিল। একটি বা অন্যটি যে করা হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত। এবং বঙ্গদেশে অন্ততঃ বঙ্গদেশের যে অংশে কলিকাতা অবস্থিত সে অংশে সাধারণ প্রথা কি এ সম্বন্ধে সর শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মিত্রের স্পষ্ট উক্তি হইতে বুঝা যায় যে এরূপ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। তিনি বলেন যে উচ্চ জাতীয় বালিকাদের নয় ও এগার বৎসরের মধ্যে বিবাহ

হইয়া থাকে ও নিম্ন জাতির বালিকাদের আরো অল্প বয়সে বিবাহ হয়। বিবাহের পরই তাহারা প্রায় এক সপ্তাহের জন্য স্বামীগৃহে গমন করে এবং তাহার পর সময়ে সময়ে যায় এবং যখনই যায় তখনই স্বামীর সহিত একত্র শয়ন করে। শ্রীযুত মিত্র মহাশয় বলেন যে কেবল এই টুকুই পরিবারের অন্য ব্যক্তিরা দেখিতে পান। এরূপ বলিবার একটী অর্থও আছে। উপযুক্ত বয়সের পূর্ব্বে সহবাস করাকে তিনি পুনঃ পুনঃ কদাচার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন কিন্তু ঐ কদাচারের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সুতরাং আমার বোধ হয় তিনি আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলেন যে স্বামীর নিভৃত শয়নগৃহে ঐ রূপ কোন কদাচার সংঘটিত হয় না। দুঃখের সহিত বলিতেছি যে আমি এই মতটি গ্রহণ করিতে পারি না। তাঁহার কথা কোনং স্থলে সত্য হইলেও হইতে পারে এবং আমি আশা কবি এরূপ অনেক স্থল আছে. কিন্তু তিনি যাহা বলেন তাহা সম্ভবপর নহে, সাধারণ সংস্কারের বিরুদ্ধ। মান্যবর শ্রীযুত মিত্র মহাশয় আপন অভিপ্রায়লিপিতে শ্রীযুত টি, এন, মুখোপাধ্যায়ের যে কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সারগর্ভ কথা গুলিতে বরং আমার সম্মতি আছে। শ্রীযুত মিত্র মহাশয় আপনার ন্যায় মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ও পাণ্ডুলিপির বিপক্ষ বিবেচনা করায় বড়ই ভুল করিয়াছেন।—"ছোট বালিকাদিগকে নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করা যে রূপ আবশ্যক যোর প্রলোভন হইতে যুবা পুরুষদিগকে রক্ষা করাও সেই রূপ আবশ্যক।" সভাপতি মহাশয়, আমি বিবেচনা করি ও বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়াই বলিতেছি যে, পুরুষই হউন আর স্ত্রীই হউন, যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় যুবা স্বামীর সহিত একটি বালিকা স্ত্রীকে একত্র বদ্ধ করিতে কোন প্রকার সহায়তা করেন বা উৎসাহ দেন তিনি ঐ বালিকার বলাৎকার সম্বন্ধে বলাৎকারের পূর্ব্বে বলাৎকারের সাহায্যকারী হন। আমার বিবেচনায় এই সকল ব্যক্তি আইন অনুসারে অপরাধের সহায়তা করিবার জন্য দায়ী এবং আমি আশা করি যে, পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইবার পর যদি আবশ্যক হয় তবে এরূপ শাস্তি বিধান দ্বারা এই কথাটী তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে হইবে যাহাতে লোকের চৈতন্য হয়।

হরি মাইতীর মোকদ্দমায় যে দুইটি অনুমান করা যাইতে পারে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। উহার যে অনুমানটিই গ্রহণ করা যাউক না কেন, আমব

এমন একটী অতীব ঘৃণাজনক বিষয় স্পষ্টরূপে অবগত হই যাহার প্রতিকার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য আমরা ইহার কেবল একটি মাত্র প্রতিকার করিতে সক্ষম, অর্থাৎ এই কদাচারটিকে একটি অপরাধে পরিণত করিতে হইবে, এই প্রথাটিকে—আমার মান্যবর বন্ধু শ্রীযুত মিত্র মহাশয় যাহাকে নিজেই অনিষ্টকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং যাহা সকল লোককেই প্রকৃতি ও সর্ব্বজনীন নীতি এমন কি মনুষ্যস্বভাবের বিরুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়—এই প্রথাটিকে যে পরিমাণ ন্যায্য বিবেচিত হয় সেই পরিমাণে আইনানুসারে দণ্ডনীয় করিতে হইবে। এক্ষণে কথা এই যে ন্যায্য পরিমাণটী কি? বার বৎসর বয়সই এই পরিমাণ হইবে উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে। যে অল্পসংখ্যক স্থলে বালিকা বার বৎসরের পূর্ব্বে ঋতুমতী বা যৌবনপ্রাপ্ত হয় সেই সকল স্থলে ভিন্ন অপর সকল স্থলেই শাস্ত্রে একবাক্যে বার বৎসরের পূর্ব্বে সহবাস নিন্দিত হইয়াছে। এই অল্পসংখ্যক বর্জ্জিত স্থল অবলম্বন করিয়াই উপস্থিত পাণ্ডুলিপির বিপক্ষতাচরণ করা হইতেছে। এই সকল বর্জ্জিত স্থলের মধ্যে দুই একটিতে প্রস্তাবিত আইন মানিয়া চলিবার সম্বন্ধে লোকের যে ধর্ম্মও বিবেকসঙ্গত আপত্তি উপস্থিত হইলেও হইতে পারে তাহা আমি অস্বীকার করি না। তবে কথা হইতেছে যে, বহুসংখ্যক লোকের হিতার্থ এই অত্যল্প সংখ্যক ব্যক্তিকে উপেক্ষা করা আমাদের উচিত কি না? এসম্বন্ধে শ্রীযুত ইবান্স সাহেব সর শ্রীযুত বার্ণিস পীকক সাহেবের কতকগুলি সারগর্ভ কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এইরূপ সকল জটিল ও কঠিন বিষয় ইংলণ্ডে কিরূপে মীমাংসিত হয় আমার হিন্দু বন্ধুরা তাহা জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। তাঁহারা বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না যে, ইংলণ্ডীয় আইনে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে অন্ততঃ কোন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন ভ্রান্ত সংস্কার থাকিলে তৎসম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত রূপ উদারতা প্রদর্শন করে। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম ডৌনসের মোকদ্দমায় আসামী আইন লঙ্ঘন করিয়া আপনার পাড়িত শিশুর নিমিত্ত চিকিৎসক না ডাকিয়া তাঁহার মণ্ডলীর প্রবীণ লোকদিগকে ঐ শিশুর নিমিত্ত প্রার্থনা করিবার জন্য ডাকিয়া আনেন, কারণ তাঁহার প্রকৃত ও অকপট বিশ্বাস এই ছিল যে শিশুর জীবন মরণের ভার জগদীশ্বরের উপর ন্যস্ত না রাখিয়া অপর কোন চেষ্টা করিলে ঘোর অধর্ম্ম হইবে। তথাপি আসামীর

বিরুদ্ধে নরহত্যা অপরাধ সাব্যস্ত হয়। যদিও কোন কোন লোকের গোবীজে টিকা দেওয়া সম্বন্ধে ঐরূপ কতকটা আপত্তি আছে তাহা হইলেও পুর্ব্বোক্ত নিয়ম অবলম্বন করিয়া বৃটিশ ব্যবস্থাপক সভা গোবীজে টিকা দান প্রথা অবশ্য পালনীয় করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

উপরিলিখিত বর্জিত স্থল অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বে ঋতুমতী হইবার স্থল সম্বন্ধে মান্যবর শ্রীযুত স্কোবল সাহেব ও অন্য সভ্য মহোদয়েরা ইতিপূর্ব্বেই যাহা বলিয়াছেন তাহাব পর আমি কেবল আর দুইটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। প্রথমটি এই যে, প্রথম রজোদর্শনেই প্রকৃত যৌবন সূচিত হয় কি না এসম্বন্ধে কখন নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারা যায় না। এরূপ স্থলও দেখা গিয়াছে যাহাতে বালিকাব শৈশবাবস্থাতেও রজোদর্শন হইয়াছে। আবার অনেক স্থলে প্রথম রজোদর্শনেব বহুকাল পরে নিয়মিত ঋতু হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আদ্য রজোদর্শনটিকে সম্পূর্ণরূপ স্বাভাবিক ক্রিয়া বলিয়া ধবিয়া লইলেও উহাতে এরূপ প্রমাণ হয় না যে শবীবেব সম্পূর্ণরূপ পুষ্টি বা পবিণতি লাভ হইয়াছে। কোন বালিকা যে বাব বৎসব বয়সেব পূর্ব্বে উক্তরূপ পরিণতি লাভ করিতে পারে ইহা অতীব অসম্ভব। অতএব আমি বিবেচনা কবি যে, যে বয়স পর্য্যন্ত বালিকাদিগকে সম্পূর্ণরূপ বক্ষা করিতে হইবে দ্বাদশ অপেক্ষা সেই বয়সের আর নিম্নতব সীমা হইতে পাবে না। অন্ততঃ ঐ বয়স পর্য্যন্ত বিবাহসূত্রে প্রাপ্ত অধিকাবেব পবিচালন আমবা স্পষ্টরূপে ও কোন প্রকার সীমা নির্দ্দেশ না করিয়া নিষেধ করিতে বাধ্য।

বিচারাধীন বিষযেব আব এক অংশেব সহিত আমার কথাগুলিব কিছু সম্বন্ধ আছে। এরূপ পবামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে, বয়সেব সীমা নির্দ্দেশ না করিয়া রজোদর্শন হইলেই সহবাস হইতে পারিবে এই নিয়ম কবা উচিত। কিয়ৎপরিমাণে এই মতের সহিত আমাব সহানুভূতি আছে। বাঁধাবাঁধি বয়সের নিয়ম অপেক্ষা প্রকৃত ও স্বাভাবিক বজোদর্শনকে অবলম্বন করিয়া নিয়ম কবিলে যে শারীর বিজ্ঞান অনুসাবে উৎকৃষ্টতর নিয়ম কবা হয় তদ্বিষযে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক এইরূপ সকল পারিবারিক ও গুহ্য কথার তদন্ত হওয়ার পক্ষে বিশেষ ও গুরুতব আপত্তি আছে এবং আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, এইরূপ আপত্তি উপস্থিত পাণ্ডুলিপির বিপক্ষগণের অপেক্ষা

অপর কেহই বেশী করিয়া করিবেন না। আবার বালিকা ঋতুমতী হইয়াছে বলিয়া সহজেই সাজান যাইতে পারে এবং আমরা যে অনিষ্ট অর্থাৎ উপযুক্ত বয়সের পূর্ব্বে সহবাস প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছি সেই অনিষ্টে দ্বারাই কিম্বা অপরাপর অস্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারা বালীকার ঋতু শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হইতে পারে এবং উপস্থিত করা হয়। আমি জানি যে, হিন্দুদিগের মধ্যে বালিকা ঋতুমতী হইলেই প্রায়ই কতকগুলি অনুষ্ঠানাদি করা হয় এবং ব্যাপাবটী সর্ব্বসাধারণের নিকট জানাজানি হইয়া পড়ে, কিন্তু ইহাতেও আমি যে আপত্তির উল্লেখ করিলাম তাহা দুব হয় না, তদ্ভিন্ন ইহাও স্মরণ করা উচিত যে আমরা কেবল হিন্দুদিগেব নিমিত্ত আইন কবিতেছি না। দণ্ডবিধির আইন সকলের প্রতিই খাটে।

ইহা বলা হইয়াছে যে কোন বালিকার ঠিক বয়স কত তাহা প্রায়ই জানা থাকে না। এ আপত্তিটী কিয়ৎপরিমাণে সত্য বটে। কিন্তু ক্রমে যতই শিক্ষার বিস্তার হইবে এবং অন্যান্য প্রয়োজনার্থ কোন না কোন রকম বয়সের প্রমাণ রাখা আবশ্যক বলিয়া জনসাধাবণের ধারণা হইয়া দাঁড়াইবে ততই এই আপত্তিটীর কারণ দূব হইবে। এই আপত্তি বশতঃ ব্যবস্থাপক সভার পক্ষে অন্যান্য বিষয়ে এমন কি ফৌজদাবী আইনেব মধ্যেও বযসের সীমা নির্দ্দেশ করিবার কোন বাধা হয় নাই। এবং কার্য্যতঃ আদালত সকল বয়স সম্বন্ধে মোটামুটী ঠিক সিদ্ধান্তই করিয়া থাকেন। জয়পুরের বাজপুতেরা কাজের লোক, তাহারা বিবাহের বয়স নির্দ্দেশ কবিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। প্রকৃত সন্দেহ থাকিলে অবশ্য সর্ব্বস্থলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সন্দেহের ফল দেওযা হয় অর্থাৎ সেই সন্দেহটীকে তাহার সপক্ষে গণ্য করা হয, কিন্তু এ বিষয়ে আমি স্বামীদিগকে বিশেষ আগ্রহ সহকারে এই পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করি যে, তাঁহারা যেন বয়স সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিলে ঐ সন্দেহের সম্পূর্ণ ফল আপন আপন অল্পবযস্কা স্ত্রীদিগকে দেন অর্থাৎ তাহাদিগের সহিত সহবাস হইতে বিরত থাকেন। এরূপ করিলে উভয়েরই বিপদের সম্ভাবনা কম হইবে।

কিন্তু আমার মান্যবর বন্ধু সর শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় পাণ্ডুলিপি খানি কার্য্যকর হইবে না এক্ষণে এই আপত্তির উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছেন। তিনি বলেন যে, যে স্থলে সহবাস বশতঃ কোন রূপ গুরুতর আঘাত

সংঘটিত হয় না সে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্থ করা অসম্ভব, আবার যে স্থলে ঐরূপ আঘাত সংঘটিত হয় সে স্থলের প্রয়োজনার্থ বর্ত্তমান আইনই প্রচুর ও যথেষ্ট। আমি এই দুই কথাই অস্বীকার করি। প্রথম কথা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যে স্থলে কোন হানি হয় নাই এবং বালিকা বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই সে স্থলেও বালিকা সহবাস হওয়া সম্বন্ধে সত্য কথা বলিতে পাবে এমন কি সে নিজেই নালিশ কবিতে পাবে। কারণ এমন অনেক বালিকা আছে যাহারা অতীব দারুণ যাতনা সহ্য করিবে কিন্তু তাহাদেব উপর সহবাসরূপ অত্যাচাব হইলে তাহা সহ্য কবিবে না। তৎক্ষণাৎ কোন অনিষ্ট না হইলেও নৈতিক অপরাধটি যতদূব গুরুতর হইবার কথা ততদূর গুরুতর হইবে। বিচারাধীন বিষয় সম্বন্ধে আমাদিগেব উপব যে বহুসংখ্যক বাগ্মিতাপূর্ণ পুস্তিকা বর্ষণ করা হইয়াছে তাহার একখানিতে পুস্তিকাকাব স্বামীর দণ্ড হওয়ায় একটী পরিত্যক্তা স্ত্রীব একখানি সমুজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। উহা পাঠ কবিয়া লেখক অতি কাপুরুষোচিত পরামর্শ দিয়াছেন বলিয়া আমার বোধ হইল। অকাল সহবাস জনিত অনিষ্ট স্ত্রীব নীরবে সহ্য করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে বলিয়াই কি আমরা তাহাকে রক্ষা কবিবার উপায় কবিব না? সুখের বিষয় স্ত্রীর বিরুদ্ধে অন্যান্য অপরাধ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভা এই মত গ্রহণ কবেন নাই।

ইহা স্বীকার কবিতে পাবা যায় বটে যে, স্ত্রীব সাক্ষ্য বিনা এবং স্বামী যখন অস্বীকার কবিতেছেন তখন প্রকৃত সহবাস ঘটনা প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু মুখ্য অপরাধী ও সাহায্যকারী এই উভয়েরই বিষয় আমাদের বিবেচনা করা চাই। আমি ব্যবস্থাপক সভাকে স্মরণ কবাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে, যে অপরাধির সহায়তা করা হয় সেই অপরাধেব প্রমাণ না হইলেও এমন কি সেই অপরাধ করা হয় নাই ইহা নিশ্চিত হইলেও দণ্ডবিধির আইনে সেই অপরাধের সাহায্যকারীর দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে। ইহা ন্যায্যই হইয়াছে। আমি যাহা অবগত হইয়াছি তাহা যদি ঠিক হয় তাহা হইলে অপরাধের সহায়তার বিষয় প্রমাণ করিতে সক্ষম এমন অনেক সাক্ষী পাওয়া যাইবে, তবে তাহাদের আসিয়া সাক্ষ্য দেওয়া চাই। সকলেরই যে মুখ বন্ধ করিতে পারা যাইবে ইহা সম্ভবপর নয়।

আমার মান্যবর বন্ধু শ্রীযুত মিত্র মহাশয়ের দ্বিতীয় কথাটী সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তিনি হরি মাইতীর মোকদ্দমার উপর নির্ভর করিয়াছেন এবং হাই কোর্টের এক্ষণকার 'অপর দুইজন জজ রিপোর্ট করা হয় নাই এমন যে একটী নিস্পত্তি সিলেক্ট কমিটীতে প্রেরণ করিয়াছেন তাহার উপর নির্ভর করিয়াছেন। যদিও নিশ্চিতই হরি মাইতীর দুর্ব্যবহার বশতঃ তাহার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে তথাপি হরি মাইতীর বিরুদ্ধে অপরাধযুক্ত নরহত্যা বা ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর আঘাত করণ অপরাধ সাব্যস্থ হয় নাই। সুতরাং ঐ মোকদ্দমাটী শ্রীযুত মিত্র মহাশয়ের তর্কের বিরুদ্ধে যাইতেছে। হরি মাইতীর বিরুদ্ধে কেবল অসাবধানতার কার্য্যকরণ অপরাধ সাব্যস্থ হয় এবং তাহার এক বৎসর মাত্র মিয়াদ হয়। সাক্ষ্যে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল অর্থাৎ হরি মাইতী যে রাত্রির ঘটনা লইয়া মোকদ্দমা তাহার পূর্ব্বে অনেকবার আপন স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছিল তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমি বিবেচনা করি যে কোন জজই তাহাকে অসাবধানতারূপ এই সামান্য অপরাধেও অপরাধী সাব্যস্থ করিতেন না। জুরী তাহাকে অপরাধী সাব্যস্থ করেন বটে, কিন্তু জুরী এরূপ কারণ প্রদর্শন করিতে বাধ্য নহেন যাহা প্রতিকূল সমালোচনে অটুট থাকিতে পারে। অন্য মোকদ্দমাটীতে অভিযুক্ত কালী কেওরা যে সাফাই দেয় তাহাতে মোটেই এরূপ কোন কথা ছিল না যে, বালিকাটীকে সহবাসের জন্য তৈয়ারী করিয়া লওয়া হইয়াছিল অথবা গুরুতর অনিষ্ট বিনা পূর্ব্বে তাহার সহিত অনেক বার সহবাস করা হইয়াছিল, সুতরাং তাহাতে আইন মত বিদ্বেষ বা অপরাধ যুক্ত অসাবধানতা অপরাধের আরোপ হওয়া অসম্ভব। জজ মহোদয়েরা বোধ হয় বিশেষ বিবেচনা করিয়াই এই প্রশ্নটী উত্থাপিত করেন নাই। ইহা সত্য বটে যে, আসামির প্রতি তাঁহারা আঘাত করিবার অভিপ্রায় অথবা সম্ভবতঃ আঘাত হইবে বলিয়া যে রূপ জ্ঞান থাকিলে আইন অনুসারে আঘাত করিবার অভিপ্রায়ের তুল্য হয় সেই রূপ জ্ঞান আরোপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যে সকল ঘটনা হইতে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন আমাদিগের তৎসমুদয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই। বালিকাটীর যৌবনের কোন চিহ্নই দেখা দেয় নাই এমন নহে, তাহার বয়সও দশ বৎসরের কিছু অধিক ছিল। বস্তুতঃ বালিকার বয়স দশ বৎসরের কম ছিল কি না এ বিষয়ে আদালতের

কিঞ্চিৎ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু আদালত সন্দেহের ফল আসামীকে দিয়াছিলেন। বালিকার বয়স দশ বৎসর মাত্র না হইয়া যদি প্রায় বার বৎসর হইত তাহা হইলে আদালত আসামী সম্বন্ধে যে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান করিতেন তাহা এই মোকদ্দমা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। এই রূপ সকল স্থলে আইন যে কতদূর অনিশ্চিত ও স্বামীর অপরাধ বা নির্দ্দোষিতা যে কত সূক্ষ্ম ২ বিষয়ের বিচারের উপর নির্ভর করে তাহা হরি মাইতীর মোকদ্দমায় শ্রীযুত জজ উইলসন সাহেব অতি সুদক্ষ ও সাবধান ভাবে জুরীর প্রতি যে চার্জ দেন তাহাতে প্রকাশ পায়। সর শ্রীযুত এণ্ড স্কোবল সাহেব পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার সময় এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। তিনি ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, যে আইনে এই সকল বিঘ্ন ও বাধা ঘটায় এবং একজন পূর্ণ বয়স্ক জোয়ান মানুষকে একটি বার বৎসরের বালিকার সহিত ব্যাঘাতের পথ বন্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক সহবাস করিতে দেয় সে আইনকে এক গুণ্ডার পক্ষ হইতে ভিন্ন অন্য কোন পক্ষ হইতে প্রচুর বিবেচনা করা যাইতে পারে কি না। বর্ত্তমান আইনে কেবলমাত্র গুরুতর আঘাত হইতেও বালিকাদিগকে সম্যকরূপে রক্ষা করে আমি এই মতটী গ্রহণ করিতে পারিলে খুসি হইতাম, কারণ আমার বিবেচনায় উপস্থিত পাণ্ডুলিপিখানি একটি বিষয়ে অসম্পূর্ণ অর্থাৎ যে বালিকাদিগের বয়স দশ বৎসরের অধিক তাহারা বর্ত্তমান আইন অনুসারে ও হিন্দু শাস্ত্রের অনিশ্চিত শাসনানুসারে যে যৎসামান্যরূপ নির্ব্বিঘ্নতা ভোগ করে বালিকারা দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতে যৌবন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সময়ের নিমিত্ত উপস্থিত পাণ্ডুলিপি হইতে কেবল সেই পরিমাণ নির্ব্বিঘ্নতা প্রাপ্ত হইবে। সভ্যগণের স্মরণ আছে যে, সর শ্রীযুত এণ্ড্রু স্কোবল সাহেব এই মাত্র হুগলীর একটী মোকদ্দমার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ মোকদ্দমায় অভিযুক্ত স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি দেওয়া হয় এবং তাহার বালিকা স্ত্রীর মৃত্যু একটি শোচনীয় আকস্মিক ঘটনা এবং ঐ ঘটনা স্বামী কর্ত্তৃক তদীয় বিবাহসূত্র প্রাপ্ত অধিকার পরিচালনের ফল বলিয়া বর্ণিত হয়। সুতরাং ঐ মোকদ্দমায় আদালত যে মত প্রকাশ করেন তাহা আমার মান্যবর বন্ধু শ্রীযুত মিত্র মহাশয়ের প্রকাশিত মতের ঠিক বিপরীত।

সভাপতি মহাশয়, অনেকেই এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে অপরাধটীর কথা এক্ষণে বিবেচনা করা যাইতেছে তাহাকে আমাদের বলাৎকার নামে অভিহিত করা উচিত নয়। এই পরামর্শটী সিলেক্ট কমিটী বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। আমার মান্যবর বন্ধু সর শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লার্ড মেকলে ও তাঁহার যে সহযোগীরা দণ্ডবিধির আইনের প্রথম পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মতের উপর নির্ভর করিতেছেন। কিন্তু অধিকতর বিবেচনার পর ঐ মতটী অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল এবং বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বিবেচনাধীন অপরাধটী বলাৎকার নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। সহবাস সম্মতির বয়স কেবল দুই বৎসর বাড়াইয়া দিতেছি বলিয়াই কি আমরা এক্ষণে অপরাধটীর নাম পরিবর্ত্তন করিব? অপরাধটী যে কত দূর গুরুতর ইহা বিবেচনা করিলে আমার বিবেচনায় যত দূর ঘৃণাসূচক নাম খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে ততদূর ঘৃণাসূচক নাম দিয়া ঐ অপরাধের নিন্দা করা উচিত। আর বলাৎকারই বা কি? বলাৎকারের অর্থ, অবৈধ স্ত্রীসংসর্গ, এরূপ স্ত্রীসংসর্গ যাহা কেবল অবৈধ নয়, আইনবিরুদ্ধ ও অপরাধ বলিয়া দণ্ডনীয়ও বটে, ইহা এরূপ স্ত্রী-সংসর্গ যাহাতে স্ত্রী প্রকৃতপক্ষে সম্মতি দেয় না কিম্বা আপনার অপরিণত বয়সহেতু যাহা আইন অনুসারে সম্মতি বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে তদ্রূপ সম্মতি দেয় না। আমি বিবেচনা করি যে যাঁহারা আমাদের দণ্ডবিধির আইন সর্ব্বশেষে সংশোধন করিয়াছিলেন তাঁহারা এ বিষয়ে ঠিকই করিয়াছিলেন। স্বামীর বিবাহসূত্রে প্রাপ্ত কতকগুলি অধিকার আছে সত্য বটে, কিন্তু এস্থলে আমরা স্পষ্ট করিয়া তাঁহার কর্তৃক ঐ সকল অধিকারের পরিচালন নিষেধ করিতেছি। ঐসকল অধিকার কিছু কালের জন্য স্থগিত থাকিবে এবং স্ত্রী যাবৎ একটী নির্দ্দিষ্ট বয়স প্রাপ্ত না হন তাবৎ তাঁহার শরীর পবিত্র ও সহবাস দ্বারা দূষিত হইবার অযোগ্য বলিয়া ব্যক্ত করা হইতেছে।

আবার পাণ্ডুলিপিতে যে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধেও আপত্তি করা হইয়াছে এবং কেহ কেহ এতদূর পর্য্যন্তও বলিয়াছেন যে বিচার্য্য সহবাস অপরাধটী সামান্যমাত্র এবং উহার দণ্ড কেবল জরিমানাই হওয়া উচিত, অর্থাৎ এরূপ অপরাধকে ধনী লোকের বিলাসবস্তু করিয়া দেওয়া উচিত।

অবশ্যই শেষোক্ত পরামর্শটি বিবেচনাযোগ্যই নয়। কেবল যদি স্বামির কথা বিবেচনা করিতে হইত তবে স্বামীর পক্ষে সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইলে আমি বিশেষ আপত্তি করিতাম না, কিন্তু সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের সহিত একমত হইয়া আমি মোটের উপর এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান আইন অপরিবর্ত্তিত রাখাই ভাল বোধ করিলাম। এক্ষণেও আমার সেই মত। স্বামী ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বলাৎকারের স্থলে অপরাধটীর যে সকল জঘন্য লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে যদিও স্বামীর বেলায় তাহার একটি লক্ষণের অভাব হয় বটে তথাপি অন্য পক্ষে আর একটি বিষয় বিবেচনা করিলে স্বামীর অপরাধটী যেন গুরুতর হইয়া উঠে। সে বিষয়টী এই যে, স্বামী যে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করেন তিনি নিজেই তাহার স্বাভাবিক রক্ষক এবং সে তাহার অধীন বলিয়াই তিনি কাপুরুষের ন্যায় তাহার উপর ঐ অত্যাচার করেন। যাহা হউক, দণ্ডের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ কি হইবে তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা নয়, কারণ ঐ সীমা পর্য্যন্ত আদালতের দণ্ড বিধান করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিতেছে। সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছা এই যে, অপরাধটী কেবল সেশন আদালতেরই যেন বিচার্য্য থাকে। সেশন জজেরা উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিবেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের এ বিশ্বাস আছে। যদি কোনস্থলে তাঁহারা তাহা না করেন, তবে হাই কোর্টের সমালোচন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। যদি কোন যুবা স্বামী বাটীর কর্ত্তৃপক্ষের প্ররোচনায় প্রবল প্রলোভনের বশীভূত হন তাহা হইলে তাঁহার প্রতি যে অতি কঠোর দণ্ডবিধান করা হইবে আমাদের এরূপ আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু যে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে প্রশ্রয় দেন তাঁহাদের সম্বন্ধে যে কিরূপ ব্যবস্থা করা হইবে সেটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। যে অপরাধটীর সাহায্য করা হয় যেস্থলে সেই অপরাধটী করা হইয়াছে এরূপ প্রমাণ করা যাইতে না পারে সেস্থলে সেই অপরাধের সহায়তাকরণের দণ্ড মুখ্য অপরাধের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের চতুর্থাংশ মাত্র। সুতরাং স্বামীকৃত বলাৎকার অপরাধের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ দণ্ড ঐ অপরাধের স্পষ্ট সহায়তাকরণ অপরাধের নিমিত্ত যে দণ্ড উপযুক্ত বিবেচিত হয় সেই দণ্ডের চারিগুণ হওয়া উচিত। পাণ্ডুলিপির বিরোধীগণের পক্ষ হইতে বলিতে গেলে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ দণ্ড অধিক করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিবার একটী কারণের উল্লেখ করিব। তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে

পাণ্ডুলিপি হইতে মিথ্যা মোকদ্দমা সংঘটিত হইবে। দণ্ডবিধির আইনের ২১১ ধারায় বলাৎকারের ন্যায় দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডে বা দীর্ঘকাল কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত হইলে তাহার নমিত্ত বিশেষ গুরুতর দণ্ডবিধান করা হইয়াছে। এবং মিথ্যা অভিযোগের নিমিত্ত শাস্তিবিধান করিবার সময় যে অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা অভিযোগ করা হয় সেই অপরাধের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের প্রতি অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তির অন্যায় করিয়া যে দণ্ড হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল সেই দণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রাখা যুক্তিসঙ্গত ও তাহাই সচরাচর করা হইয়া থাকে

পুলীস ও নিম্ন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মোকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন, ইহাতে বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। সাধারণতঃ বলিতে গেলে, আমার বিবেচনায় ঐ সকল মাজিষ্ট্রেট আমাদের বিশ্বাসের পাত্র হইবার যথার্থই উপযুক্ত, আর পুলীসকে যে এই স্থলে হাজির করান হইয়াছে তাহা কিয়ৎপরিমাণে একটা ছলনা মাত্র। বঙ্গদেশে পুলীসের নিন্দা করা একটি রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আমার বোধ হয় যে পাণ্ডুলিপির বিপক্ষগণ এবিষয়ে অন্ততঃ প্রচলিত কুসংস্কারটী যতদুর আপনাদের কার্য্যে লাগাইতে পারেন তাহা লাগাইয়াছেন। পুলীসের কার্য্য অন্যান্য অপরাধ সম্বন্ধে যেরূপ বিপদ-জনক বা হিতকর বিচার্য্য অপরাধ সম্বন্ধে কেন তাহা অপেক্ষা অধিক বিপদ-জনক বা কম হিতকর হইবে তাহা বুঝা যায় না। যাহা হউক, এই আপত্তি নিতান্ত অমূলক নয় ইহা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি এবং সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছার অনুরোধে সিলেক্ট কমিটী এবিষয়ে যতদূর সুবিধা করিয়া দেওয়া সম্ভব তাহা করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কেবল ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটেরাই এই অপরাধগুলির বিচার করিতে পারিবেন এবং কোন স্থানীয় তদন্তের নিমিত্ত তাঁহারা কোন পুলীসের কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে ইন্‌স্পেক্টরের নিম্নপদস্থ কোন পুলীসের কর্ম্মচারীকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমি এই বিধানগুলিতে কেবল এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সম্মত হইয়াছি যে যে সকল প্রদেশে বড় বড় জিলা আছে তথায় এইরূপ মোকদ্দমা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই এবং এমন কি বঙ্গদেশেও কখন কদাচিৎ দুই একটা মোকদ্দমা ঘটিবে। পূর্ব্বোক্তরূপ

বিধান যে কেবল পরীক্ষার্থ ও কিয়ৎকালের নিমিত্ত হইতেছে এবং যেরূপ আশা করা যায় তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে যে ঐ সকল বিধান স্থায়ী হইতে পারিবে না ইহা স্পষ্টই বুঝিতে হইবে। এই সকল বিধানের পুনর্ব্বিবেচনা হইবার পূর্ব্বে যে সময় অতীত হইবে আমি আশা করি যে এতদ্দেশের লোকে আপনারাই সেই সময়ের মধ্যে এরূপ সকল সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিবেন যাহাতে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট ছাড়া আর কোন কর্ম্মচারীর প্রতি এই সকল মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিচারাধিকার দেওয়া অনাবশ্যক হয়।

মান্যবর শ্রীযুত স্কোবল সাহেব স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে আমাদের বিচার্য্য অপরাধটি সম্বন্ধে নালিশ হইলে ঐরূপ নালিশ বদ্ধ গৃহের মধ্যে গ্রহণ করিতে মাজিষ্ট্রেটদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে এবং তাঁহারা কোন স্ত্রী লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার শরীর বলপূর্ব্বক ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইতে পারেন না। এ সম্বন্ধে আমি আর অধিক কিছু বলিব না। বালিকা স্ত্রী নিজে বা তাহার অভিভাবক ভিন্ন আর কেহ নালিশ করিতে পারিবে না, এরূপ বিধান করা যে অসম্ভব যে সভ্য মহোদয়েরা আমার পূর্ব্বে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাঁহারা তাহাও বুঝাইয়া দিয়াছেন। নালিশ করিতেই হইবে এরূপ বিধান করা হইলে বালিকা স্ত্রী যাহাতে নালিশ করিতে না পারে বা যে স্থলে অপরাধটী রফা করিবার যোগ্য হয় সেই স্থলে যাহাতে অপরাধটী রফা করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে তন্নিমিত্ত তাহাকে ভয় দেখান ও শাসান হইবে কিম্বা তাহার উপর আরো অধিক পশুবৎ অত্যাচার করা হইবে। বালিকা স্ত্রীর অভি-ভাবক সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বালিকাকে তাহার স্বামীর হস্তে দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকেই সাধারণতঃ দায়ী করা হইবে। সুতরাং যখন নালিশ করিলে অপ-রাধের সাহায্যকারী বলিয়া তাঁহারই অভিযুক্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে তখন তিনি যে নালিশ করিবেন এই সম্ভাবনা কোথায়? অভিভাবকদের সাহায্যকারী বলিয়া অভিযুক্ত হইবার যে আশঙ্কা রহিয়াছে বালিকা স্ত্রী যাহাতে তাহার স্বামীর নিকট প্রেরিত না হয় তন্নিমিত্ত আমি সেই আশঙ্কার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছি। যে পিতা আপনার কন্যাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তিনি যদি এরূপ বলিতে সক্ষম হন যে আমার কন্যাকে যাইতে দিলে আমার বড় বিপদ হইবে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। আবার

যে ব্যক্তি এরূপ আইন না থাকিলে দেশাচার বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক হইতেন ঐ প্রকার যুক্তি মানিয়া তিনিও এসম্বন্ধে তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইতে পারেন। কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধায় এই বিষয়গুলির আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম বটে কিন্তু আমি ইহাও বলিতেছি যে, সংশোধিত আইনের কিরূপ কার্য্য হয় তৎপ্রতি হোম ডিপার্টমেণ্ট ও সকল স্থানীয় গবর্ণ-মেণ্ট বিশেষ সতর্কতা সহকাবে লক্ষ্য রাখিবেন। ফলতঃ কেবল মাত্র ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট ও পুলীসের ইন্‌স্পেক্টরদিগেব প্রতি আপাততঃ বিচারাধিকার প্রদত্ত হওয়াতে আমাদিগকে এইরূপ লক্ষ্য রাখিতেই হইবে। এবিষয়টাকে যে আমর গুরুতর বিবেচনা করি অতি অল্প সংখ্যক কর্ম্মচাবীর প্রতি বিচারাধিকার প্রদানই তাহাব প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পাবে।

আর একটী প্রশ্ন বাকী রহিয়াছে। সেইটী সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। এরূপ বলা হইয়াছে যে, পাণ্ডুলিপিখানি বড় বেশীদূর পর্য্যন্ত যায় নাই এবং যদিও আমবা বালিকাকে যৌবন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে না পারি তথাপি অন্ততঃ বাল্যবিবাহটী নিষেধ করিতে পারি। ব্যবস্থাপক সভার নিশ্চিতই এই ক্ষমতা আছে, কিন্তু এরূপ করিলে ধর্ম্মের প্রতি এবং এরূপ সকল সামাজিক প্রথার প্রতি হস্তক্ষেপ কবা হয় যাহা স্বভাবতঃ অনিষ্টজনক নহে। আমি নিজে এরূপ হস্তক্ষেপ করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক এবং আমাব বিশ্বাস যে আমার মান্যবর সকল সহযোগীরও এই মত। আমাদের মতে এদেশের লোকের আপনাদেরই বাল্যবিবাহের সম্ভাবিত উপকাব ও সুস্পষ্ট অপকার গুলি তুলনা করিয়া দেখিতে পাওয়া উচিত, এবং তাঁহারা যদি উপকারেব পরিমাণ বেশী দেখেন তাহা হইলে তাঁহাবা যে বয়সে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করুন না কেন আমরা সেই বয়সে বিবাহ দেওয়া নিষেধ কবিবার পক্ষে আপাততঃ কোন বিশেষ বা উপযুক্ত কাবণ দেখি না। কিন্তু বিবাহসূত্রে প্রাপ্ত অবিকার পরিচালনের কথাটী স্বতন্ত্র। দাম্পত্য সম্বন্ধ অনুষ্ঠিত হইলেই যে কোন বালিকার অনিষ্ট হয় তাহা নয়, অন্ততঃ এরূপ স্পষ্ট ও নিভাঁজ অনিষ্ট হয় না যাহা ব্যব-স্থাপক সভার পক্ষে আমলে আনা আবশ্যক। কিন্তু দুর্ব্বলকে বলবানের পশুবৎ অত্যাচার হইতে রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এমন কি যদি সমস্ত শাস্ত্র একবাক্যে ঐরূপ অত্যাচার করিবার আদেশ

করে এবং দেশের সর্ব্বজাতীয় লোক ঐরূপ অত্যাচার করে তাহা হইলেও উহা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার প্রতীতি হইয়াছে যে, উপস্থিত পাণ্ডুলিপিসম্বন্ধে দেশের অধিকাংশ লোকই আমাদের সহিত একমত এবং ইহাও আমার প্রতীতি হইয়াছে যে, ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের সারভূত কোন বিষয়ের প্রতি হস্তক্ষেপ হইতেছে না। আমরা যদি বাল্যবিবাহ নিষেধ করি তাহা হইলে লোকেও আমাদের সহিত একমত হইবে না আর আমরা যে তাহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করি নাই এ কথাও বলিতে পারিব না। ফলতঃ আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না যে, আমার মান্যবর বন্ধু শ্রীযুত মিত্র মহাশয় ও অপরাপর যে ব্যক্তির ঐরূপ মত তাঁহারা কি করিয়া উভয় কথার সামঞ্জস্য করেন। যে একটী সামাজিক প্রথা অন্ততঃ উহার সারাংশটী কেবল বঙ্গদেশে প্রতিপালিত হয় কিন্তু সেখানকার সর্ব্বোচ্চ জাতির লোকে যাহা অগ্রাহ্য করেন, অন্ততঃ যাহা বহুসংখ্যক বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিমান পরিবার কর্ত্তৃক অমান্য করা হয়, এক পক্ষে তাঁহারা আমাদিগকে সেই প্রথার অনুকূল কএকটী বচন নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মানিতে বলিতেছেন, আবার পক্ষান্তরে তাহা অপেক্ষা গুরুতর একটী বিষয়ে, অর্থাৎ কোন হিন্দু পিতাই, কন্যার বিবাহ দেওয়া সম্বন্ধীয় শাস্ত্রের স্পষ্ট বিধিটী মানিয়া চলিতে পারিবেন না আমরা এইরূপ হুকুম দিব এই বলিয়া আমাদিগকে শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

সুনীতি ও দয়াধর্ম্ম রক্ষার্থ যাহা অবশ্যকর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করিলে আমি এই অনুরোধ রক্ষা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি না। অতএব আমাদিগকে যাহা করিতে অনুরোধ করা হইতেছে আমার বিবেচনায় তাহা করিবার আমাদের অধিকার নাই। কিন্তু যদিও এ বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে আমাদের হাত বাঁধা রহিয়াছে, তথাপি আমার মান্যবর বন্ধু শ্রীযুত মিত্র মহাশয় ও দেশীয় সমাজের অপ-নেতৃগণ আপনারাই অবাধে এই অনিষ্টের বাল্যবিবাহ রূপ মূল উচ্ছেদন করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। সর শ্রীযুত এণ্ড্রু স্কোবল সাহেব আমার মান্যবর বন্ধু ও অপরাপর মাতবর বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নিকট যে অনুরোধ করিয়াছেন আমি অতি আগ্রহ সহকারে তাহার পোষকতা করিতেছি। উপস্থিত পাণ্ডুলিপি খানিকে তাঁহারা অসম্পূর্ণ জ্ঞান করিলেও এবং যে নিয়ম অবলম্বন করিতে আমাদের ইচ্ছা সেই নিয়মানুসারে বিচারিত হইলে যদিও পাণ্ডুলিপিখানি সত্য সত্যই অসম্পূর্ণ

বটে তাহা হইলেও তাঁহাদের হস্তে প্রস্তাবিত আইনটী সংস্কার কার্য্য সাধনার্থ একটি বিশেষ কার্যকের উপায় হইয়া উঠিতে পারে। ইতিমধ্যেই ইহা দ্বারা এই ঘোরতর নিন্দনীয় ব্যাপারের প্রতি সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। লোকে প্রস্তাবিত আইনটীকে ফাঁকি দিয়া চলিবে তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ নির্দ্দেশ না করিয়া এবং এইরূপ নির্দ্দেশ করণ দ্বারা লোককে আইনটীর প্রতিকূলতাচরণ করিতে প্রশ্রয় না দিয়া, এই সুযোগে স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে সমস্ত অনিষ্টের মূলোচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করুন। তাঁহারাই বলেন যে, প্রস্তাবিত আইনটীর প্রতি লোকের বিরুদ্ধভাবের জন্য তাঁহারা দুঃখিত এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে প্রকৃতপক্ষে দুঃখিত হইয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জয়পুরের ও রাজপুতানার অন্তর্গত অন্যান্য রাজ্যের রাজপুতেরা তাঁহাদিগকে এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার একটি উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহারা আপন ধর্ম্মের কণা মাত্র ত্যাগ না করিয়া বিবাহের বয়স নিরূপক কতকগুলি সন্তোষজনক নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন ও আপনারা ঐ সকল নিয়মানুসারে চলিবেন। বঙ্গদেশের প্রধান ব্যক্তিদেরও এইরূপ করিতে প্রবৃত্তি হয়, কিম্বা যদি আপাততঃ ততদূর সম্ভব না হয় অন্ততঃ তাঁহারা এইটুকু করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে বালিকাদের বারবৎসর বয়সত পূর্ণ হইবেই তাহা ছাড়া তাহারা পূর্ণযুবতী না হইলে স্বামীগৃহে যাইতে পাইবে না। এই দুইটি সংস্কারের যে কোনটী করা হউক, উপস্থিত পাণ্ডুলিপিখানি অপ্রচলিত হইয়া পড়িবে ও উহা নাই বলিয়া বিবেচিত হইবে। পাণ্ডুলিপিখানি এইরূপে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে ইহাই আমার ইচ্ছা। বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও সভ্য প্রদেশ বলিয়া দাবী করিয়া থাকে কিন্তু সম্প্রতি যে সকল কথা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে সভ্য জগতের নিকট এই প্রদেশকে অতিশয় নিন্দনীয় হইতে হইয়াছে, এই দুইটি সংস্কারের কোন একটি সংস্কার করা হইলেই এই নিন্দা হইতে ইহাকে রক্ষা করা যাইতে পারে।

শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ব্যবস্থাপক সভায় সম্মতির বয়স বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ করণোপলক্ষে মান্যবর শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বক্তৃতা।

অপরাহ্ণ হইয়াছে এবং পাণ্ডুলিপির সুদীর্ঘ আলোচনাও হইয়াছে। অতএব এখনও যে আমি মহিমবরের সভায় কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি তাহার প্রধান কারণ এই যে ভারতবর্ষের অপর কোন অংশ অপেক্ষা পাণ্ডুলিপিখানির বঙ্গদেশের সহিত বিশেষ সংস্রব আছে এবং আমি কোন কথা না বলিলে এমন বুঝাইতে পারে যে আমি পাণ্ডুলিপিখানি অনুমোদন করি না। যে নীতিসূত্র অবলম্বন করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহা যে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি একথা আমি যতদূর সম্ভব স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি। এবং আমার এই বিশ্বাস যে পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হইলে এবং যে আন্দোলনে লোকের মন এখন আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে তাহা শেষ হইয়া গেলে লোকে স্বীকার করিবে যে এই আইনের গুণে ধার্ম্মিকতা বৃদ্ধি হইবে এবং লোকের শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হইবে। অনেকে এইরূপ আশা করেন এবং আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি যে এই আইনানুসারে কখনই কার্য্য করিতে হইবে না, যদিও হয় অতি অল্প স্থলেই করিতে হইবে এবং আইনে যে লোকশিক্ষা সম্পাদিত হইবে তাহার গুণে ভারতবর্ষের এই অংশে এখন যত বয়সে বালিকার বিবাহ হয় জনসাধারণ তদপেক্ষা বেশী বয়সে বালিকার বিবাহ দিবার পক্ষপাতী হইয়া উঠিবেন।

কিন্তু আদালতে এই আইনানুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত হইতেও পারে। এবং পাছে (১) বিদ্বেষমূলক অভিযোগ সহজে গ্রহণ করা হয় এবং

(২) পুলিসকে এই সকল অভিযোগের তদন্তে নিযুক্ত করা হয় এবং পুলিস তদন্তে নিযুক্ত হইয়া পারিবারিক জীবনের আবরু নষ্ট করে লোকে যে যথার্থই এই চিন্তায় আকুল হইয়া পড়িয়াছে এবং এই চিন্তা যে অতি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না।' সিলেক্ট কমিটী পাণ্ডুলিপিতে যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এই কারণে আমি তাহার সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। সে পরিবর্ত্তনের মর্ম্ম এই যে কেবল মাত্র জেলার মাজিস্ট্রেটগণ এই প্রকার অভিযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তাঁহারা যদি ঐ প্রকার অভিযোগের তদন্তে পুলিসকেই নিযুক্ত করেন তবে পুলিসের কেবল ইনিস্পেক্টরগণকে ঐ রূপে নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে। জেলার মাজিস্ট্রেটগণ সাধারণতঃ অতি উচ্চ ও বহুদর্শী কর্ম্মচারী। এবং পুলিসের ইনিস্পেক্টরগণ সম্মানিত ও উত্তম বেতনভোগী বলিয়া তাঁহাদিগকে একটী মূল্যবান পদ রক্ষা করিতে হয় এবং সেই জন্য তাঁহাদের দুষ্কর্ম্ম করা সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপিতে এই পরিবর্ত্তন করিয়া লোককে যথার্থই প্রভূত পরিমাণে রক্ষা করা হইল এবং ব্যবস্থাপক সভা ইহার অধিক বিধান করা ঠিক মনে করেন নাই। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে ইহাতেও লোকের উদ্বেগ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। এবং লোকে একথাও বলিতেছেন যে সরকারী কর্ম্মের প্রয়োজনের গতিকে খুব অল্পদিনের সিবিলিয়ানদিগকেও কখন কখন অল্পকালের নিমিত্ত জেলার মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতে পারে এবং সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ইনিস্পেক্টরগণও সকল সময় বিশ্বাসযোগ্য হন না। পুলীসকে নিন্দা করিবার এখন যে কতকটা অযৌক্তিক বাতিক দৃষ্ট হইতেছে আমার মান্যবর বন্ধু শ্রীযুত হচিন্স সাহেব তৎসম্বন্ধে এই মাত্র যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া আমি আহ্লাদিত হইয়াছি। শ্রীযুত হচিন্স সাহেবের ন্যায় আমিও মনে করি যে পুলীসের বিরুদ্ধে এখন দেশময় যে শত্রুতাভাবের তরঙ্গ দৃষ্ট হইতেছে সে তরঙ্গ প্রবাহিত হইবার যথেষ্ট হেতু নাই। এবং পুলীসকে যত নিন্দা করা হইতেছে পুলীস যে তত নিন্দার পাত্র একথা স্বীকার করিতে আমি কিছুতেই প্রস্তুত নই। কিন্তু পুলীস সম্বন্ধে এই বিশ্বাস আছে এবং যে ব্যক্তি প্রকৃত শাসনকার্য্যে নিযুক্ত তাঁহার একথা উড়াইয়া দিলে বা অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। কোন

আইনেই সকল প্রকার বিশেষ রকম ঘটনা সম্বন্ধে বিধান করা যাইতে পারে না। এবং সেই সকল ঘটনা হইতে যে সকল গোলযোগ উৎপন্ন হয় তাহা দূর করণার্থে বন্দোবস্ত করা অনেক সময় একজিকিউটিব গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হইযা পড়িতে পারে। উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে আমার বোধ হয় যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট যদি জেলার কর্ত্তৃপক্ষদিগকে দুইটী বিষয়ে আপন ইচ্ছা বা অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন তাহা হইলে উচিত কার্য্যই করা হয়। একটী বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি একটী ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করেন তিনি সেই ঘটনার কথা জানেন বলিযা বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত এবং তিনি যে সংবাদ আনিয়াছেন তাহা যথার্থই বিশ্বাসযোগ্য এরূপ না হইলে কোন মাজিষ্ট্রেট এরূপ অভিযোগ সম্বন্ধে কিছু করিবেন না। একটা রাস্তার লোক শক্রতা সাধিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা কুৎসা রটাইবার বাসনায় সংবাদ দিলে সে সংবাদ সূত্রে অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে না। অপর বিষয়টী এই যে, জেলার মাজিষ্ট্রেট যখন এই নূতন ধারানুসারে অভিযোগ উপস্থিত করিতে দেওয়া হইবে বলিয়া ঠিক করিবেন তখন তাঁহার ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২০২ ধারানুসারে কার্য্য করা যুক্তিসিদ্ধ হইবে। ঐ ধারার মর্ম্ম এই যে, যদি কোন মাজিষ্ট্রেট কোন অভিযোগের সত্যতা অবিশ্বাস করিবার হেতু দেখেন তাহা হইলে বাদীর বা অভিযোগকারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইলে পর তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত হইতে বাধ্য করিবার পরওয়ানা মুলতবি রাখিবেন এবং অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা ইহা জানিবার জন্য হয় স্বয়ং তদন্ত করিবেন নয় তাঁহার অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারিকে অগ্রে স্থানীয় তদন্ত করিবার আদেশ দিবেন।

এরূপ অবস্থায় আমি মাজিষ্ট্রেটকে এই পরামর্শ দি যে, পরওয়ানা বাহির করিবার পূর্ব্বে তিনি অভিযোগ সম্বন্ধে যে তদন্ত করিবেন তাহার ভার পুলিসের কর্ম্মচারী যত উচ্চপদস্থ হউন না তাঁহাকে না দিয়া যে সকল ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট দেশের লোক এবং তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করেন তাঁহাদের মধ্যে এক-জনকে দিবেন। আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট শুনিয়াছি যে বঙ্গদেশের লোকেরা ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগকে খুব বিশ্বাস করে, এবং ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট গণও সে বিশ্বাসের যোগ্য এবং বঙ্গদেশের লোকদিগকে যদি এরূপ

আশ্বস্ত করা যায় যে বহুদর্শী ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট দ্বারা ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করা হইবে তাহা হইলে এত লোকের মধ্যে এখন যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে তাহা বহুল পরিমাণে উপশমিত হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশের যে সকল রাজা জমিদার প্রভৃতি ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের মত চাহিয়াছিলেন তাঁহাদিগের প্রদত্ত মতে সাধারণতঃ যে সুবুদ্ধি ও ধীরতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে আমার বক্তব্য শেষ করিবার পূর্ব্বে তজ্জন্য ধন্যবাদ দিবার অভিপ্রায়ে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমরা সর্ব্বসুদ্ধ প্রায় চল্লিশ জন ব্যক্তিকে পরামর্শ দিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমরা যে সকল উত্তর পাইয়াছি তাহা এই বিষয় সম্বন্ধীয় পত্র প্রবন্ধাদির মধ্যে নিশ্চয়ই অতি আদরণীয় জিনিষ হইয়াছে। এবং প্রকাশ্য বক্তৃতায় ও সংবাদপত্রের প্রবন্ধে যেপ্রকার উগ্রভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে ঐ সকল উত্তরে সে প্রকার কিছুই নাই। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের নিকট যে রিপোর্ট অর্পণ করিয়াছেন তন্মধ্যে ঐ সকল উত্তর সাবধানে বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল এবং বিশ্লেষণ করিয়া আমরা এইরূপ বুঝিয়াছিলাম যে উত্তরদাতাদিগের সংখ্যা এবং সামাজিক সম্ভ্রম ও বুদ্ধিশক্তি বিবেচনায় বিলের অনুকূলেই মতাধিক্য হইয়াছিল। কিন্তু বিষয়টীর আলোচনায় যে প্রখর দায়িত্ব জ্ঞান প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং গবর্ণমণ্টের সদভিপ্রায় স্বীকার করিবার ও গবর্ণমেন্টকে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করণার্থ সাধ্যমত সাহায্য করিবার যে স্পষ্ট ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে সমাজের নেতা বলিয়া মানা হয় গবর্ণমেন্টের সহিত তাঁহাদের যে সম্বন্ধ তদ্বিষয়ে তাঁহাদের মনের ভাব এইরূপ হওয়া বড় আশার কথা। আমার বন্ধু শ্রীযুত সার জর্জ চেস্‌নি মহাশয় এই মাত্র যে মত এত সুন্দর রূপে প্রকাশ করিয়াছেন আমিও সেইমত পোষণ করি এবং আমার নিশ্চয় বোধ হয় যে যখন এই বাদানুবাদের গণ্ডগোল চুকিয়া যাইবে তখন কোন মনোমালিন্য থাকিয়া যাইবে না এবং লোকে স্বীকার করিবে যে আইনের এই সংশোধন মোটের উপর সমীচীন ও সঙ্গত হইয়াছে।

শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ব্যবস্থাপক সভার সম্মতির বয়স বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ করণোপলক্ষে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বক্তৃতা।

মান্যবর শ্রীযুত লেফটন্যান্ট গবর্ণর সাহেব যাহা বলিয়াছেন তদধিক আর কিছু না বলিলেও চলিত, কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি খানি একেবারে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত অথবা ইহা স্থগিত রাখিবার নিমিত্ত অনেকে আমাকে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিয়াছেন। অতএব ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ঐ দুইটী পথের মধ্যে কোনও পথই অবলম্বন করিতে পারেন না তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আমি কয়েকটী কথা বলিব। বোধ হয় এমন কথা কেহই বলিতে পারিবেন না যে, পাণ্ডুলিপি খানি কৌন্সিলে উপস্থিত হওয়া অবধি যে কয়েক মাস গত হইয়াছে তন্মধ্যে পাণ্ডুলিপির বিধান গুলি সম্যক আলোচনা করা হয় নাই। সেই দিবস হইতে আজি পর্য্যন্ত পাণ্ডুলিপির আলোচনায় ও সমালোচনায় যে অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল প্রযোগ করা হইয়াছে এবং যে পরিমাণ অনুসন্ধান করা হইয়াছে ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের প্রস্তাবের পক্ষে কি বিপক্ষে বলিবার আর বেশী কিছু নাই এরূপ মনে করা আমাদের অন্যায় বোধ হয় না। অতএব পাণ্ডুলিপিখানি আরও আলোচনা করিবার জন্য সময় পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে যাঁহারা আমাদিগকে উহার পাশকরণ কার্য্য স্থগিত রাখিতে বলেন আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। আরও সময় দিলে লোকের মনকে আরও অস্থির করিবার জন্য এবং প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে লোককে ভুল বুঝাইবার জন্য সে সময়ের অপব্যবহার করা হইবে।

প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে তিনদিক হইতে আপত্তি আসিয়াছে। ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট এমন একটী বিষয়ে আইন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন যাহা সমাজের কোন বিভাগের বিবাহ বিষয়ক ব্যবস্থার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন ব্যতিক্রম ঘটাইবে না কিন্তু একটী বিভাগের সামাজিক রীতি সম্বন্ধে পরোক্ষ ভাবে ক্রিয়া করিবে। এই জন্য এই আইন সম্বন্ধে সাধারণতঃ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সেই সন্দেহই আপত্তির প্রধান কারণ। যাহারা বেশী মূর্খ তাহাদিগকে এই কথা বলা হইয়াছে যে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্য করিতেছেন তাহাতে তাহাদের ধর্ম্মে আঘাত পড়িবে। এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা এই বিলের যথার্থ মর্ম্ম কিছুই জানেন না, কৌন্সিলে যে সকল তর্ক বিতর্ক হয় এবং সংবাদপত্রে যে সকল আলোচনা করা হয় তাহা পড়েন না এবং যে সকল লোক বিরুদ্ধ নির্দ্ধারণ প্রস্তুত করেন কিম্বা মান্যবর শ্রীযুক্ত নিউজেণ্ট সাহেবের বর্ণিত অবস্থায় প্রকাশ্য সভা আহূত করেন কেবল সেই সকল লোকের কথা মাত্র শুনিয়া যাঁহারা আপন আপন মনের ভয় প্রকাশ করিতে এবং তাঁহাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের ঘোর বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস ব্যক্ত করিতে উৎসুক হইয়া থাকেন। বোধ হয় যে সেই সকল লোককে বিচলিত করিবার পক্ষে এই কথাটী যথেষ্ট হইয়াছে। এই কারণ হইতে আমরা যে আপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি তৎসম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিব যে আমার এই আশা এবং বিশ্বাস যে এই আপত্তি দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইবে না এবং হিন্দু সমাজ এবং সে সমাজের মধ্যে যাঁহারা অজ্ঞানতম অবস্থায় আছেন তাঁহারাও সময়ে বুঝিতে পারিবেন যে আমরা যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছি তজ্জন্য তাঁহাদের ধর্ম্মের কোন বিপদ ঘটিবে না। যে সকল লোক নিজে নিজে অনুসন্ধানাদি না করিয়া দেখিতে প্রামাণিক এমন লোকের কথা বলিয়া এই প্রকারের কথা বিশ্বাস করেন তাঁহাগিকে আমরা দোষ দিতে পারিনা বটে কিন্তু যাঁহারা এত হঠকারী যে তাহারা এইরূপ কথা প্রচার করেন এবং এত সামান্য অছিলা ধরিয়া বিপদ জনক আন্দোলনাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেন আমার বোধ হয় যে তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ করিবার অধিকার আছে। আমি ভরসাকরি যে যাঁহারা গবর্ণমেন্টের এই আইন সমর্থন করিতে অপারগ তাঁহারাও আর কিছু করুন আর না করুন যেন এই

আইনের উদ্দেশ্য এবং ফলাফল সম্বন্ধে অত্যুক্তি বা মিথ্যা উক্তি না করা হয় এবং গবর্ণমেণ্টকে যদি আক্রমণ করাই হয় তবে গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্য করেন নাই এবং করিবার ইচ্ছাও করেন না তজ্জন্য যেন গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করা না হয় তাঁহারা অন্ততঃ এই সততাটুকু প্রকাশ করিবেন।

বিলের সম্বন্ধে যে আপত্তি করা হইয়াছে তাহার প্রধান অংশ এরূপ হেতু হইতে তত উত্থিত হয় নাই। অনেক ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু আছেন যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস বলিয়া বোধ হয় যে নূতন আইনের দরুণ একটী বিশেষ ধর্ম্মক্রিয়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিঘ্ন ঘটিবে। আপত্তির প্রধান অংশ নিষ্ঠাবান হিন্দুদিগের এই বিশ্বাস হইতে অধিক পরিমাণে উত্থিত হইয়াছে। আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে স্ত্রী ঋতুমতী হইবার পরই হিন্দু ধর্ম্মানুসারে তাঁহার সহবাস আবশ্যক, ১২ বৎসরের পূর্ব্বেও অনেক স্থলে ঋতু উপস্থিত হয় এবং সেই সকল স্থলে যদি সহবাস করা হয় তবে যে ব্যক্তি সহবাস করেন তাঁহার ধর্ম্মে যে কার্য্য না করা নিষিদ্ধ তিনি সেই কার্য্য করিবার দরুণ দণ্ড বিধির আইনানুসারে অপরাধী হইবেন। আমাদিগকে একথা বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই প্রকারে হস্তক্ষেপ করিলে মহারাণীর ঘোষণাপত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে। বিল খানিকে দূষণীয় ভাবে প্রতীয়মান করিবার এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের দোষ আরোপ করিবার অভিপ্রায়ে এই যুক্তিটি বহুল পরিমাণে এবং অতি গর্হিত ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। এই যুক্তি সম্বন্ধে আমি এই রকম বলি যে, যাঁহারা এই যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারা মহারাণীর ঘোষণাপত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঘোষণাপত্রের যে সেরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে ভারতবর্ষের কোন গবর্ণমেণ্ট তাহা এপর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই এবং ভারতবর্ষের কোন গবর্ণমেণ্ট কখন তাহা স্বীকার করিবেন বলিয়া আমি মনে করি না। যে বিষয়ের এক্ষণে আলোচনা হইতেছে ঐ ব্যাখ্যা যদি সেই বিষয়ের সম্বন্ধে খাটে তবে মহারাণীর ঘোষণাপত্রকে এইরূপ একটী চুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় যে এদেশে যে বহুবিধ ধর্ম্ম প্রচলিত আছে তন্মধ্যে কোন ধর্ম্ম অনুসারে যে কার্য্য করা আবশ্যক বলিয়া কথিত হয় তাহার সহিত যদি সামাজিক নীতি বা সাধারণের নৈতিক বা বৈষয়িক মঙ্গল

বিধায়ক কার্য্যের বিরোধ হয় তাহা হইলে ধর্ম্মই প্রাধান্য প্রাপ্ত হইবে এবং সামাজিক স্বাস্থ্য, সামাজিক নীতি এবং মহারাণীর প্রজাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ সম্বন্ধীয় সকল কথাই উড়িয়া যাইবে। এই যুক্তিটী শ্রবণমাত্রই অতি বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। ১৮৫৮ সালে যে চার্টার্ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পৃথিবীস্থ লোকশাসকদিগের মধ্যে এক অতি দয়াবতী ও জ্ঞানালোক-সম্পন্না রাণীর দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। অতএব সে চার্টারের পক্ষে এত অবনতিসূচক যে, চুক্তি উহাতে তাহার সন্নিবেশ যার পর নাই অসম্ভব।

আমি সাহস সহকারে বলিতেছি যে মহারাণীর ঘোষণাপত্রে যে সকল প্রতিজ্ঞা আছে তাহা বুঝিতে সকল জ্ঞানবান লোকেই দুইটী কথা মনে রাখিয়া বুঝিবেন। গবর্ণমেণ্ট সকল স্থলে এই দুইটী কথা মনে রাখিয়া কার্য্য করিয়াছেন এবং সে দুইটী কথা যে সে চুক্তিপত্রে বিশেষ করিয়া লিখিত হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ এই যে, সকল স্থলেই তাহা মনে রাখিয়া কার্য্য করা হইয়াছিল এবং তাহা অতি স্পষ্ট এবং পরিষ্কার কথা। এই দুইটী কথার মধ্যে প্রথম কথা এই যে যে সকল স্থলে ধর্ম্মের নামে কোন কার্য্য করিতে হইলে সে কার্য্যের দরুণ লোকে বিপদগ্রস্ত হয় এবং সমাজের শান্তি নষ্ট হয় এবং পৃথিবীতে যে সমস্ত আইন ও নীতির ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তদনুসারে সে কার্য্য দূষণীয় হইয়া দাঁড়ায় সে সকল স্থলে নীতিই প্রবল হইবে ধর্ম্ম প্রবল হইবে না। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে সকল স্থলেই এই কথাটি মনে রাখিয়া কার্য্য করা হইয়াছে এবং ধর্ম্মের দ্বারা নিঃসন্দেহ রূপে অনুমোদিত এমন কোন কোন কার্য্য যে সমাজের মঙ্গলের বিঘ্নকর বলিয়া ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে নিষিদ্ধ হইয়াছে এরূপ উদাহরণও উপস্থিত করা হইয়াছে। শিশুহত্যানিবারণ বা, বিধবার সহমরণ নিবারণ এবং ব্রাহ্মণদিগের অনুচিত অধিকার লোপ আমাদের আইন প্রণয়নে এই যে সকল নজীর আছে এই যুক্তির পক্ষে এই সকল নজীরের উল্লেখ করিয়া অতি উচিত কার্য্যই করা হইয়াছে। মহারাণীর ঘোষণাপত্রের যে সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে ঐ সকল আইনের মধ্যে প্রত্যেক আইনকে মহারাণীর প্রজাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশ্বাস বা আরাধনার উপর হস্তক্ষেপ বলিয়া স্বীকার করিতে

হয় অর্থাৎ মহারাণীর অধীনে যাঁহারা শাসনকার্য্যে নিযুক্ত তাঁহারা যেরূপ হস্তক্ষেপ করিলে মহারাণীর নিতান্ত বিরাগভাজন হইবার কথা সেইরূপ হস্তক্ষেপ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যে সকল লোক ঘোষণাপত্রের এই ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেন এবং যাঁহারা বলেন যে ঐ ঘোষণাপত্র ভারতবর্ষের লোকদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে ভারত-বর্ষের গবর্ণমেন্টকে একেবারেই অক্ষম করে স্যার এণ্ড্রু স্কোবল্ তাঁহাদিগকে যে আইন অনুসারে আমরা এক্ষণে আমাদের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি সেই আইনের বিধানগুলি দেখিতে বলিয়া অতি উচিত কার্য্য করিয়াছেন। সে আইনের নাম ভারতবর্ষের কৌন্সিল বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইন। মহারাণীর ঘোষণাপত্রে যে সকল সাধারণ নীতির উল্লেখ আছে তাহাই ঐ আইনে খুব ঠিক ঠিক কথায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ আইন ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে আইন করিতে নিষেধ করা দূরে থাকুক, উহাতে এরূপ স্পষ্ট আভাষ আছে যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইলেও হইতে পারে। ঐ আইনের ১৯ ধারায় যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে অতি স্পষ্ট রূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে সকল পরামর্শদাতা ঐ ঘোষ-ণাপত্র ও ঐ আইন এই উভয়ের নিমিত্তই দায়ী ছিলেন তাঁহারা এখন যে প্রকার আইন করা হইতেছে রীতিমত সতর্কতা সহকারে সেইরূপ আইন প্রণয়ন করা হইবে এরূপ মনে করিয়া ছিলেন। সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইলে পর যখন সেই কথা লইয়া প্রিবি কৌন্সিলে আপীল করা হইয়াছিল তখন সেই আপীল সম্বন্ধে প্রিবি কৌন্সিল যে রায় দিয়াছিলেন তাহাতে এমন কতক-গুলি শব্দ আছে যাহাতে এই সকল বিষয়ে যে প্রণালী খাটে বলিয়া সকল স্থলেই স্বীকৃত হইয়াছে সেই প্রণালী বিবৃত করা হইয়াছে। আমি সেই শব্দ-গুলি উদ্ধৃত করিব। কৌন্সিল চারিটি হেতুতে ঐ আপীলের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তৃতীয় হেতুটি এইরূপ :—' ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উদারতার যে সকল ন্যায্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম পালনের উপর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের স্থায়িত্ব প্রধানতঃ নির্ভর করে সহমরণ প্রথা নিবারক আইনে সেই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে

না এবং ঐ কার্য্যটিকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্য বলিয়া নিষেধ করা হয় নাই অতি গর্হিত সামাজিক অপরাধ বলিয়া নিষেধ করা হইয়াছে।” যাঁহারা ঐ রায় দিয়াছিলেন তাঁহারা এ কথাও বলিয়াছিলেন যে “কার্য্যটি হিন্দুদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুমোদিত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ করা যাইতে পারে, এখনকার অনেক বিদ্বান হিন্দু কার্য্যটিকে পাপকার্য্য মনে করেন।” চতুর্থ হেতুতে এ কথাও বলা হইয়াছিল যে “যে রীতি জাতীয় হৃদয় এবং চরিত্রকে এত প্রবল রূপে হীনতাগ্রস্ত করিতে পারে এবং বিকৃত ধর্ম্মকে হৃদয়েব উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য করিতে শিক্ষা দেয় সেই রীতি নিষেধ করা” গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য। এই কাবণে ঐ কার্য্যটিকে বেআইনি কার্য্য বলা হইয়াছিল এবং উহাব পালন নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

আমি যে কথাগুলি উদ্ধৃত কবিয়াছি সে কথাগুলি উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে অতিশয় উপযোগা বলিয়া আমার বোধ হয়। কাবণ আমবা যে কার্য্যটির সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি সেটিকে অতি গর্হিত সামাজিক অপরাধ বলিয়া বর্ণনা কবা যাইতে পারে। এবং যে সকল স্থলে নীতিব উপদেশ এবং ধর্ম্মের উপদেশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরস্পবেব বিবোধী যে কথাটি মনে বাখিয়া মহারাণীর ঘোষণাপত্রের ব্যাখ্যা করা আবশ্যক সেই সকল স্থলে সেই কথাটি আমার মতে মনে রাখা কর্ত্তব্য। এবং যখন আমাদিগকে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিতে হয তখন সেই কথাটি বিশেষ ভাবে মনে বাখিয়া কার্য্য করা আবশ্যক বলিয়া আমার বোধ হয। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীব হিন্দু প্রজাগণ যে ধর্ম্ম অবলম্বন করেন তাঁহাদের বিবেচনায় সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন অবমাননাসূচক কথা আমি এস্থলেই কি আর অপর কোন স্থলেই কি কুত্রাপি বলিব না। সে ধর্ম্মের এমন কতকগুলি মত আছে যাহা পৃথিবীব সভ্যতম জাতিদিগের অবলম্বিত অতি মহৎ ও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সকলের মতামতের মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য। কিন্তু আমার বোধ হয় যে অতিরিক্ত প্রবাদাদির দ্বারা সে ধর্ম্ম যত জটিল হইয়া পড়িয়াছে আর কোন ধর্ম্ম তত হয় নাই, হীনমূল্যের বাড়তি মতামতের দ্বারা সে ধর্ম্ম যত ভারাক্রান্ত হইয়াছে এমন আর কোন ধর্ম্ম হয় নাই এবং নানা ভাব ধারণ করিতে ও নানা অবস্থার সহিত মিশ খাইতে পারে বলিয়া সে ধর্ম্ম উহার উপাসকদিগের পক্ষে যত অনিশ্চিত রকম হইয়া পড়িয়াছে

আর কোন ধর্ম্ম তত হয় নাই। যাহারা সেই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী সে ধর্ম্ম তাহাদি-গের সমস্ত জীবন অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পারিবারিক জীবন ব্যাপিয়া রহিয়াছে। হিন্দুর প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যেক কার্য্য এবং প্রত্যেক ঘটনার সহিত ধর্ম্মের সংস্রব আছে। আমার বিশ্বাস যে আমার এই কথাটি ঠিক যে শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা যে, মানুষ যে কোন কার্য্য করে তাহা ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে করা উচিত। যে ধর্ম্ম উহার সেবকদিগেব মনের উপর এত দৃঢ় আধিপত্য স্থাপন করে এবং সেই সেবকদিগের সমস্ত অস্তিত্ব সম্পূর্ণ রূপে ব্যাপিয়া থাকে সে ধর্ম্মকে আমরা ধন্য বলিয়া মানিতে পারি। কিন্তু এরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের কার্য্য করিতে হয় বলিয়াই যাঁহারা এদেশের শাসন কার্য্যের জন্য দায়ী তাঁহাদের এই বিষয়ে অধিকতর সতর্ক হওয়া আবশ্যক যে, যখনই কোন আচার-বা নীতি নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ কবা প্রয়োজন হয় তখনই সেই আচার বা নীতির অনুকূলে ধর্ম্মের কোন রূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হইলে ধর্ম্ম পথরোধ কবিতে পারিবে ইহা স্বীকার করা যাইবে কি না। এরূপ ধর্ম্মে যে কোন ব্যবস্থা আছে তাহাকেই এমন একটি প্রতিবন্ধক বলিয়া স্বীকার কবিতে হইবে যে ব্যবস্থাপক সভা কোন কারণেই তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পাবিবেন না একথা বলিলে এই বুঝাইবে যে, সামাজিক সংস্কারকরণ সম্বন্ধে আইনেব কিছু মাত্র কার্য্যকারিতা থাকিবে না। অতএব আমাদিগকে এই কথাটির মীমাংসা করিতে হইতেছে যে, যে প্রয়োজনীয় সংস্কাব কার্য্য দয়াব খাতিবে করা আবশ্যক যাহা করিলে হিন্দু জাতিব বিশেষ উপকার হইবে এবং হিন্দু সমাজের মধ্যে অধিকাংশই যাহার সমর্থন করিতেছেন তাহা আমরা কি কেবল এই কারণে স্থগিত রাখিব বা পরি-ত্যাগ করিব যে, সেই সমাজের অল্পসংখ্যক লোক তৎসম্বন্ধে এমন একটি ধর্ম্মের বচনের উপর নির্ভর কবিয়া আপত্তি কবিতেছেন যাহাব প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ কবা যাইতে পারে এবং যাহার গুরুত্ব এত কম যে তাহা উল্লঙ্ঘিত হইলে নাম মাত্র অর্থদণ্ড দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা যাইতে পারে।

আমি যাহা বলিলাম তাহা হইতে কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে আমি মনে রাখি-বার যে দুইটী কথার উল্লেখ করিয়াছি তন্মধ্যে দ্বিতীয় কথাটী অগত্যা আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয় কথাটী এই যে যে সকল স্থলে নীতির ও ধর্ম্মের কথার মধ্যে বিরোধ থাকে সে সকল স্থলে ধর্ম্মের আসল বিষয়

ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রভেদ করা সম্ভব হইলে, ব্যবস্থাপক সভা সে প্রভেদ করিতে বাধ্য, অর্থাৎ ধর্ম্মের মূল সূত্র এবং সেই সকল সূত্রের আশেপাশে যে সকল উপরি মতামত অকস্মাৎ উৎপন্ন হইয়াছে তন্মধ্যে প্রভেদ করিতে বাধ্য। এবং হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ প্রভেদ করা বিশেষ আবশ্যক। অতএব আমাদের প্রস্তাবিত আইন যে রীতির ব্যতিক্রম ঘটাইবে সে রীতির মূলে ধর্ম্মের আজ্ঞা আছে ইহা ধরিয়া লইলেও আমাদের একটী প্রথম জিজ্ঞাস্য এই হইতেছে যে, সে আজ্ঞা কি বড়ই গুরুতর এবং একান্ত প্রতিপাল্য না তাহার গুরুত্ব কিছু কম এবং তাহা অতি সামান্য মাত্রায় প্রতিপাল্য।

আমি প্রথমতঃ সাহস করিয়া বলিতে পারি যে এবিষয়ে যে তর্ক বিতর্ক হইয়াছে তদ্দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহে সাব্যস্থ হইয়াছে যে যে ধর্ম্মানুষ্ঠানটীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদগকে অনুরোধ করা হইতেছে সে ধর্ম্মানুষ্ঠানটী একটী স্থানীয় অনুষ্ঠান মাত্র এবং হিন্দুধর্ম্ম যাঁহাদিগের ধর্ম্ম তাঁহাদিগেব অনেকেই সে অনুষ্ঠানটী মানেন না। সে অনুষ্ঠানটী প্রধানতঃ বঙ্গদেশেরই অনুষ্ঠান এবং উহা বঙ্গদেশের কেবল একটী অংশে এবং সেই অংশের মধ্যে কেবল কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত। বোধ হয় কেহ এমন কথা বলিবেন না যে, এই সঙ্কীর্ণ স্থানেব বাহিরে নিষ্ঠাযুক্ত হিন্দুধর্ম্ম নাই। অথচ এক বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানের হিন্দুদিগের মধ্যে এই বিল সম্বন্ধে ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। তাহাব পব আমি এই কথা বলি যে এই বীতিমূলে ধর্ম্মের যে আজ্ঞা আছে তাহাব কিছুমাত্র গুরুত্ব নাই বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের ব্যবস্থাব ব্যাখ্যা বিষয়ে এখন যাঁহারা প্রধান প্রামাণিক পুনার ডেকান কলেজের ডাক্তার ভাণ্ডাবকার তাঁহাদের মধ্যে একজন, সকলেই ইহা স্বীকার করেন। এবং ডাক্তার ভাণ্ডারকার সম্প্রতি যে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতে ইহা পরিষ্কার করিয়া দেখান হইয়াছে যে ঐ রীতি যে সকল বচনের উপর নির্ভর করে তাহাতে উহা পালন করা না করা লোকের ইচ্ছাধীন করা হইয়াছে। সকল পক্ষই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, কোন কোন অবস্থায় সহবাস আইনমতে স্থগিত রাখা যাইতে পারে এবং যে স্থলে উহা আইনমতে স্থগিত রাখা না হয় সে স্থলেও ঐ কার্য্য সম্পন্ন না করিবার দরুণ যে অপরাধ হয় অতি সামান্য দণ্ড দিয়া তাহার প্রায়-

শিচত্ত করা যাইতে পারে। বোম্বাই সহরে সম্প্রতি যে সভা হইয়াছিল তাহাতে কয়েকদিন হইল শ্রীযুত জবরিলাল উমাশঙ্কর যাজ্ঞিক মহাশয় যে বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন যে তিনি যে ১ কোটী ১৮ লক্ষ হিন্দুর কথা বলিতেছিলেন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই কেবল যে গর্ভাধান সংস্কার সম্পন্ন করেনা, তাহা নয় ঐ সংস্কারের নাম পর্য্যন্ত জানেনা একথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। রাজপুতানার রাজা ও সর্দ্দারগণ এই সকল বিষয় সম্বন্ধে যে প্রকাব বিবেচনা করেন তদ্বিষয়ে জযপুবেব মহারাজার নিকট হইতে আমরা যে প্রমাণ পাইয়াছি তাহা দেখ। রাওবাহাদুব কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায মহাশয় একখানি চমৎকার পত্র লিখিয়াছেন। সেই পত্রে রাজপুতানাব রাজা ও সর্দ্দারদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে যে তাঁহারা অতিশয় নিষ্ঠাবান হিন্দু, এবং তাঁহাবা যে অবলীলাক্রমে তাঁহাদের ধর্ম্মের নিয়ম ভঙ্গ কবিবেন ইহা একেবাবেই অসম্ভব। এবং আমাদের মান্যবব সহযোগী শ্রীযুত মুলকর, শ্রীযুত তেলাঙ্গ, ত্রিবাঙ্কুরের মহাবাজা, বিজনগ্রামেব মহারাজা, মান্দ্রাজেব জজ মুটুস্বামী আইয়ারের ন্যায় মহাত্মারা এবং বঙ্গদেশের মধ্যেও বেত্তিয়াব মহাবাজা এবং দ্বারবঙ্গের মহারাজার ন্যায় মহাত্মাবা এবং নিজ কলিকাতার ভিতব আমাদের ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী রাজা দুর্গাচরণ লাহা, বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার এবং প্রসিদ্ধ উকীল ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের ন্যায় মহাত্মারা যে সকল স্পষ্টোক্তি করিয়াছেন তাহা দেখ। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এ বিষয়ে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বিশেষ মনোযোগ সহকাবে পাঠ করিবার যোগ্য এবং ডাক্তার রাসবিহাবী ঘোষ বলিয়াছেন যে তিনি জানেন যে, গর্ভাধান সংস্কাব অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সম্পন্ন করা হয় না বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং ঐ সংস্কার অনেক স্থলে পালিত না হইয়া ভঙ্গ করাই হয়। এমন সকল লোকের সাক্ষ্য উপস্থিত থাকিতে আমি বিনা প্রতিবাদে আমাদের মান্যবর সহযোগী সর রমেশচন্দ্র মিত্রের এই কথাটী গ্রহণ করিতে পারি না যে 'যে সকল লোক সংস্কার প্রার্থী নয় আমবা জোর করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এই সংস্কার করিতেছি'। ঐ সকল মহাত্মারা এবং তাঁহাদের অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশী এমন যে সকল লোক এই বিলের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন

তাঁহারা যে উপকার করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে সে সময়ের আর বড় বিলম্ব নাই যখন তাঁহাদের সমস্ত স্বদেশীয়গণ স্বীকার করিবেন যে তাঁহাদের মতন লোকই এ দেশে সাধারণ মতের প্রকৃত নেতা, যাহারা, এত গোলমাল করিয়া এবং এত নির্ব্বোধের ন্যায় 'আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইল বলিয়া তোতা পাখীর মতন বারম্বার চীৎকার করিয়াছে তাহারা প্রকৃত নেতা নয়।

কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বক্তাগণ এ বিষয়ের এই অংশ সম্বন্ধে পূর্ণ মাত্রায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এ অংশ সম্বন্ধে আমি আর কোন কথা বলিব না। যে রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে, অধিকাংশই সে রীতিটীকে আসল বা নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন না আমরা যদি কেবল একথা নয় অপিচ একথাও বলিতে পারি যে, ঐ রীত্যনু-যায়িক কার্য্য মানুষের সহজ জ্ঞানের বিরোধী, বর্ত্তমান সভ্যতার চক্ষে ঘৃণাজনক যাহারা উহা করে তাহাদিগের হীনতাসাধক এবং সমস্ত জাতির শারীরিক ও নৈতিক মঙ্গলের প্রতিকূল তাহা হইলে আমার বোধ হয় যে আমরা এইরূপ বিবেচনা করিতে পারি যে যে সকল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আচার ও রীতি রক্ষার্থ মহা-রাণীর ঘোষণাপত্রের সাহায্য প্রার্থনা করা যাইতে পারে এবং যাহা বৃটিশ ভারতবর্ষের দায়িত্ববিশিষ্ট আইন প্রণেতাদিগের দ্বারা স্বীকৃত ও রক্ষিত হইবার যোগ্য আমরা আলোচিত রীতিটীকে সেই শ্রেণীর আচার ও রীতির সম্পূর্ণ রূপে বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছি।

বিলের বিরুদ্ধে যে তৃতীয় আপত্তি উপস্থিত করা হইয়াছে আমি এখন তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। এই বিল বিধিবদ্ধ হইলে পুলীস বিরক্ত-জনক ভাবে তদন্তাদি কার্য্য করিতে থাকিবে, বৈরনির্য্যাতনাভিপ্রায়ে নালিশ হইতে থাকিবে এবং অতি গোপনীয় পারিবারিক বিষয় সম্বন্ধে ফৌজদারী তদন্ত হইতে থাকিবে এই আশঙ্কা হইতে এই আপত্তিটী উত্থিত হইয়াছে। এই আপত্তি সম্বন্ধে আমি এই কথা বলিব যে বিলের বিরুদ্ধে কোন কোন যুক্তি সম্বন্ধে আমাদের মত যাহাই হউক এই যুক্তিটী যে অতি সরলভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। এদেশের অধিকাংশ লোক যে অবস্থায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহা বিবেচনা

করিয়া দেখিলে এ আশঙ্কা খুব স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। আমাদের অবস্থা তাহাদের ন্যায় হইলে আমরাও সম্ভবতঃ এইরূপ আশঙ্কা করিতাম। কিন্তু আমি প্রথমতঃ সর্ব্বসাধারণকে মিনতি করিয়া এই কথা বলি, যে কোন নূতন আইনের এই প্রকার অপব্যবহার হওয়া সম্ভব এই কথা মনে করিয়া তাঁহারা যেন আপনাদিগকে অতিরিক্ত পরিমাণে বিচলিত করিয়া না তুলেন। কোন আইন প্রণয়ন করিলে পুলীস কিম্বা অপর ব্যক্তিরা অযথা আচরণের একটী পথ পাইবে এই কথা বলিলেই যদি ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টকে সে আইন প্রণয়নে বিরত হইতে হইত তাহা হইলে আমাদের অতি উপকারী ও প্রয়োজনীয় আইনের অনেকগুলি কখনই বিধিবদ্ধ হইত না। যথার্থ অভিযোগ সম্বন্ধে আমি এই কথা বলি যে, নূতন আইনটী সর্ব্বদা ভঙ্গ করা হইবে এরূপ মনে না করিলে আর এমন কথা বলা যায় না যে নূতন আইনানুসারে সর্ব্বদাই অভিযোগ উপস্থিত হইবে। কিন্তু আমার আন্তরিক বিশ্বাস এই যে, নূতন আইন সর্ব্বদা ভঙ্গ করা হইবে না। এবং নূতন আইনটী মরা ব্যবস্থাস্বরূপ পড়িয়া থাকিবে অর্থাৎ ইহার কোন কার্য্য হইবে না এই যে একটী কথা বারম্বার বলা হইয়াছে একথার সহিত নূতন আইন সর্ব্বদা ভঙ্গ করা হইবে একথার কছু মাত্র সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবগুলি ইহারই মধ্যে সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক বহুল পরিমাণে সমর্থিত হইয়াছে। এবং যে দেশীয়েরা শেষে এই প্রকার আইন বরাবর সমর্থন করিয়া আসিয়াছে তাহারা যে শেষে এই আইনটীকেও সমর্থন করিবে তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। যে কার্য্যটীকে এ দেশের অধিকাংশ লোক এখনই নৈতিক অপরাধ মনে করে বলিয়া আমার বিশ্বাস এবং যে কার্য্যটীকে আমাদের মান্যবর সহযোগী শ্রীযুত সার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় নিজেই পাপ ও অনিষ্টকর আচার বলিয়া নিন্দা করেন যাঁহারা সেই কার্য্যটী করেন বা করার সহায়তা করেন তাহারা এমন একটী অপরাধ করেন যে জন্য তাঁহাদিগের দণ্ডও হইতে পারে এই সংস্কারটী একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে পর এরূপ অপরাধ অতি বিরল হইবে বলিয়া আমি মনে করি। এই স্থলে আমি এই কথাটী বলিয়া যাই যে আমরা যে বয়সের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছি পাণ্ডুলিপিতে তাহার বিকল্পে রজোদর্শনের ব্যবস্থা সন্নিবেশিত করিবার জন্য অতি সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত

হইয়া যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল আমি যে আশঙ্কার কথা বলিতেছি প্রধানতঃ সেই আশঙ্কার কথা মনে করিয়া আমরা সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে অপারগ হইয়াছি। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আপত্তি করিবার অন্যান্য হেতু ছিল বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপি যে আকারে আছে তাহাতে যত বিরক্তিজনক ও পারিবারিক মানসম্ভ্রম জ্ঞানের বিরোধী তদন্তাদি হওয়া সম্ভব এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে যে তদপেক্ষা বহুল পরিমাণে বিরক্তিজনক ও পারিবারিক মানসম্ভ্রম জ্ঞানের বিরোধী তদন্তাদি হইতে পারিত তাহা নিশ্চয়।

এই রূপ তর্ক করা হইয়াছে যে, যে সকল অভিযোগ সদুদ্দেশ্যে উপস্থিত করা না হইয়া অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবারকে কলঙ্কিত করিবার মানসে উপস্থিত করা হয় পাণ্ডুলিপি সেই সকল অভিযোগ উপস্থিত করণ পক্ষে উৎসাহ স্বরূপ হইবে। এবং এই রূপ অভিযোগ উপস্থিত হইলে লোকে যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিবে এবং যে প্রকার অপমানিত বোধ করিবে এবং ঘটনার সত্যাসত্যতা সন্তোষজনক রূপে নিরূপিত হইবার নিমিত্ত নিরপরাধিনী রমণীগণের উপর যে প্রকার অত্যাচার হইতে পারিবে এবং যে সকল বিষয় সচরাচর গোপনে থাকে প্রকাশ্য বিচারালয়ে সেই সকল বিষয়ের প্রকাশ্য আলোচনা হইতে দিলে যে প্রকাশ্য কেলেঙ্কারি হইবে তাহার একটী হৃদয়দ্রবকারী চিত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমি কৌন্সিলকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট এই দেখিয়াছেন। এই যুক্তিটী অতিশয় মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। এই সকল ঘটনা যাহাতে ঘটিতে না পারে তজ্জন্য বিধান করা আবশ্যক বলিয়া আমরা যে বুঝি আমার বোধ হয় যে, এই আইনানুযায়িক অপরাধ পুলীসের ধর্ত্তব্য হইবে না এই বিধান করিয়া বিরক্তিকর অভিযোগ উপস্থিত করণ-পক্ষে প্রতিবন্ধক বৃদ্ধি করিয়া আমরা তাহা প্রমাণ করিয়াছি। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অপর কাহারো স্বামী ও স্ত্রী ঘটিত মোকদ্দমার সহিত সংস্রব থাকিবে না এবং যেস্থলে ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্তের আদেশ করেন সেস্থলে ইনিস্পেক্টরের নিম্নপদস্থ কোন পুলীসের কর্ম্মচারী তদন্ত করিতে বা তদন্ত সম্বন্ধীয় কোন কার্য্য করিতে পারিবে না আইনে এইরূপ একটী ধারা যোগ করিয়া দিতেও আমরা স্বীকৃত হইয়াছি।

কিন্তু এরূপ বলা যাইতে পারে যে এই সকল উপায় অবলম্বন করিলেও কোন ফল হইবে না। লোকে বলিবে যে, 'এই সকল উপায় সত্ত্বেও কোন চাকর বা চাকরাণীকে ছাড়াইয়া দিলে অথবা কোন প্রতিবাদীকে চটাইলে সে মনে করিলেই আমাদের পরিবারে কলঙ্ক আরোপ করিতে এবং আমাদের গৃহের পবিত্রতা নষ্ট করিতে পারিবে।' আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না যে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবে। এবং এই প্রকার মিথ্যা অভিযোগ যত বেশী হইবে বলিয়া আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলা হইতেছে এই প্রকার মিথ্যা অভিযোগ তত বেশী ইহা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যে ব্যক্তি এ প্রকার মিথ্যা অভিযোগ করিবে সে ব্যক্তি প্রথমতঃ আপনাকে অতি কঠিন দণ্ড পাইবার দায়ী করিবেন। হোম ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মান্যবর সভ্য মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে, এই আইনানুযায়িক অপরাধের গুরু দণ্ড হইবে বলিয়াই যে ব্যক্তি সেই অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিবে সে আপন প্রাপ্য দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। আমাদের ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, যে ব্যক্তি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিবে সে যে কেবল আইনানুসারে দণ্ডিত হইবে তাহা নয়। সে যে অভিযোগ করিবে তাহা যখন এত ঘৃণিত তখন সেই অভিযোগের রচয়িতা বলিয়া সে নিজে আরো কত ঘৃণিত হইবে। এবং সে যে সমাজের লোক সেই সমাজের সমস্ত লোকের ক্রোধে পড়িয়া তাহাকে কি ভীষণ দণ্ডই দিতে হইবে। কিন্তু কেবল এই প্রকারেই যে এই বিপদ নিবারণ হইবে তাহা নয়। আমাদিগকে এ কথাটীও বিবেচনা করিতে হইবে যে, যে ব্যক্তি এই প্রকার অভিযোগ উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে এমনি করিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইবে যে তাহা দেখিলেই সত্য বলিয়া প্রতীতি হয়, অর্থাৎ এমন এক জন মাজিষ্ট্রেটের সত্য বলিয়া প্রতীতি হয় যিনি পদে ও সম্ভ্রমে অতি উচ্চ এবং যিনি বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী অনুসারে অভিযোগকারীর চরিত্র বিবেচনা করিয়া দেখিতে বাধ্য। এরূপ অবস্থায় সাজান মোকদ্দমার অভিলষিত ফল ফলা কি সম্ভব? এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা মোকদ্দমা করে উল্টে তাহারই দণ্ড হওয়া কি বেশী সম্ভব নয়?

কিন্তু আমি এই যুক্তিটী লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিতে ইচ্ছা করি না। অতএব আমি ধরিয়া লইলাম যে যে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা গিয়াছে তাহা সত্ত্বেও সর্ব্বদা না হউক কখন কখন বিদ্বেষ বুদ্ধিতে কি অপর কোন অসদভিপ্রায়ে এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে। যদি এরূপ হয় তাহা হইলে আমি এই পাণ্ডুলিপির বিপক্ষগণকে এই কথা বলি যে তাঁহারা আপন মনে মনে এই আইন সম্বন্ধে একটী হিসাব খুলিয়া তাহার একটী খরচের দিকে আর একটী জমার দিক প্রস্তুত করুণ। আমি এই মাত্র যে সকল সম্ভবপর বিপদের উল্লেখ করিলাম এবং যাহা অতি সামান্য বলিয়া আমার বিশ্বাস তাঁহারা সেই সকল সম্ভবপর বিপদকে একদিকে রাখুন এবং অপরদিকে তাঁহারা এই কথাগুলি রাখুন, অর্থাৎ, এই আইনটী হিন্দু সমাজের একটী বহুকাল স্থায়ী কলঙ্ক দূর করিবে এবং ইহা তাঁহাদের স্ত্রী ও কন্যাগণকে, অর্থাৎ, এই আইনের আলোচনায় যে সকল বীভৎস কথা প্রকাশ পাইয়াছে এবং এত ভয়ানক না হইলে যে সকল বীভৎস কথা আরো শুনা যাইত সেই সকল বীভৎস কথা বিবেচনা করিলে যে সকল স্ত্রী ও কন্যাগণকে রক্ষা করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে মুহূর্ত্তমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না, সেই সকল স্ত্রী ও কন্যাগণকে রক্ষা করিবে। তাহার পর তাঁহারা বলুন নিক্তি কোন দিকে নামিয়া পড়া উচিত। যাঁহারা প্রকৃত স্বদেশপ্রিয় তাঁহারা কি এই উত্তর দিবেন না—'আমাদের পুত্রদিগের নিকট হইতে একটী নিষ্ঠুর প্রলোভন সরাইয়া লইয়া আইনের এই পরিবর্ত্তন তাহাদের যে উপকার সাধন করিবে তাহা লাভ করিবার জন্য, আমাদের কন্যাগণকে অতি ভীষণ অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিয়া আইনের এই পরিবর্ত্তন তাহাদের যে উপকার সাধন করিবে তাহা লাভ করিবার জন্য এবং সমস্ত হিন্দুজাতিকে কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিয়া আইনের এই পরিবর্ত্তন তাহাদের যে উপকার সাধন করিবে তাহা লাভ করিবার জন্য আমরা সন্তুষ্টচিত্তে এই সম্ভবপর বিপদের অধীন হইব এবং কোন শত্রু বা অর্থলোলুপ অভিযোগকারী কদাচ কখন আমাদিগকে এবং আমাদের পরিবার-বর্গকে বিরক্ত করিলে আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাদের উৎপীড়ন সহ্য করিব।'

আমাদের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, আমরা সম্মতির বয়স বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করতঃ বার বৎসরের কম বয়স্কা বালিকার সহিত বিবাহ অসিদ্ধ করিয়া এখনি সমস্ত বিবাহ বিষয়ক ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিয়া দিব। যে সমস্ত কারণে আমরা এই প্রস্তাবটী গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়াছি তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। আমার এই বিশ্বাস যে হিন্দু সমাজ নিজেই এক দিন আইনের এই প্রকার পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা জোর করিয়া ঐ সমাজকে ঐ পরিবর্ত্তন গ্রহণ করাইতে প্রস্তুত নহি। আমার বিশ্বাস যে যতক্ষণ আমরা আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাব লইয়া থাকিব ততক্ষণ আমাদিগকে কেহ হটাইতে পারিবে না। আমরা আইনের যে সংস্কার প্রস্তাব করিতেছি তাহাতে নূতন রকমের কিছু নাই। কত বয়সে স্ত্রীলোকের সম্মতিক্রমে বা অসম্মতিতে তাহার সহিত সহবাস করিলে আইনানুসারে অপরাধ হয় বর্ত্তমান আইনে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে এবং বর্ত্তমান আইনের ন্যায্যতা সকলেই স্বীকার করেন। এই আইনের বিরুদ্ধে কেহ কোন অভিযোগ করেন না এবং ছোট ছোট বালিকাকে এখন যে আশ্রয় দেওয়া হয় তাহা আর না দেওয়া হয় এরূপ প্রস্তাব করিতে পারেন এমন অসমসাহসিক লোক থাকা সম্ভব নয়। অতএব বয়সের সীমার আবশ্যকতা যখন স্বীকৃত হইতেছে তখন কৌন্সিলের একটী মাত্র কথার মীমাংসা করা প্রয়োজন—অর্থাৎ, আমাদের প্রস্তাবে বয়সের সীমা ঠিক ধার্য্য করা হইয়াছে কি না, এই কথা। আমরা এই কথা বলি যে, আমরা যে সীমা ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করিতেছি শারীরতত্ত্বের সহিত তাহার যত সামাঞ্জস্য আছে অন্য কোন সীমার তত নাই। আমাদিগকে তদপেক্ষা উচ্চ সীমা ধার্য্য করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু যে সীমা সম্বন্ধে কম আপত্তি হইতে পারে আমরা সেই সীমা ধার্য্য করিতে ইচ্ছা করি। আমরা আমাদের প্রস্তাব এই বলিয়া সমর্থন করি যে, বৃটিশ আইন এদেশের বালিকাগণকে অপর সমস্ত প্রকার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিলেও যত ক্ষণ উহা তাহাদিগকে অন্য কোন প্রকার অত্যাচার অপেক্ষা সহস্রগুণ ঘৃণিত এবং মুখ্য ও গৌণ ফলাফল সম্বন্ধে সহস্রগুণ বিপজ্জনক যে অত্যাচার সেই অত্যাচার হইতে রক্ষা করে না ততক্ষণ উহা তাহাদিগকে সম্যকরূপে রক্ষা করিতেছে না।

আমি আর একটী মাত্র কথা বলিব। এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ করা হইলে পর যাহাতে ইহার অপব্যবহার না হয় তজ্জন্য আরো বিধিব্যবস্থা করা আবশ্যক কি না ইহা নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট এই আইনের কার্য্য বিশেষ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে। আমি আহ্লাদ সহকারে এই অভয়দান করিতেছি। আমরা এই আইনের কার্য্য বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করাইব এবং আইনের অপব্যবহার নিবারণার্থ যে সকল বিধিব্যবস্থা করিয়াছি তাহা যদি অসম্পূর্ণ প্রমাণ হয় তবে আমরা সেই সকল বিধিব্যবস্থা বাড়াইয়া তাহাকে আরো মজবুত করিতে প্রস্তুত থাকিব।

[ক্রোড়পত্র।]

সমস্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও আডমিনিষ্ট্রেশনের নিকট প্রেরিত ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সরকুলর।

কলিকাতা, ১৮৯১ সাল, ২৬এ মার্চ।

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইনের বিধানের প্রতি এবং ১৯এ মার্চ তারিখের ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশনে পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত করা হইয়াছিল সেই অধিবেশনে মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি মহাশয় পার্শ্বে উদ্ধৃত যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তৎপ্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি।

এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ করা হইলে পর যাহাতে ইহার অপব্যবহার না হয় তজ্জন্য আরো বিধিব্যবস্থা করা আবশ্যক কি না ইহা নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট এই আইনের কার্য্য বিশেষ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে। আমি আহ্লাদ সহকারে এই অভয়দান করিতেছি। আমরা এই আইনের কার্য্য বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করাইব। এবং আইনের অপব্যবহার নিবারণার্থ যে সকল বিধি ব্যবস্থা করিয়াছি তাহা যদি অসম্পূর্ণ প্রমাণ হয় তবে আমরা সেই সকল বিধি ব্যবস্থা বাড়াইয়া আরো মজবুত করিতে প্রবৃত্ত থাকিব।

২। ——————————র ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটদিগকে যে প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে এই আইনের বিধান সকল উপযুক্ত সাবধানতা ও সতর্কতা সহকারে প্রয়োগ করা হইবে (   ) যে তাঁহাদিগকে সেই প্রকার উপদেশ দিবেন মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আইনে কেবলমাত্র কতকগুলি বহুদর্শী কর্ম্মচারীকে তদন্ত করিবার ও বিচারার্থ মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ভার

দেওয়া হইয়াছে। এবং ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে সেই সকল বহুদর্শী কর্ম্মচারী বিশেষ বিবেচনা সহকারে আইনের বিধানগুলি কার্য্যে পরিণত করিবেন। ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের ইহাও দৃঢ় প্রতীতি যে যদি কোন ব্যক্তি ব'লেন যে কোন ঘটনা ঘটিয়াছে আর সেই ব্যক্তি সেই ঘটনা জানেন বলিয়া অনুমান করা যুক্তিযুক্ত হয় আর সেই ব্যক্তি দায়িত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তি হন তবেই তাঁহাদ্বারা প্রদত্ত যথার্থ বিশ্বাসযোগ্য সম্বাদ পাইলেই এই আইনানুসারে কার্য্য করা হইবে নতুবা এই আইনানুসারে কোন কার্য্য করা হইবে না। এবং এই আইন পরিচালন করিবার পক্ষে কেবলমাত্র সন্দেহকে যথেষ্ট কারণ গণ্য করা হইবে না।

৩। আমি ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২০২ ধারার বিধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ঐ ধারার বিধান এই যে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে অভিযোগ উপস্থিত করা হয় তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার অবিশ্বাস কবিবার হেতু থাকিলে তিনি পরওয়ানা জারী স্থগিত রাখিয়া হয় স্বয়ং সেই অভিযোগের তদন্ত করিতে পারেন নয় তাঁহার অধী-নস্থ কোন কর্ম্মচারীকে স্থানীয় তদন্ত করিবার আদেশ করিতে পারেন। এই সম্মতির বয়স বিষয়ক আইনে ইনস্পেক্টরের নিম্নপদস্থ নয় এমন পুলীসের কর্ম্ম-চারী দ্বারা এরূপ তদন্ত করাইবার বিধান আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করেন যে, যে মোকদ্দমায় এই আইন খাটে সেই মোকদ্দমায় তদন্ত করিতে হইলে কোন বহুদর্শী দেশীয় মাজিষ্ট্রেটকে তদন্তের ভার দেওয়া আরো ভাল। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের এই বিশ্বাস যে এরকম বিষয়ে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয় হইলে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট দ্বারা কিম্বা পুলীসের কোন কর্ম্মচারী দ্বারা তদন্ত হওয়া অপেক্ষা বহুদর্শী দেশীয় মাজি-ষ্ট্রেট দ্বারা তদন্ত হওয়া এদেশের লোকের বেশ। প্রীতিকর হইবে।

৪। আমি প্রস্তাব করিতেছি যে বিভাগায় কমিশনরদিগকে বিশেষভাবে এই উপদেশ দেওয়া হয় যে তাঁহারা যেন এই আইনের কার্য্যের উপর লক্ষ্য রাখেন এবং তাঁহাদের অধীনস্থ জেলার কর্ম্মচারীদিগকে বুঝাইয়া দেন যে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট যে উদ্দেশ্যে এই আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারা সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করিবেন বটে, কিন্তু যৎপরোনাস্তি সাবধানতা

ও বিবেচনা সহকারে তাঁহাদের এই আইনটী প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। আইনটীর কার্য্য এক বৎসরকাল হইলে পর ঐ কার্য্যে গোলযোগ বা বাধাবিঘ্ন ঘটিয়াছিল কি না তাহার উল্লেখ করিয়া জেলার কর্ম্মচারীগণ যদি(র) অবগতির নিমিত্ত এক একখানি রিপোর্ট দেন তাহা হইলে সুবিধা হয়। এইরূপে যে সকল রিপোর্ট দেওয়া হইবে তৎসম্বন্ধে ( ) যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট আহ্লাদ সহকারে সেই মন্তব্য সহ সেই সকল রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রহণ করিবেন।

সি, জে, লায়াল,

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।